গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সিটি কর্পোরেশন পরিচালন ব্যবস্থা (গভর্ন্যান্স) উন্নয়ন কৌশলপত্র
২০২০ - ২০৩০

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সিটি কর্পোরেশন পরিচালন ব্যবস্থা (গভর্ন্যান্স) উন্নয়ন কৌশলপত্র
২০২০-২০৩০

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সিটি কর্পোরেশন পরিচালন ব্যবস্থা (গভর্ন্যান্স) উন্নয়ন কৌশলপত্র
২০২০-২০৩০

স্বত্ব ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
www.lgd.gov.bd

প্রকাশকাল ঃ মে ২০২০

সহযোগিতায় ঃ ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব সিটি কর্পোরেশন (C4C) প্রকল্প
জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (JICA)

মুদ্রণ ঃ জেএস প্রিন্টার্স, ৮৯ ফকিরাপুল (নিচতলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
মোবাইল : ০১৭১৬-৪৮৬০৩১, ০১৭৯৯-২৬৭৫০৮

Minister
Ministry of Local Government,
Rural Development and Cooperatives

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়

বাণী

বাংলাদেশে অব্যাহত উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে দ্রুত নগরায়ন একটি উন্নয়ন বাস্তবতা। এর ফলে পরিবেশগত, অবকাঠামোগত ও সার্বিকভাবে জীবন-যাত্রার মান সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলো বৃদ্ধি পেতে পারে। নগরায়নের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার শহর এলাকায় অবকাঠামো ও গভর্ন্যান্স উন্নয়ন সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এসকল প্রকল্প বাস্তবায়নে এবং জনসাধারণকে সরাসরি সেবা সরবরাহের মাধ্যমে নগরায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকা অপরিহার্য।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ১১ "অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা" এর মাধ্যমে নগরসমূহের ভূমিকা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। এছাড়াও, অভীষ্ট ১৬ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৬ সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতামূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ এবং ১৬.৭ সকল স্তরে সংবেদনশীল (তৎপর), অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিনিধিত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের বাহন হিসেবে গভর্ন্যান্স এর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। বর্তমান সরকার এ লক্ষ্যমাত্রাসহ সার্বিকভাবে এসডিজি অর্জনে গুরুত্ব দিয়েছে।

অবকাঠামোগত ও পরিচালন ব্যবস্থা (গভর্ন্যান্স) উন্নয়ন একটি অন্যটির অবিচ্ছেদ্য অংশ। অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য যেমন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও গবেষণার প্রয়োজন, ঠিক তেমনি পরিচালন ব্যবস্থা (গভর্ন্যান্স) এর উন্নয়নের জন্যও বর্তমান অবস্থা সঠিক বিশ্লেষণপূর্বক একটি দীর্ঘমেয়াদি সুসংগত কৌশল নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, স্থানীয় সরকার বিভাগ পরবর্তী ১০ বছরের সময়কালের দিকে লক্ষ্য রেখে "সিটি কর্পোরেশন পরিচালন ব্যবস্থা (গভর্ন্যান্স) উন্নয়ন কৌশলপত্র ২০২০-২০৩০" প্রণয়ন করেছে। এ কৌশলপত্রটি স্থানীয় সরকার বিভাগ, সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি সংস্থাগুলোর জন্য পরিচালন ব্যবস্থা (গভর্ন্যান্স) এর উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি রোড ম্যাপ হিসেবে কাজ করবে।

বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি ও বিশ্বস্ত উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে এ কৌশলপত্রটি প্রণয়নে জাইকা ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের ধন্যবাদ জানাই। নাগরিকদের সেবা প্রদান ও তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করতে সরকার বদ্ধপরিকর। সিটি কর্পোরেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ কৌশলপত্রটির সফল বাস্তবায়নে সকল অংশীদারদের স্বাগত জানাচ্ছি।

মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে নাগরিকদের উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) এর নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ "সিটি কর্পোরেশন পরিচালন ব্যবস্থা (গভর্ন্যান্স) উন্নয়ন কৌশলপত্র ২০২০-২০৩০" প্রণয়ন করেছে। এটি সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি উন্নতিকরণের লক্ষ্যে প্রণীত প্রথম কৌশলপত্র। কৌশলপত্রের বাস্তবায়নকাল এসডিজি'র সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০৩০ সাল পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে, যা স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদে প্রত্যাশিত আউটপুট অর্জনের লক্ষ্যে বাস্তবায়িত হবে। ইতোপূর্বে এলজিডি পৌরসভার জন্য অনুরূপ একটি কৌশলপত্র "পৌরসভা গভর্ন্যান্স ইম্প্রুভমেন্ট বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র ২০১৬-২০২৫" প্রণয়ন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সিটি কর্পোরেশনগুলোর জন্যও পরিচালন ব্যবস্থা (গভর্ন্যান্স) উন্নয়নের লক্ষ্যে এ কৌশলপত্রটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশে নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হলো সিটি কর্পোরেশন, এ প্রতিষ্ঠানটি নাগরিকদের বিভিন্ন প্রকার সেবা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমানে দেশে ১২টি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে এবং অব্যাহত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে এর সংখ্যা ভবিষ্যতে আরও বাড়তে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। এলজিডি ও সিটি কর্পোরেশনগুলোর জন্য এ কৌশলপত্রটি পরবর্তী ১০ বছরের জন্য বাস্তবসম্মত ও টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে। সিটি কর্পোরেশন ও অন্যান্য অংশীজনদের সাথে আলোচনা করে সরকার ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে বিদ্যমান অবস্থা, অনুশীলন ও সমস্যাসমূহ গভীরভাবে পর্যালোচনা করে কৌশলপত্রের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে।

ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব সিটি কর্পোরেশন (C4C) প্রকল্পের মাধ্যমে এলজিডিকে এ কৌশলপত্রটি প্রণয়নে সহায়তা করার জন্য জাইকাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি কৌশলপত্রটি প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার বিভাগের নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ ও C4C টীমের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

হেলালুদ্দীন আহমদ
সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

শব্দ সংক্ষেপণ ও ব্যাখ্যা ..... গ

অধ্যায় ১ঃ পটভূমি ১

১.১ ভূমিকা ১

১.২ সিটি কর্পোরেশনের পরিচালন ব্যবস্থা (গভর্ন্যান্স) এর উন্নয়ন ২

১.২.১ প্রাসঙ্গিকতা ২

১.২.২ কৌশলপত্রের পরিধি ও সময়সীমা ২

১.৩ কৌশলপত্রের কাঠামো ৫

১.৪ কৌশলপত্র প্রণয়নের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি ৬

অধ্যায় ২ঃ বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ ৭

২.১ অবস্থা বিশ্লেষণের পরিধি ৭

২.২ সিটি কর্পোরেশনের আইনি কাঠামো ৭

২.২.১ সিটি কর্পোরেশনের আইনি কাঠামোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৭

২.২.২ সিটি কর্পোরেশনের আইনি উপকরণের বিষয়সমূহ ৯

২.৩ সিটি কর্পোরেশনের সাংগঠনিক কাঠামো, কার্যক্রম ও নাগরিক সম্পৃক্ততা ১০

২.৩.১ সাংগঠনিক কাঠামো ১০

২.৩.২ কার্যক্রম ও কার্যপ্রক্রিয়া ১১

২.৩.৩ সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয় ১৬

২.৩.৪ কাউন্সিলরদের ভূমিকা ১৬

২.৩.৫ প্রতিবেদন ১৭

২.৩.৬ নাগরিক সম্পৃক্ততা ১৭

২.৪ সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা (পিএফএম) ১৮

২.৪.১ সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত আইনি কাঠামো ১৮

২.৪.২ প্রাপ্তি ও ব্যয় ১৯

২.৪.৩ প্রাপ্তিঃ হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যবস্থাপনা ২১

২.৪.৪ প্রাপ্তিঃ সরকার হতে অর্থ বরাদ্দ ২২

২.৪.৫ বাজেট ব্যবস্থাপনা ২২

২.৪.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনা ২২

২.৪.৭ নিরীক্ষা ২৩

২.৫ মানবসম্পদ উন্নয়ন ২৩

২.৫.১ সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ ২৩

২.৫.২ পারস্পরিক শিখন পদ্ধতি ২৪

অধ্যায় ৩ঃ রূপকল্প, সার্বিক লক্ষ্য ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ ২৫

৩.১ স্থানীয় সরকার বিভাগ ও সিটি কর্পোরেশনসমূহের রূপকল্প ২৫

৩.২ কৌশলপত্রের লক্ষ্য ২৬

অধ্যায় ৪ঃ কৌশলগত উপাদান ও বাস্তবায়নের রোডম্যাপ ২৭

৪.১ লক্ষ্য, কৌশলগত উপাদান ও প্রত্যাশিত আউটপুট ২৭

৪.২ আইনি উপকরণ (লক্ষ্য ১) ২৭

৪.২.১ সার্বিক দিক-নির্দেশনা ২৭

৪.২.২ লক্ষ্য, কৌশলগত উপাদান ও প্রত্যাশিত আউটপুট (লক্ষ্য ১) ২৯

৪.৩ সাংগঠনিক উন্নয়ন (লক্ষ্য ২) ২৯

৪.৩.১ সার্বিক দিক-নির্দেশনা ২৯

পৃষ্ঠা

৪.৩.২ লক্ষ্য, কৌশলগত উপাদান ও প্রত্যাশিত আউটপুট (লক্ষ্য ২) ৩০
৪.৪ সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা (লক্ষ্য ৩) ৩২
৪.৪.১ সার্বিক দিক-নির্দেশনা ৩২
৪.৪.২ লক্ষ্য, কৌশলগত উপাদান ও প্রত্যাশিত আউটপুট (লক্ষ্য ৩) ৩৫
৪.৫ মানবসম্পদ উন্নয়ন (লক্ষ্য ৪) ৩৭
৪.৫.১ সার্বিক দিক-নির্দেশনা ৩৭
৪.৫.২ লক্ষ্য, কৌশলগত উপাদান ও প্রত্যাশিত আউটপুট (লক্ষ্য ৪) ৩৮
৪.৬ সারসংক্ষেপ ও রোডম্যাপ ৩৯
অধ্যায় ৫ঃ বাস্তবায়ন ও মনিটরিং ৪১
৫.১ কৌশলপত্র বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা ৪১
৫.২ করিগরি সহায়তা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা ৪২

সংযোজনী-১ঃ সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন আইনি উপকরণসমূহের বর্তমান অবস্থা ১-১০
সংযোজনী-২ঃ এক নজরে কৌশলপত্র ঃ লক্ষ্য, কৌশলগত উপাদান ও প্রত্যাশিত আউটপুট ১-৯

চিত্রসূচি

পৃষ্ঠা

চিত্র ১-১ ঃ বাংলাদেশে নগর ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর হার ১
চিত্র ১-২ ঃ কৌশলপত্রে গভর্ন্যান্স-এর পরিধি ৩
চিত্র ১-৩ ঃ চার সিটি কর্পোরেশনে সিটি কর্পোরেশন প্রদত্ত সেবায় নাগরিকদের সন্তুষ্টির মাত্রা ৪
চিত্র ১-৪ ঃ কৌশলপত্রের কাঠামো ৫
চিত্র ২-১ ঃ সাংবিধানিক কাঠামোর অধীনে সিটি কর্পোরেশন আইন ও অন্যান্য আইনি উপকরণসমূহ ৭
চিত্র ৪-১ ঃ আর্থিক ঘাটতি (ফিসক্যাল গ্যাপ) পূরণ ৩৩
চিত্র ৪-২ ঃ কৌশলপত্রের সারণির সংক্ষিপ্তরূপ ৩৯
চিত্র ৪-৩ ঃ কৌশলপত্রের সময়ভিত্তিক প্রত্যাশিত আউটপুট নির্ধারণের মূল বিবেচ্য বিষয় ৪০
চিত্র ৫-১ ঃ কৌশলপত্র বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর জন্য সাংগঠনিক কাঠামো ৪২

সারণিসূচি

পৃষ্ঠা

সারণি ১-১ ঃ সিটি কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা ও জনসংখ্যার তথ্য ৬
সারণি ২-১ ঃ সিটি কর্পোরেশন আইনের বিশ্লেষণাত্মক কাঠামো ৮
সারণি ২-২ ঃ সিটি কর্পোরেশনের জন্য যে সকল আইনি উপকরণ প্রণয়ন করতে হবে (ধরন ও সংখ্যা) ৯
সারণি ২-৩ ঃ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সিটি কর্পোরেশন আইনি উপকরণসমূহ ১০
সারণি ২-৪ ঃ সিটি কর্পোরেশন আইন অনুযায়ী কর্পোরেশনের সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম ১২
সারণি ২-৫ ঃ চার সিটি কর্পোরেশনে সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পর্কে কর্মদক্ষতা ১৩
সারণি ২-৬ ঃ সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম উন্নতির বিভিন্ন ক্ষেত্রসমূহ ১৪
সারণি ২-৭ ঃ অংশীদারিত্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের সেবাসমূহ ১৫
সারণি ২-৮ ঃ সাত (৭) টি সিটি কর্পোরেশনের একত্রিত প্রাপ্তি ও ব্যয় ২০
সারণি ৩-১ ঃ সিটি কর্পোরেশনের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য ২৫
সারণি ৪-১ ঃ যে সকল আইনি উপকরণ প্রণয়ন করতে হবে (সমন্বিত) ২৮

শব্দ সংক্ষেপণ ও ব্যাখ্যা

বাংলা		English	
এডিবি	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক	ADB	Asian Development Bank
এডিপি	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	ADP	Annual Development Program
এআই	প্রশাসনিক উন্নতিকরণ	AI	Administrative Improvement
এপিএ	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	APA	Annual Performance Agreement
এআরসি	প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি	ARC	Administrative Reform Committee
বিএসিএস	বাজেট এন্ড একাউন্টিং ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম	BACS	Budget and Accounting Classification System
বসিক	বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	BCC	Barisal City Corporation
বিবিএস	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	BBS	Bangladesh Bureau of Statistics
বিসিএস	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস	BCS	Bangladesh Civil Service
বিডিটি	বাংলাদেশ টাকা	BDT	Bangladesh Taka
বিএমডিএফ	বাংলাদেশ মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড	BMDF	Bangladesh Municipal Development Fund
বিটিসিএল	বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড	BTCL	Bangladesh Telecommunications Company Limited
বিডব্লিউডিবি	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	BWDB	Bangladesh Water Development Board
সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯	CC Act	Local Government (City Corporation) Act, 2009
সিবিও	কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন	CBO	Community Based Organization
সিডিসিসি	নগর উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি	CDCC	City Development Coordination Committee
সিডিইউ	সক্ষমতা/দক্ষতা উন্নয়ন ইউনিট	CDU	Capacity Development Unit
সিজিপি	সিটি গভর্ন্যান্স প্রকল্প	CGP	City Governance Project
সিআইপি	মূলধন বিনিয়োগ পরিকল্পনা	CIP	Capital Investment Plan
সিআইএসসি	নাগরিক তথ্যসেবা কেন্দ্র	CISC	Citizen Information Service Center
সিএলসিসি	সিটি লেভেল কোঅর্ডিনেশন কমিটি	CLCC	City Level Coordination Committee
সিওএ	চার্ট অব একাউন্ট	CoA	Chart of Account
চসিক	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	ChCC	Chattagram City Corporation
কুসিক	কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন	CuCC	Cumilla City Corporation
সিফোরসি	ক্যাপাসিটি ফর সিটিজ (ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অভ সিটি কর্পোরেশন এর সংক্ষিপ্ত নাম)	C4C	Capacity for Cities (Nickname of Project for Capacity Development of City Corporation)
ডিএফআইডি	ডিপার্টমেন্ট অব ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট	DFID	Department of International Development
ডিএনসিসি	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	DNCC	Dhaka North City Corporation
ডিজিএইচএস	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	DGHS	Directorate General of Health Services
ডিপিই	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	DPE	Department of Primary Education
ডিপিএইচই	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	DPHE	Department of Public Health Engineering
ডিপিপি	উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা	DPP	Development Project Proposal
ডিএসসিসি	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	DSCC	Dhaka South City Corporation
ই-জিপি	ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট	E-GP	E-Government Procurement
ইপিআই	সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি	EPI	Expanded Programme on Immunization
এফএএস	কার্য বিশ্লেষণী শীট	FAS	Function Analysis Sheet

শব্দ সংক্ষেপণ ও ব্যাখ্যা

এফডি	অর্থ বিভাগ	FD	Finance Division
এফএসএমপি	ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড মাস্টার প্লান রিভিউ	FSMP	Feasibility Study and Master Plan Review (a component of CGP)
অব	অর্থ বছর	FY	Fiscal Year
গাসিক	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন	GCC	Gazipur City Corporation
জিআইজেড	জার্মান আন্তজার্তিক সহযোগিতা সংস্থা	GIZ	German Agency for International Cooperation
জিএম	সাধারণ সভা	GM	General Meeting
জিটিসিএল	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড	GTCL	Gas Transmission Company Limited
জিওবি	বাংলাদেশ সরকার	GoB	Government of Bangladesh
আইসিটি	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	ICT	Information Communication Technology
আইডিপি	অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা	IDP	Infrastructure Development Plan
জাইকা	জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা	JICA	Japan International Cooperation Agency
খুসিক	খুলনা সিটি কর্পোরেশন	KCC	Khulna City Corporation
কেএফডাব্লিউ	জার্মান উন্নয়ন ব্যাংক	KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau (German Development Bank)
এলসিজি	স্থানীয় পরামর্শক গ্রুপ	LCG	Local Consultative Group
এলএন্ডডি	লার্নিং ও ডায়ালগ	L&D	Learning and Dialogue
এলডিসি	স্বল্প উন্নত দেশ	LDC	Least Developed Country
এলজিডি	স্থানীয় সরকার বিভাগ	LGD	Local Government Division
এলজিইডি	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	LGED	Local Government Engineering Department
এলজিআই	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	LGI	Local Government Institution
এলজিডব্লিউজি	লোকাল গভর্ন্যান্স ওয়ার্কিং গ্রুপ	LGWG	Local Governance Working Group
মসিক	ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন	MCC	Mymensingh City Corporation
এমজিএসপি	পৌরসভা গভর্ন্যান্স ও সার্ভিসেস প্রকল্প	MGSP	Municipal Governance and Services Project
এমআইএন্ডই	মনিটরিং, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন	MI&E	Monitoring, Inspection and Evaluation (Wing of LGD)
এমওএফ	অর্থ মন্ত্রণালয়	MoF	Ministry of Finance
এমওইএফসিসি	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	MoEF&CC	Ministry of Environment, Forest and Climate Change
এমওএইচএন্ড এফডব্লিউ	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	MoH&FW	Ministry of Health and Family Welfare
এমওএলজিআরডি এন্ড সি	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	MoLGRDC	Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives
এলজিপিএ মন্ত্রণালয়	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	MoLJPA	Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affair
এমওএইচপিডব্লিউ	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	MoHPW	Ministry of Housing and Public Works
এমওপিএ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	MoPA	Ministry of Public Administration
এমওপিইএন্ডএম আর	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	MoPEMR	Ministry of Power, Energy and Mineral Resources
এমওডব্লিউআর	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	MoWR	Ministry of Water Resources
নাসিক	নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	NCC	Narayanganj City Corporation
এনজিও	বেসরকারি সংস্থা	NGO	Non-Governmental Organization

শব্দ সংক্ষেপণ ও ব্যাখ্যা

এনআইএলজি	জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট	NILG	National Institute of Local Government
নবিদেপ	নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প	NOBIDEP	Northern Bangladesh Integrated Development Project
এনইউপিআরপি	ন্যাশনাল আরবান প্রবার্টি রিডাকশন কর্মসূচি	NUPRP	National Urban Poverty Reduction Program
ওজেটি	অন দি জব ট্রেনিং	OJT	On the Job Training
ওএন্ডএম	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	O&M	Operation and Maintenance
ওএসআর	নিজস্ব রাজস্ব উৎস	OSR	Own Source Revenue
পিডিসিএ	প্লান-ডু-চেক-একশন	PDCA	Plan-Do-Check-Action
পিএফএম	সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা	PFM	Public Financial Management
পিপিএ	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন	PPA	Public Procurement Act
পিপিপি	পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ	PPP	Public Private Partnership
পিপিআর	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা	PPR	Public Procurement Rules
রাজউক	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	RAJUK	Rajdhani Unnayan Kartripakkha
রাসিক	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন	RCC	Rajshahi City Corporation
রসিক	রংপুর সিটি কর্পোরেশন	RpCC	Rangpur City Corporation
সিসিক	সিলেট সিটি কর্পোরেশন	SCC	Sylhet City Corporation
এসডিসি	সুইস ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন	SDC	Swiss Development Cooperation
এসপিজিপি	স্ট্রেন্দেনিং পৌরসভা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট	SPGP	Strengthening Paurashava Governance Project
এসআরও	সংবিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ আদেশ	SRO	Statutory Regulatory Order
ইউডিডি	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	UDD	Urban Development Directorate
ইউজিআইআইপি	নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প	UGIIP	Urban Governance and Infrastructure Improvement Project
ইউএনডিইএসএ	জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগ	UNDESA	United Nations Department of Economics and Social Affairs
ইউএনডিপি	জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি	UNDP	United Nations Development Programme
ইউপিইএইচএস ডিপি	আরবান পাবলিক এনভায়রনমেন্ট এন্ড হেলথ সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	UPEHSDP	Urban Public Environment and Health Sector Development Project
ভ্যাট	মূল্য সংযোজন কর	VAT	Value Added Tax
ওয়াসা	পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ	WASA	Water Supply and Sewerage Authority
ডব্লিউএলসিসি	ওয়ার্ড লেভেল কোঅর্ডিনেশন কমিটি	WLCC	Ward Level Coordination Committee

অধ্যায় ১ ঃ পটভূমি

১.১ ভূমিকা

বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে গৃহীত নীতি ও কৌশলের মাধ্যমে অর্জিত উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে দ্রুত নগরায়ন বাংলাদেশের একটি উন্নয়ন বাস্তবতা। ২০১১ সালের বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ শহরে বাস করে। ইউএনডেসা ২০১৮ সালের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০৩৫ সাল নাগাদ নগর জনগোষ্ঠী গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে অতিক্রম করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে (চিত্র ১-১)। এ নগরায়নের পেছনে মূলত তিনটি প্রধান কারণ কাজ করছে: গ্রামের তুলনায় নগর এলাকায় নাগরিক সুবিধা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য কারণে নগর এলাকায় অভিবাসন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি; এগুলোর সবকটি একই গতিতে অথবা আরও দ্রুতলয়ে ঘটবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। দ্রুত নগরায়নের কারণে শহরগুলো বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হবে বিশেষ করে আবাসন সমস্যা, পানীয় জল ও স্যানিটেশন, ট্রাফিক জ্যাম, জলাবদ্ধতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বায়ু ও শব্দ দূষণ এবং সার্বিকভাবে বসবাসের পরিবেশ বিনষ্ট প্রভৃতি। এ সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে বর্ধিষ্ণু নগরায়নের ফলে সমস্যাগুলো আরও প্রকট আকার ধারণ করতে পারে।

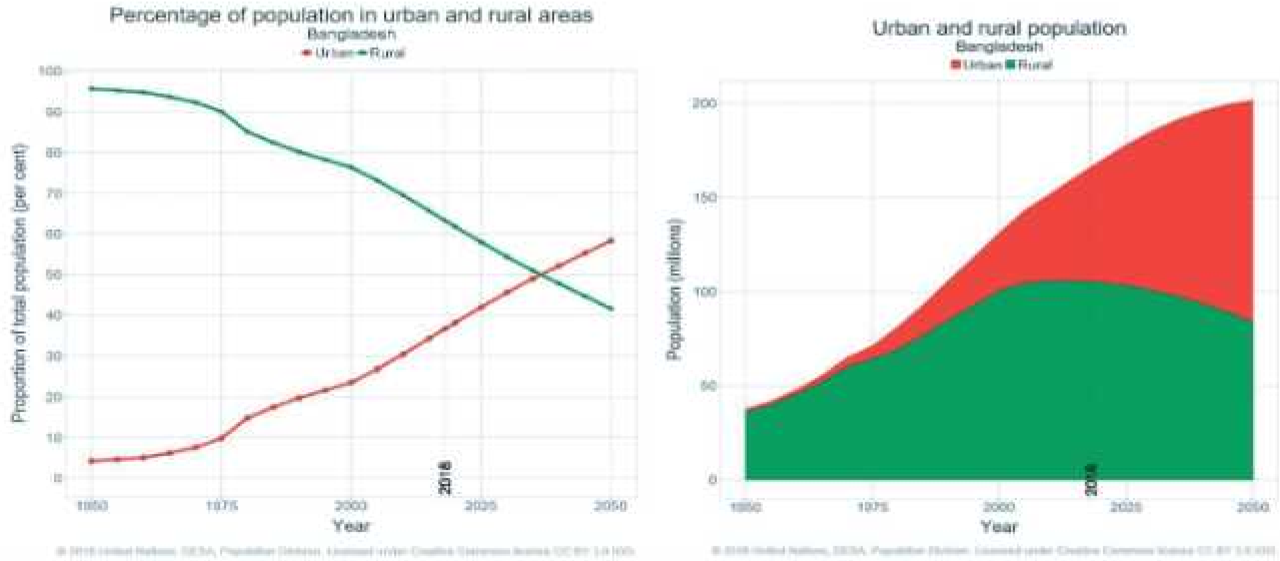

উৎস: রিভিশন অব ওয়ার্ল্ড আরবানাইজেশন প্রোসপেক্টস ২০১৮, পপুলেশন ডিভিশন, ইউ এন ডিপার্টমেন্ট অব ইকোনোমিক এন্ড সোসাল এফেয়ার্স (ইউএনডেসা)

চিত্র ১-১ ঃ বাংলাদেশে নগর ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর হার

দেশের টেকসই উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে সরকার **বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১)** ও **সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০)** প্রণয়ন করেছে, যেখানে চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার কৌশলগত দিক-নির্দেশনা রয়েছে। সরকার আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি আরবান সেক্টর নীতিমালাও প্রণয়ন করছে, যা প্রস্তুতির চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়াও সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব প্রদান করেছে, যার মধ্যে নগরায়ন ও এর সুশাসন সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

- **অভীষ্ট ১১ঃ** (লক্ষ্যমাত্রা ১১.১ থেকে ১১.৫), "অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা"।
- **অভীষ্ট ১৬ঃ** "টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ" এর দু'টি লক্ষ্যমাত্রা:

  লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৬ঃ সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতামূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ।

  লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৭ঃ সকল স্তরে সংবেদনশীল (তৎপর) অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিনিধিত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করা।[১]

[১] ট্রান্সফর্মিং আওয়ার ওয়ার্ল্ডঃ ২০১৫ সনের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এজেন্ডা গৃহীত হয় যেখানে ২৩২টি সূচক ও ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে মোট ১৭টি অভীষ্ট নির্ধারন করা হয়। অভীষ্টসমূহ একে অপরের সাথে সম্পর্কিত, যার অধিকাংশ স্থানীয় সরকারের বর্তমান ও ভবিষ্যতে সম্ভাব্য ভূমিকার কথা আলোচনা করেছে, অভীষ্ট ১১ বাংলাদেশের সিটি কর্পোরেশনসমূহের জন্য সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক যার অনেকগুলো লক্ষ্যমাত্রা পূরণে এলজিডি'র নেতৃত্ব বা সহযোগী ভূমিকা রয়েছে। এছাড়াও অভীষ্ট ১৬-এর দু'টি লক্ষ্যমাত্রা যথা: ১৬.৬ ও ১৬.৭ গভর্নান্স সম্পর্কিত যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে।

নগরের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং অংশীজনদের সমন্বয়ে বহুমাত্রিক উদ্যোগের প্রয়োজন। নগর স্থানীয় সরকার (যেমন: সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা) মূলত: সংবিধান ও স্থানীয় সরকার আইন যথা: স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরশন) আইন ২০০৯ (এরপর থেকে "সিটি কর্পোরেশন আইন" হিসাবে উল্লিখিত) ও স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ (এরপর থেকে "পৌরসভা আইন" হিসাবে উল্লিখিত) দ্বারা গঠিত। বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় (২০১০-২০২১) প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, স্থানীয় সরকারকে দায়িত্ব ও সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ করে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নগর গভর্ন্যান্স-কে মূল কর্মপন্থা হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় নগরায়নের সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে - যার কয়েকটি সরাসরি সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার গভর্ন্যান্স, সাংগঠনিক ও আর্থিক সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ সম্পর্কিত। বর্তমানে নগরের অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি নগর স্থানীয় সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গভর্ন্যান্স ইম্প্রুভমেন্ট (সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক উন্নতিকরনে) এর জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

অবকাঠামোগত টেকসই উন্নয়নের জন্য সুশাসন একটি অপরিহার্য বিষয়। অবকাঠামোগত উন্নয়ন একটি দৃশ্যমান বিষয় যা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ও জনগণের মনোযোগ সহজেই আকর্ষণ করতে পারে। কিন্তু সুশাসন প্রায়শই তাৎক্ষণিকভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না, তাই এর জন্য বিশেষ মনোযোগ ও কৌশলগত পদ্ধতির প্রয়োজন।

১.২ সিটি কর্পোরেশনের পরিচালন ব্যবস্থা (গভর্ন্যান্স) এর উন্নয়ন

১.২.১ প্রাসঙ্গিকতা

পৌরসভায় গভর্ন্যান্স উন্নয়নের মাধ্যমে শহরের সমস্যাগুলোকে মোকাবেলার লক্ষ্যে জাইকা'র স্ট্রেন্দেনিং পৌরসভা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট (এসপিজিপি)-এর সহোযোগিতায় স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) "পৌরসভা গভর্ন্যান্স ইম্প্রুভমেন্ট বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র (২০১৬-২০২৫)" প্রণয়ন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সিটি কর্পোরেশনগুলোর জন্যও গভর্ন্যান্স উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত কাঠামো বিশেষভাবে প্রয়োজন, যা নাগরিকদের প্রত্যাশা অনুযায়ী দায়িত্ব পালনে সহায়তা করবে।

উপরোল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে, "সিটি কর্পোরেশনসমূহের পরিচালন ব্যবস্থা (গভর্ন্যান্স) উন্নয়ন কৌশলপত্র" (এরপর থেকে কৌশলপত্র হিসাবে উল্লেখিত) প্রণয়ন করা হয়েছে। এর ফলে সিটি কর্পোরেশনগুলো নগরায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়মতান্ত্রিকভাবে মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা পাবে এবং প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন ও স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে।

১.২.২ কৌশলপত্রের পরিধি ও সময়সীমা

সিটি কর্পোরেশন এবং এর পরিচালন ব্যবস্থা (গভর্ন্যান্স) - এ দু'টি বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে কৌশলপত্রের পরিধি/ব্যাপ্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। জাইকা-সিফোরসি প্রকল্পের সহায়তায় এলজিডি কর্তৃক প্রণীত কৌশলপত্রটি সকল সিটি কর্পোরেশনের জন্য প্রযোজ্য হবে।

পরিচালন ব্যবস্থা (গভর্ন্যান্স) এর সংজ্ঞা

গভর্ন্যান্স একটি আপেক্ষিক প্রত্যয়, এটি সার্বজনীন কোন বিষয় নয়। তবে গভর্ন্যান্সকে বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে, যেমন: বিশ্বব্যাংকের মতে, গভর্ন্যান্স হলো এমন এক প্রক্রিয়া যেখানে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদ, সমাজের সমস্যা ও চাহিদা পূরণে ব্যবহৃত হয়। গভর্ন্যান্স চারটি প্রধান স্তম্ভের উপর নির্ভরশীল, যথা: দায়িত্বশীলতা, স্বচ্ছতা, আইনি কাঠামো ও অংশগ্রহণ।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) এর মতে, গভর্ন্যান্স হলো অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক কর্তৃত্বের বিধিবদ্ধ চর্চা যার মাধ্যমে একটি দেশের কার্যাবলি পরিচালনা করা হয়। ইউএনডিপি গর্ভন্যান্সের ৫টি মুল উপাদানের কথা বলেছে। এগুলো হল; বৈধতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, মানবাধিকার ও সাম্য। জাতিসংঘ চিহ্নিত গর্ভন্যান্সের ৮টি উপাদান হলো - দায়বদ্ধতা, কার্যকর ও দক্ষ প্রশাসন, স্বচ্ছতা, ন্যায় বিচার প্রবণতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, অংশগ্রহণমূলক এবং মতামতের উপর নির্ভরশীলতা।

পরিচালন ব্যবস্থা (গভর্ন্যান্স) এর পরিধি

এ কৌশলপত্রে পরিচালন ব্যবস্থা (গভর্ন্যান্স) এর মূল উপাদান হিসেবে উপরোল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হয়েছে। এ সকল মূল উপাদানগুলো কৌশলপত্রের নির্ধারিত লক্ষ্য ও উপায়সমূহ নির্ধারণে নির্দেশক হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। সিটি কর্পোরেশন আইনের বিভিন্ন বিধান ও তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রমকে বিবেচনায় নিয়ে পরিচালন ব্যবস্থা (গভর্ন্যান্স) এর পরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে এসকল কার্যক্রমকে নিম্নোক্ত শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে:

- **প্রশাসনিক কার্যক্রম,** যেমন: সাংগঠনিক পদ্ধতি, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা এবং নাগরিক অংশগ্রহণসহ স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে কাউন্সিলরদের অংশগ্রহণ;
- **সেবামূলক কার্যক্রম,** যেমন: জনস্বাস্থ্য, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, রাস্তা-ঘাট, সড়ক বাতি, পার্ক এবং অন্যান্য সুবিধা ও সেবাসমূহ; এবং
- **নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম,** যেমন: ইমারত নিয়ন্ত্রণ, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, বেসরকারি বাজার নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম।

কৌশলপত্রটি সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক কার্যক্রমসমূহকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নসংক্রান্ত বিষয়াবলিও সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত যা কৌশলপত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেমন: (১) আইনি উপকরণ (যথা: সিটি কর্পোরেশন সম্পর্কিত বিধি, প্রবিধান ও উপ-আইন), (২) সাংগঠনিক ব্যবস্থা ও কার্যপ্রক্রিয়া এবং (৩) পদ্ধতিগতভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদের উন্নয়নও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চিত্র ১-২ এ পরিচালন ব্যবস্থা (গভর্ন্যান্স) এর পরিধি দেখানো হলো:

কার্যক্রম [স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ অনুযায়ী]				
প্রশাসনিক কার্যক্রম • স্থায়ী কমিটি • মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা • কর ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা • উন্নয়ন পরিকল্পনা, বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ও প্রতিবেদন তৈরি • নাগরিক সম্পৃক্তকরণ	←	আইনি উপকরণ (বিধি, প্রবিধান ও উপ-আইন)	সাংগঠনিক উন্নয়ন (কার্য প্রক্রিয়া উন্নতিকরণসহ)	মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)
↓				
সেবা-সংক্রান্ত কার্যক্রম • জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা • পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন • সড়ক ও সড়ক বাতি • পার্ক, বাগান ও গাছপালা • জীবজন্তু • জন-নিরাপত্তা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা • শিক্ষা ও সংস্কৃতি • সমাজকল্যাণ • জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ নিবন্ধন	←			
নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম • শহর পরিকল্পনা • ইমারত (বিল্ডিং) নিয়ন্ত্রণ • হাট-বাজার • খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি • বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর বস্তুর ব্যবসা-বাণিজ্য • অবৈধ প্রবেশ	←			

চিত্র ১-২ ঃ কৌশলপত্রে গভর্ন্যান্স-এর পরিধি

সিটি গভর্ন্যান্স প্রকল্প (সিজিপি) ও C4C প্রকল্পের সহযোগিতায় ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পরিচালিত নাগরিক জরিপ অনুসারে, নাগরিকগণ সাধারনত সিটি কর্পোরেশনের টিকাদান কর্মসূচি, সনদ প্রদান, মা ও শিশু স্বাস্থ্যের মত কিছু মৌলিক সেবায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে, তবে বর্জ্য-ব্যবস্থাপনা, খাদ্য-নিরাপত্তা, পয়ঃনিষ্কাশন, ফুটপাত, মহিলাদের জন্য বাজারে স্থান, রাস্তাঘাট রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে অনেকেই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। চারটি (৪) সিটি কর্পোরেশনে জরিপের মাধ্যমে (প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনে ৫০০টি নমুনা) প্রকাশিত সন্তুষ্টির মাত্রা চিত্র ১-৩ এ তুলে ধরা হয়েছে।

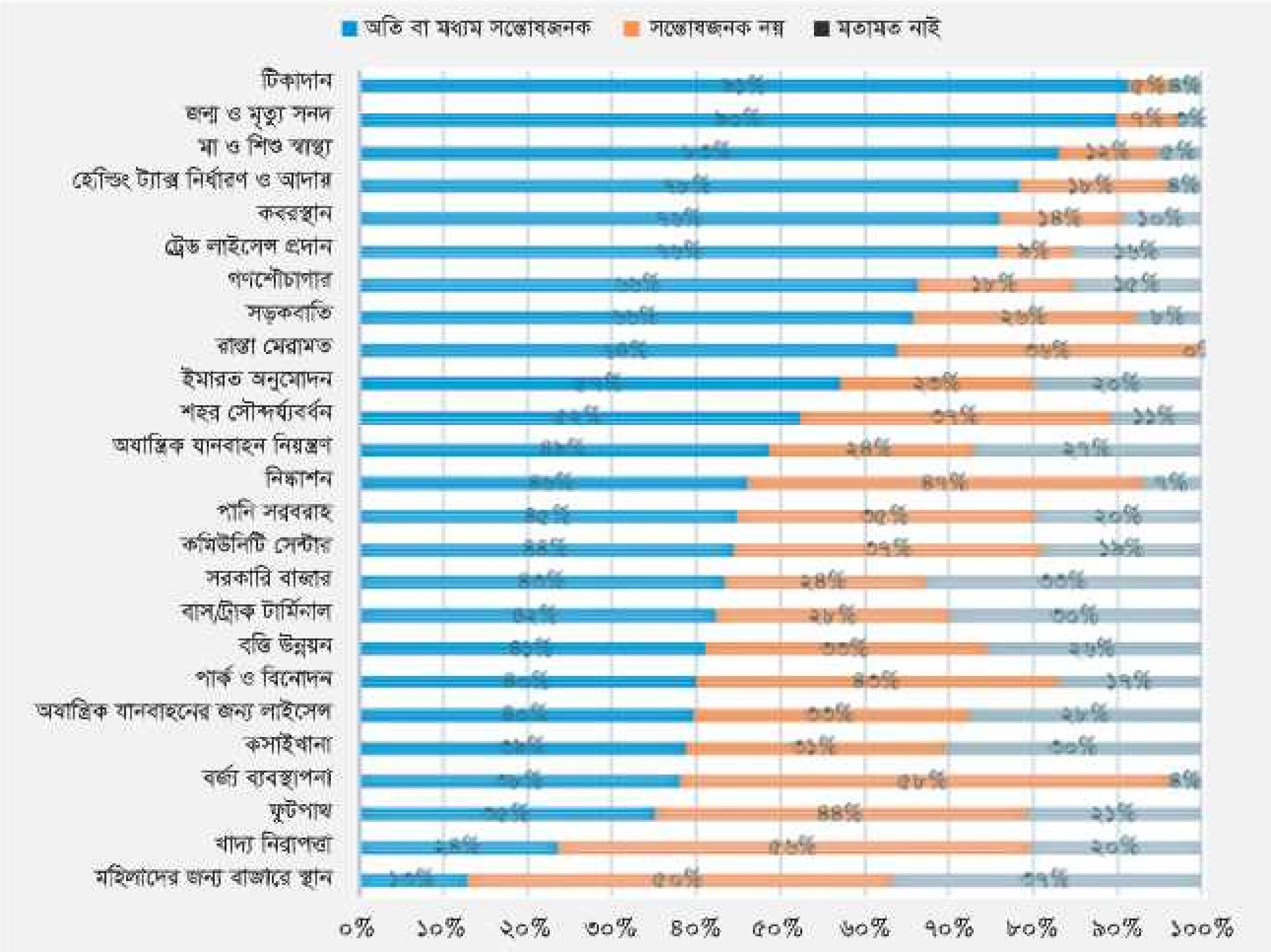

চিত্র ১-৩ ঃ চার সিটি কর্পোরেশনে সিটি কর্পোরেশন প্রদত্ত সেবায় নাগরিকদের সন্তুষ্টির মাত্রা (২০১৭-১৮ অর্থবছর)
(নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, রংপুর ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন)

কৌশলপত্র বাস্তবায়নকাল

কৌশলপত্রের বাস্তবায়নকাল এসডিজি'র সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০২০ হতে ২০৩০ সাল পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০৩০ সাল পর্যন্ত সময়কে বাংলাদেশের অর্থবছরের সাথে সংগতি রেখে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে: ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত সময়কে স্বল্পমেয়াদি, ২০২৫-২৬ অর্থবছর পর্যন্ত সময়কে মধ্যমেয়াদি, ২০৩০-৩১ অর্থবছর পর্যন্ত সময়কে দীর্ঘমেয়াদি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১.৩ কৌশলপত্রের কাঠামো

কৌশলপত্রের কাঠামো প্রচলিত লগ-ফ্রেম অনুসরণ করে একটি সহজতর পদ্ধতি গ্রহণ করে করা হয়েছে, যেখানে বাস্তবায়ন কৌশলের প্রতি অধিক মনোযোগ দেয়া হয়েছে। কৌশলপত্রের কাঠামো চিত্র ১-৪ এ দেখানো হল।

চিত্র ১-৪ ঃ কৌশলপত্রের কাঠামো

কৌশলপত্রের উপাদান

সিটি কর্পোরেশনের রূপকল্প (ভিশন) এবং পাশাপাশি এলজিডি'র রূপকল্প যা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে (এপিএ)[২] ও অন্যান্য সরকারি প্রতিবেদনে বর্ণিত আছে, তা-ই কৌশলপত্রের রূপকল্প। কৌশলপত্রের সার্বিক লক্ষ্য এর সকল উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত, যা মূলত: নগরায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সিটি কর্পোরেশনের পরিচালন ব্যবস্থা (গভর্ন্যান্স) উন্নয়নে সহায়তা করবে। কৌশলপত্রের সার্বিক লক্ষ্য কর্পোরেশনের পরিচালন ব্যবস্থা (গভর্ন্যান্স) এর সাথে সম্পর্কিত কয়েকটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের মাধ্যমে অর্জিত হবে। প্রত্যেকটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য "কৌশলগত উপাদান" নির্ধারন করা হয়েছে। আবার প্রত্যেক কৌশলগত উপাদানের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি "প্রত্যাশিত আউটপুটসমূহ" চিহ্নিত করা হয়েছে। সময়-ভিত্তিক প্রত্যাশিত আউটপুটগুলো কৌশলপত্রের সার্বিক লক্ষ্য অর্জনের "রোড ম্যাপ" নির্ধারণ করেছে।

কৌশলপত্রে "বাস্তবায়ন ও মনিটরিং" পদ্ধতিও বর্ণিত রয়েছে। প্রত্যেক মেয়াদের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুত ও মেয়াদ শেষে পর্যালোচনার বিষয়টি বাস্তবায়ন ও মনিটরিং ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

উপরে উল্লিখিত পরিচালন ব্যবস্থা (গভর্ন্যান্স)-এর পরিধি অনুসারে সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান অবস্থা ও চ্যালেঞ্জসমূহ ২য় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। ৩য় অধ্যায়ে "রূপকল্প (ভিশন) ও অভিলক্ষ্য (মিশন)", "সার্বিক লক্ষ্য" ও "সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ" আলোচনা করা হয়েছে। ৪র্থ অধ্যায়ে "কৌশলগত উপাদানসমূহ" এবং "প্রত্যাশিত আউটপুট"সহ কৌশলপত্র বাস্তবায়নের "রোড ম্যাপ" বর্ণনা করা হয়েছে। ৫ম অধ্যায়ে "বাস্তবায়ন ও মনিটরিং" বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২ সরকারি খাতের কর্মদক্ষতা ব্যবস্থাপনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উদ্যোগে এপিএ চালু হয়। প্রথমবার ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মন্ত্রীসভা ও প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয়ের/বিভাগের মধ্যে চুক্তিস্বরূপ প্রথম চালু হয়, যা পরবর্তী অর্থবছর ২০১৫/১৬ তে প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয়ের /বিভাগের ও প্রতিটি অধঃস্তন বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের সাথে বর্ধিত হয়। অর্থবছর ২০১৫-১৬ তে সিটি কর্পোরেশন এলজিডি'র সাথে এপিএ শুরু করে।

১.৪ কৌশলপত্র প্রণয়নের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি

সরকারের বিভিন্ন নীতিমালা, এলজিডি ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের চলমান বিভিন্ন প্রকল্প থেকে লব্ধ জ্ঞান, বিদ্যমান অবস্থা বিশ্লেষণ এবং এলজিডি ও সিটি কর্পোরেশনের সাথে আলোচনার উপর ভিত্তি করে কৌশলপত্রটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

সিটি কর্পোরেশনের মূল বৈশিষ্ট্য যেমন: প্রতিষ্ঠার বছর, জনসংখ্যা, ভৌগলিক সীমানা ইত্যাদি সারণি ১-১ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কৌশলপত্রে বর্ণিত সিটি কর্পোরেশনের অবস্থা মূল্যায়নের অধিকাংশ তথ্য-উপাত্ত C4C ও CGP প্রকল্পভুক্ত ৪টি সিটি কর্পোরেশন (নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, রংপুর ও গাজীপুর) থেকে নেয়া হয়েছে। এ সকল প্রকল্প থেকে লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে কৌশলপত্রের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে।

ডিসেম্বর ২০১৮-জানুয়ারি ২০১৯ সালে প্রকল্পলক্ষ্যভুক্ত প্রত্যেকটি সিটি কর্পোরেশনের সাথে এবং ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে ঢাকায় একটি কর্মশালার মাধ্যমে কৌশলপত্রের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করা হয়, যা কৌশলপত্রটি প্রণয়নে সহায়তা করে। অন্যান্য দাতা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ কৌশলপত্রের বিষয়বস্তু নির্ধারণে অবদান রেখেছে। খসড়া কৌশলপত্রটি সকল সিটি কর্পোরেশনে পর্যালোচনা করে মতামত ও পরামর্শের জন্য প্রেরণ করা হয়। কৌশলপত্রটি চূড়ান্ত করার উদ্দেশ্যে ২২ জানুয়ারি ২০২০ সালে ঢাকায় স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মানিত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সকল (১২টি) সিটি কর্পোরেশনের অংশগ্রহণে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় উপস্থিত সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধিবৃন্দের মতামত ও পরামর্শের ভিত্তিতে খসড়া কৌশলপত্রটি চূড়ান্ত করা হয়। জাইকা C4C টিমের সহোযোগিতায় স্থানীয় সরকার বিভাগের নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ কৌশলপত্রটির খসড়া প্রস্তুতে ও আলোচনা প্রক্রিয়া পরিচালনায় মূল ভূমিকা পালন করেছে।

সারণি ১-১ ঃ সিটি কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা ও জনসংখ্যার তথ্য

সিটি কর্পোরেশনের নাম	প্রতিষ্ঠার বছর	২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী			২০১৯ সালে			২০৩০ সাল পর্যন্ত বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার
		আয়তন (বঃকিঃ)	জনসংখ্যা	জনসংখ্যার ঘনত্ব	আয়তন (বঃকিঃ)	অনুমতি জনসংখ্যা	জনসংখ্যার ঘনত্ব	
ঢাকা দক্ষিণ	২০১১	৪৫.১৭	২,২৮৮,৮১২	৫০,৬৭১	১০৯.২৫	৮,০০০,০০০	৭৩,২২৭	৩.৬০%
ঢাকা উত্তর	২০১১	৮২.৬৩	৩,৯৫৭,৩০২	৪৭,৮৮৭	১৯৬.২৩	৬,০৭১,২৪২	৩০,৯৩৯	৩.১৮%
রাজশাহী	১৯৮৭	৯৫.৫৬	৪৪৯,৭৫৬	৪,৭০৬	৯৭.১৭	৮৪০,১৪৬	৮,৬৪৬	২.২০%
চট্টগ্রাম	১৯৯০	১৬০.৯৯	২,৫৮২,৪০০	১৬,০৪১	১৬০.৯৯	২,৯০০,০০০	১৮,০১৪	২.১০%
খুলনা	১৯৯০	৪৫.৬৫	১,০৪২,০০০	২২,৮২৫	৪৫.৬৫	১,৫০০,০০০	৩২,৮৫৯	৩.০৭%
সিলেট	২০০২	২৬.৫০	৪৮৫,১৩৮	১৮,৩০৭	২৬.৫০	৮৫০,০০০	৩২,০৭৫	৩.০০%
বরিশাল	২০০২	৫৮.০০	৩২৮,২৭৮	৫,৬৬০	৫৮.০০	৫০০,০০০	৮,৬২১	৪.০৫%
নারায়ণগঞ্জ	২০১১	৭২.৪০	৭০৯,৩৮১	৯,৭৯৪	৭২.৪০	৭৯২,৮৩৬	১০,৯৫১	১.৪%
কুমিল্লা	২০১২	৫৩.০০	৩২৬,৩৮৬	৬,১৫৪	৫৩.০০	৪২৯,৭৮৮	৮,১০৯	৩.৫০%
রংপুর	২০১২	২০৩.২০	৫৯০,৬৫৯	২,৯০৭	২০৩.২০	৭১৯,৬৬১	৩,৫৪২	২.৫০%
গাজীপুর	২০১৩	৩২৯.৫০	১,৫৮৩,৪৬৯	৪,৮০৫	৩২৯.৫০	২,১১৭,৫৭৯	৬,৪২৭	৩.৭০%
ময়মনসিংহ	২০১৮	২১.৭৩ (পৌরসভা)	২৫৮,০৪০	১১,৮৭৫	৯০.১৭	৮৫০,০০০	৯,৪২৭	২.২৯%

অনুমিত জনসংখ্যার তথ্যসূত্র:

চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, রংপুর ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন: ২০১৬ সালে সিজিপি কর্তৃক নগর পরিকল্পনা পর্যালোচনা প্রতিবেদনে উল্লেখিত ২০৩৬ সাল পর্যন্ত অনুমিত জনসংখ্যা

ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল ও ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন: সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন মহাপরিকল্পনা ও বিবিএস কর্তৃক ২০২০ সাল পর্যন্ত অনুমিত জনসংখ্যার তথ্য প্রদান করেছে। (দ্রষ্টব্য: বরিশাল সিটি কর্পোরেশন ইহার নিবন্ধিত হোল্ডিং সংখ্যা অনুযায়ী এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশন ড্রেনেজ মহাপরিকল্পনা থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা নির্ধারণ করেছে।)

অধ্যায় ২ ঃ বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ

২.১ অবস্থা বিশ্লেষণের পরিধি

অবস্থা বিশ্লেষনের পরিধি মূলতঃ অধ্যায় ১ (১.২) এ বর্ণিত গভর্ন্যান্সের (পরিচালন ব্যবস্থার) পরিধির অনুরূপ। কৌশলপত্রে বর্ণিত সিটি কর্পোরেশনের পরিচালন ব্যবস্থা (গভর্ন্যান্স) নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কিত:

(ক) স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ অনুযায়ী কর্পোরেশনের প্রশাসনিক কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা, যেমনঃ সাংগঠনিক পদ্ধতি, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও নাগরিক সম্পৃক্ততা এবং স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে কাউন্সিলরদের ভূমিকা।

(খ) আইনি উপকরণ, সাংগঠনিক উন্নয়ন এবং পদ্ধতিগতভাবে প্রশিক্ষণসহ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অন্যান্য ক্ষেত্র যা সিটি কর্পোরেশন আইনে বর্ণিত কর্পোরেশনের সকল কার্যক্রম।

উপরে উল্লিখিত দুটি বৃহৎ ক্ষেত্রের আওতায় নিম্নলিখিত বিষয়াবলীর বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে:

- আইনি কাঠামো
- সংগঠন, কার্যক্রম এবং নাগরিক সম্পৃক্ততা
- উন্নয়ন পরিকল্পনাসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনা
- মানবসম্পদ উন্নয়ন

উল্লিখিত প্রতিটি ক্ষেত্রের বর্তমান অবস্থা ও সমস্যাসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হয়েছে। অবস্থা বিশ্লেষণ মূলতঃ কৌশলপত্রের লক্ষ্য, কৌশলগত উপাদান ও প্রত্যাশিত আউটপুট নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, যা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হয়েছে।

২.২ সিটি কর্পোরেশনের আইনি কাঠামো

২.২.১ সিটি কর্পোরেশনের আইনি কাঠামোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ (যা পরবর্তীতে "সিটি কর্পোরেশন আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) হচ্ছে সিটি কর্পোরেশনের জন্য প্রযোজ্য মূল আইন যা এর প্রতিষ্ঠা, সাংগঠনিক ব্যবস্থা ও কার্যক্রম নির্ধারণ করে। ১৯৯০ সাল থেকে সরকারের একটি অন্যতম এজেন্ডা ছিল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের (এলজিআই) জন্য একটি সমন্বিত ও অভিন্ন আইনি কাঠামো প্রণয়ন করা। পরবর্তীতে প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনের জন্য আলাদাভাবে প্রণীত আইনসমূহকে এক ও অভিন্ন কাঠামোতে এনে সর্বশেষে সকল সিটি কর্পোরেশনের জন্য প্রযোজ্য স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়, যা সিটি কর্পোরেশনকে এর কার্যক্রম বাস্তবায়নে ও সরকারকে কর্পোরেশনের কার্যক্রম তত্ত্বাবধানে দিক-নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

সিটি কর্পোরেশন আইন বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৯ ও ৬০ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে, এ অনুচ্ছেদসমূহে বলা হয়েছে যে প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেকটি প্রশাসনিক ইউনিটে নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে আইন অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হবে। সিটি কর্পোরেশন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং এ সংস্থা হিসেবে এর পৃথক আইনি সত্ত্বা ও সম্পত্তি অর্জনের এবং নিস্পত্তির ক্ষমতা রয়েছে। সিটি কর্পোরেশন আইনটি কর্পোরেশন পরিচালনার মূল আইন হলেও এর পরিচালনার জন্য অন্যান্য প্রযোজ্য আইন ও সহায়ক আইনি উপকরণের সারসংক্ষেপ চিত্র ২-১ এ তুলে ধরা হলো;

• বাংলাদেশ সংবিধান ....অনুচ্ছেদ ৫৯ ও ৬০ • স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ • সিটি কর্পোরেশন সম্পর্কিত অন্যান্য আইন (যেমনঃ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন,---)	→	• সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা • সরকারের অনুমোদনক্রমে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রণীত প্রবিধান ও উপ-আইন • অন্যান্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিধিমালা • সরকারের আদেশ যেমন পরিপত্র, নির্দিষ্ট বিষয়ে আদেশ বা প্রজ্ঞাপন

চিত্র ২-১ ঃ সাংবিধানিক কাঠামোর অধীনে সিটি কর্পোরেশন আইন ও অন্যান্য আইনি উপকরণসমূহ

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এ ৬টি ভাগের অধীনে সর্বমোট ১২৬টি ধারা আছে এবং ৮টি তফসিল সংযুক্ত করা হয়েছে। এ ছয়টি ভাগ উক্ত আইনের সার্বিক প্রায়োগিক বিষয়গুলো নির্দিষ্ট করে, যেমন: (১) সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা, (২) প্রশাসনিক কার্যক্রম, (৩) সেবা প্রদান সংক্রান্ত, (৪) অপরাধ ও শাস্তি বিষয়ক, (৫) সরকারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সংক্রান্ত, (৬) আইনি উপকরণ (বিধি, প্রবিধান ও উপ-আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত)। সারণি ২-১ এ ছয়টি ভাগের বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

সিটি কর্পোরেশন আইনের ধারা ১২০ ও ৬ষ্ট তফসিল অনুসারে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা সরকারের, অপরদিকে ধারা ১২১ ও ৭ম

তবে তা সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে জারি হবে। তফসিলে তালিকাভুক্ত নয় এমন অনেক বিষয়ে বিধি ও প্রবিধান প্রণয়নের বিষয়ে সিটি কর্পোরেশন আইনের বিভিন্ন ধারায় বলা হয়েছে। ধারা ১২১ ও ১২২ অনুসারে প্রবিধান ও উপ-আইনের মধ্যে পার্থক্য হলো উপ-আইন সরকারি আদেশের ভিত্তিতে সিটি কর্পোরেশন প্রণয়ন করতে পারে এবং প্রবিধান সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে সিটি কর্পোরেশন স্ব-উদ্যোগে প্রণয়ন করতে পারে। সিটি কর্পোরেশন আইন অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন তাদের জন্য প্রযোজ্য কোন বিষয়ের উপর প্রবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে খসড়া প্রস্তুত করবে, আলোচনা করবে এবং সাধারণ সভায় পাশ করবে, তারপর অনুমোদন ও গেজেটে প্রকাশের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের নিকট প্রেরণ করবে। এখানে অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ৭ম (প্রবিধান সম্পর্কিত) ও ৮ম তফসিলে (উপ-আইন সম্পর্কিত) বর্ণিত বিষয়সমূহ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই উভয় তফসিলেই উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, স্থানীয় সরকার বিভাগ অথবা সিটি কর্পোরেশন যে কেউ একই বিষয়ে আইনি উপকরণ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে, যেমন: কোন বিষয় সম্পর্কে উপ-আইন প্রণয়ন করতে হলে স্থানীয় সরকার বিভাগ উদ্যোগ গ্রহণ করবে, অন্যদিকে একই বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করতে হলে সিটি কর্পোরেশন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

২০১৬ - ২০১৭ সালে, স্থানীয় সরকার বিভাগের সহায়তায় C4C প্রকল্প সিটি কর্পোরেশন সম্পর্কিত আইনি উপকরণ সংগ্রহের একটি উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং এ সম্পর্কিত প্রায় ৪০০টিরও বেশী আইনি উপকরণ ও সরকারি ডকুমেন্ট পর্যালোচনা করে। এগুলোর মধ্যে সংবিধান, আইন, অধ্যাদেশ, বিধি, মামলা, আদেশ, নীতিমালা, প্রজ্ঞাপন ও পরিপত্র ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর মধ্যে কিছু উপকরণ অনেক পুরাতন ও অপ্রাসঙ্গিক এবং প্রায় ১২০টি আইনি উপকরণ সিটি কর্পোরেশন পরিচালনার জন্য এখনও প্রাসঙ্গিক। স্থানীয় সরকার বিভাগ এ সকল আইনি উপকরণসমূহকে একত্রিত করে সিটি কর্পোরেশনের জন্য একটি সংকলন প্রকাশ করে। এ পর্যালোচনার মাধ্যমে দেখা যায় যে সিটি কর্পোরেশন আইনের অধীনে বিধি, প্রবিধান ও উপ-আইন এখন পর্যন্ত খুব বেশী প্রণয়ন করা হয়নি। অথচ এগুলো প্রণয়ন বা পুন:প্রণয়ন/সংশোধন করা অতীব প্রয়োজন। এ বিষয়ে নিম্নে ২.২.২ অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সরণি ২-১ ঃ সিটি কর্পোরেশন আইনের বিশ্লেষণাত্মক কাঠামো

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এর ধারা ও তফসিল		ধারা	শ্রেণিবিন্যাস
প্রথম ভাগ	প্রারম্ভিক	১-২	
দ্বিতীয় ভাগ	প্রথম অধ্যায়ঃ সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা	৩-৬	সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা
	দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ মেয়র ও কাউন্সিলর সম্পর্কিত বিধান	৭-২৬	
	তৃতীয় অধ্যায়ঃ ওয়ার্ড বিভক্তিকরণ ও সীমানা নির্ধারণ	২৭-৩০	
	চতুর্থ অধ্যায়ঃ নির্বাচন ব্যবস্থাপনা	৩১-৩৬	
	পঞ্চম অধ্যায়ঃ নির্বাচনী বিরোধ	৩৭-৪০	
	ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ কর্পোরেশনের কার্যাবলি	৪১-৪৫	সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক কার্যক্রম
	সপ্তম অধ্যায়ঃ নির্বাহী ক্ষমতা	৪৬-৬১	
	অষ্টম অধ্যায়ঃ কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী	৬২-৬৯	
তৃতীয় ভাগ	প্রথম অধ্যায়ঃ কর্পোরেশনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা	৭০-৮১	
	দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ কর্পোরেশনের কর ব্যবস্থাপনা	৮২-৯০	
চতুর্থ ভাগ	প্রথম অধ্যায়ঃ কর্পোরেশনের প্রশাসনিক প্রতিবেদন	৯১	
	দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ অপরাধ ও দন্ড	৯২-৯৬	অপরাধ ও দন্ড
পঞ্চম ভাগ	প্রথম অধ্যায়ঃ সরকারের ক্ষমতা ও দায়িত্বাবলী	৯৭-১০৯	সরকারের ক্ষমতা ও দায়িত্বাবলী
	দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ তথ্যাদি প্রাপ্তির অধিকার	১১০	প্রশাসনিক কার্যক্রম
	তৃতীয় অধ্যায়ঃ টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, বেসরকারি হাসপাতাল ইত্যাদি নিবন্ধন	১১১-১১৫	সেবা প্রদান সম্পর্কিত কার্যক্রম
ষষ্ঠ ভাগ	প্রথম অধ্যায়ঃ বিবিধ	১১৬-১২৬	আইনি উপকরণ (ক্ষমতা)
প্রথম তফসিল	সিটি কর্পোরেশনের ভৌগলিক এলাকা		সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা
দ্বিতীয় তফসিল	শপথ বা ঘোষণা		
তৃতীয় তফসিল	বিস্তারিত কার্যক্রম		সেবা প্রদান সম্পর্কিত কার্যক্রম
চতুর্থ তফসিল	কর্পোরেশন কর্তৃক আরোপণীয় কর, উপকর, রেইট, টোল এবং ফিস		প্রশাসনিক কার্যক্রম
পঞ্চম তফসিল	আইনের অধীনে অপরাধসমূহ		অপরাধ ও দন্ড
ষষ্ঠ তফসিল	যে সকল বিষয় সম্পর্কে বিধি প্রণয়ন করা যাবে		আইনি উপকরণ (বিষয়)
সপ্তম তফসিল	যে সকল বিষয় সম্পর্কে প্রবিধান প্রণয়ন করা যাবে		
অষ্টম তফসিল	যে সকল বিষয় সম্পর্কে উপ-আইন প্রণয়ন করা যাবে		

২.২.২ সিটি কর্পোরেশন আইনি উপকরণের বিষয়সমূহ

সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ সালে প্রণয়নের পর থেকে বেশ কয়েকটি বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে যেমন: সিটি কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা, নির্বাচন ও কাউন্সিলর এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পর্কিত বিধি ইত্যাদি। অন্যান্য বিষয়েও বিধি রয়েছে, যা সিটি কর্পোরেশন আইন প্রণয়নের পূর্বে বিভিন্ন সময়ে পরিকল্পনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও রাজস্ব বিষয়ে বিধি প্রণীত হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ এর পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে উক্ত আইনি উপকরণসমূহ সংশোধন করা প্রয়োজন। প্রবিধান ও উপ-আইনের ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র বাজার পরিচালনার জন্য একটি উপ-আইন (মার্কেট উপ-আইন) কয়েকটি সিটি কর্পোরেশন প্রণয়ন করেছে।

সংযোজনী-১ এ (সিটি কর্পোরেশন আইন অনুসারে আইনি উপকরণের বর্তমান অবস্থা) সিটি কর্পোরেশন আইন অনুযায়ী যে সকল বিষয়ে বিধি, প্রবিধান ও উপ-আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন তার একটি তালিকা প্রদান করা হয়েছে এবং কোনগুলো প্রণয়ন বা সংশোধন করতে হবে তার তথ্যও রয়েছে। যে সকল বিষয়ে আইনি উপকরণ প্রণয়ন/পুনঃপ্রণয়ন করা আবশ্যক তার একটি তালিকা এক নজরে দেখার জন্য সারণি ২-২ এ তুলে ধরা হলো। মোট ৪৫টি বিষয়ে বিধি, প্রবিধান ও উপ-আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, এখানে সেবামূলক কার্যক্রমকে দুই ভাগে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে: নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম ও সেবামূলক কার্যক্রম। সিটি কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম মূলত নাগরিক বা ব্যক্তিখাত কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিয়ন্ত্রন করা বা প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা। এ কার্যক্রমগুলো সাধারণত অবকাঠামোগত উন্নয়ন বা ভৌত-সেবার সাথে জড়িত নয়। অন্যদিকে, সেবা ও নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রমের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ এবং তাদের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন।

সারণি ২-২ঃ সিটি কর্পোরেশনের জন্য যে সকল আইনি উপকরণ প্রণয়ন করতে হবে (ধরন ও সংখ্যা)

সিটি কর্পোরেশন আইন অনুযায়ী কর্পোরেশনের কার্যক্রম	যে কয়টি বিষয়ে বিধিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন	যে কয়টি বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করা প্রয়োজন	মোট সংখ্যা
ক. প্রশাসনিক কার্যক্রম			
ক-১ ভিত্তি ও প্রতিষ্ঠা	৩	৪	৭
ক-২ কাউন্সিলর ও স্থায়ী কমিটি	১	১	২
ক-৩ মানবসম্পদ	৩	০	৩
ক-৪ আর্থিক, কর ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা	৬	০	৬
ক-৫ পূর্তকাজ ব্যবস্থাপনা	২	০	২
ক-৬ নথি ব্যবস্থাপনা	১	০	১
ক-৭ নাগরিক সম্পৃক্ততা	০	১	১
ক-৮ অন্যান্য	০	১	১
উপ-মোট	১৬	৭	২৩
খ. নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম			
খ-১ শহর পরিকল্পনা	২	০	২
খ-২ ইমারত নিয়ন্ত্রণ	০	১	১
খ-৩ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ	০	৩	৩
খ-৪ বেসরকারি হাটবাজার	০	১	১
খ-৫ বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর বস্তুর ব্যবসা-বাণিজ্য	১	১	১
খ-৬ অবৈধ প্রবেশ	০	১	১
খ-৭ অন্যান্য	১	৩	৪
উপ-মোট	৪	১০	১৪
গ. সেবামূলক কার্যক্রম			
গ-১ জনস্বাস্থ্য	০	১	১
গ-২ নিষ্কাশন	০	১	১
গ-৩ পাবলিক পার্কস ও সাংস্কৃতিক সুবিধাদি / অবকাঠামো	০	২	২
গ-৪ সরকারি বাজার ও অন্যান্য সরকারি সুবিধাদি/অবকাঠামো	০	১	১
গ-৫ জীব-জন্তু	০	২	২
গ-৬ গোরস্থান ও শ্মশান	০	১	১
গ-৭ নিবন্ধন	০	০	০
উপ-মোট	০	৮	৮
সর্বমোট	২০	২৫	৪৫

তথ্যসূত্র: স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এবং ২০১৬ - ২০১৭ সালে C4C প্রকল্প সহায়তায় এলজিডি কর্তৃক সংগৃহীত ও পর্যালোচনা আইনি উপকরণ, যার ফলাফল "সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ ও আইনি উপকরণ পর্যালোচনা প্রতিবেদন" উপস্থাপনা করা হয়েছিল (খসড়া, আগস্ট ২০১৭)

নোট # ১: প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পর্কিত বিষয়সমূহ সিটি কর্পোরেশনের আইনের ৭ম তফসিল ও বিধিবদ্ধ বিধান অনুযায়ী প্রবিধান দ্বারা বাস্তবায়ন করা হবে। নিয়ন্ত্রণ ও সেবামূলক কার্যক্রম সম্পর্কিত বিষয়সমূহ সিটি কর্পোরেশন আইনের ৭ম ও ৮ম তফসিল যথাক্রমে হয় প্রবিধান না হয় উপ-আইন দ্বারা বাস্তবায়ন করা হবে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে দেশের সকল সিটি কর্পোরেশনের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ও কাউন্সিলরদের সাথে আইনি উপকরণ অগ্রাধিকারকরণের উদ্দেশ্যে একটি কর্মশালার আয়োজন করে যেখানে জরুরি ও গুরুত্ব অনুযায়ী আইনি উপকরণ অগ্রাধিকার করা হয়। কর্মশালার মাধ্যমে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত আইনি উপকরণের বিষয়সমূহ সারণি ২-৩ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ২-৩ ঃ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সিটি কর্পোরেশন আইনি উপকরণসমূহ

কর্পোরেশনের কার্যক্রম	নভেম্বর ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়	
	বিধিমালা	প্রবিধান/উপ-আইন
প্রশাসনিক কার্যক্রম	▪ আচরণ বিধি ▪ সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরি সংক্রান্ত বিধি ▪ কর আদায় বিধি	▪ অভিযোগ ▪ কর্পোরেশনের অফিস ও সাব অফিস এবং কার্যপদ্ধতি ▪ স্থায়ী কমিটি
নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম	▪ শহর পরিকল্পনা ▪ পরিবেশ সংরক্ষণ ▪ উন্নয়ন পরিকল্পনা ▪ বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর বস্তুর ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ	▪ অবৈধ প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ▪ লাইসেন্সিং, নিবন্ধণ ▪ যানবাহন ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ
সেবা কার্যক্রম		▪ জনস্বাস্থ্য পরিদর্শন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও বর্জ্য অপসারণ ▪ পাবলিক/প্রাইভেট শৌচাগার পরিদর্শন ▪ প্রাইভেট ড্রেন ও নিষ্কাশন সংক্রান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ▪ সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ ▪ সাধারণ পার্ক, বাগান ও খোলা জায়গা নিয়ন্ত্রণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ ▪ সর্ব সাধারণের বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের জন্য সুযোগ-সুবিধা/অবকাঠামো নিয়ন্ত্রণ ▪ পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ

তথ্যসূত্র: ২৭ নভেম্বর ২০১৭ সালে এলজিডি কর্তৃক আয়োজিত সিটি কর্পোরেশন আইনি উপকরণ অগ্রাধিকারকরণ কর্মশালা

২.৩ সিটি কর্পোরেশন সাংগঠনিক কাঠামো, কার্যক্রম ও নাগরিক সম্পৃক্ততা

২.৩.১ সাংগঠনিক কাঠামো

বর্তমানে প্রচলিত ব্যবস্থায়, সিটি কর্পোরেশন তার নিজস্ব সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুত করে থাকে এবং নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট উপস্থাপন করা হয়:

ধাপসমূহ	কার্যক্রম
১	• সিটি কর্পোরেশন প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো স্থানীয় সরকার বিভাগে দাখিল করে।
২	• স্থানীয় সরকার বিভাগ (নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ) সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো পর্যালোচনা করে এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে (সাংগঠনিক ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ) প্রেরণ করে। • যদি প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামোতে নতুন পদ সৃজনের বিষয় থাকে, তাহলে পদ ও বেতন স্কেলের ভেটিং এর জন্য অর্থ বিভাগে (ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ) পাঠাতে হয়।
৩	• সাংগঠনিক কাঠামোটি চূড়ান্ত ভেটিং এর জন্য অর্থ বিভাগের স্বায়ত্তশাসিত অনুবিভাগ এ প্রেরণ করতে হয়।
৪	• প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামোটি প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের জন্য সচিব কমিটিতে উপস্থাপন করতে হয়, এ কমিটি-ই সিটি কর্পোরেশনের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ।

সরকারের পর্যালোচনা ও ভেটিং-এর জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত চেকলিস্ট অনুসরণ করা হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়, কারণ এটি সাধারণত অনেক বিষয়ে স্পষ্টীকরণের জন্য সরকার ও সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে অনেকবার যোগাযোগ করার প্রয়োজন হয়। নতুন ৪টি সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে, সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের জন্য ২০১১-২০১৬ সালে দাখিল করা হলেও তাদের সাংগঠনিক কাঠামো এখনও পর্যন্ত অনুমোদন হয়নি (২০২০ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত) যেহেতু সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়নি, তাই প্রত্যেকটি সিটি কর্পোরেশনকে খসড়া চাকরি বিধিমালা প্রণয়ন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে, যা পক্ষান্তরে সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের বিলম্ব হওয়ার একটি অন্যতম কারণ। যারফলে, সিটি কর্পোরেশনগুলো অস্থায়ীভিত্তিতে কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করছে। অস্থায়ীভিত্তিতে নিয়োগকৃতদের বেতন স্থায়ী কর্মীদের চেয়ে অনেক কম এবং তাদের চুক্তিগত অবস্থাও অনিশ্চিত যা অস্থায়ী কর্মীদের মনোবলে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। কর্পোরেশনের কার্যসম্পাদনে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

স্থানীয় সরকার বিভাগ ও সিটি কর্পেরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কিত দুটি বিষয়ে অবগত হয়েছেন যা অতিদ্রুত বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন, যেমন: (ক) সিটি কর্পোরেশন যাতে সঠিক সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুত ও হালানাগাদ করতে পারে তার জন্য একটি সিস্টেম প্রতিষ্ঠিত করা এবং (খ) সিটি কর্পোরেশন চাকরি বিধিমালা প্রণয়ন করা।

প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হওয়ার পর, সিটি কর্পোরেশনগুলো পরিকল্পনা অনুযায়ী জনবল বৃদ্ধির ফলে বাজেটে উল্লেখযোগ্যভাবে এর প্রভাব পড়বে। পরিকল্পনা অনুযায়ী জনবল নিয়োগ করলে প্রত্যেকটি সিটি কর্পোরেশনের জনবলের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বা দ্বিগুণেরও বেশী হবে। সরকার কর্তৃক সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের পর সিটি কর্পোরেশনগুলো জনবল নিয়োগের জন্য কার্যক্রম শুরু করবে। স্থায়ী কর্মী নিয়োগের ফলে কর্পোরেশনগুলোতে কর্মীদের জন্য বেতন-ভাতা প্রদান ও পেনশন প্রদানের বাধ্যবাধকতা তৈরী হবে, যার জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনার প্রয়োজন।

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, সিটি কর্পোরেশন চাকরি বিধিমালা কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য একটি সাধারণ নিয়োগ প্রক্রিয়া নির্ধারণ করবে বলে আশা করা যায়। সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ অনুযায়ী প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ও সচিব সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হবে। এছাড়া, সিটি কর্পোরেশন, এলজিডি এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের মাধ্যমে বিসিএস ও নন-বিসিএস উভয় পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা সিটি কর্পোরেশনের অনুরোধ সাপেক্ষে কর্পোরেশনে প্রেষণে নিয়োজিত হতে পারে। সম্প্রতি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো কোন্ কোন্ পদে সরকারি কর্মকর্তাদের প্রেষণে নিয়োজিত করা হবে তা নির্ধারণ করে দিয়েছে। সাংগঠনিক কাঠামোতে এ ধরনের নির্দিষ্টকরণের ফলে প্রেষণে নিয়োগের ক্ষেত্রে সমন্বয় ও সমঝোতা সংক্রান্ত ব্যয় হ্রাসে অবদান রাখবে। ভবিষ্যতে অনেক ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রেষণে নিযুক্ত সরকারি কর্মকর্তাগণ সিটি কর্পোরেশনের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় হবে।

একটি নিয়োগ কমিটির মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব কর্মীদের নিয়োগ দেওয়া হয়, যা প্রেষণে নিযুক্ত সরকারি কর্মকর্তাদের মতো নয়। কমিটি গঠন ও চেয়ারম্যানের নির্বাচনের বিষয়টি নিয়োগযোগ্য পদের শ্রেণী/গ্রেডের উপর নির্ভর করে। বরিশাল সিটি কর্পোরেশন চাকুরি বিধিমালা ২০১০ অনুযায়ী স্থানীয় সরকার বিভাগের একজন প্রতিনিধি নিয়োগ কমিটির একজন সদস্য হিসাবে থাকবেন, এটি সম্প্রতি গৃহীত সিটি কর্পোরেশন চাকরি বিধিমালা (অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত) এবং অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনও এটি অনুশীলন করে থাকে। কমিটিসহ পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়াটি সকল সিটি কর্পোরেশনে মানসম্মত করার পাশাপাশি প্রতিযোগিতামূলক, ন্যায্য ও যোগ্যতা-ভিত্তিক নিয়োগ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

২.৩.২ কার্যক্রম ও কার্যপ্রক্রিয়া

সিটি কর্পোরেশনের সেবা সম্পর্কিত কার্যক্রম সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর ৩য় তফসিলে বর্ণনা করা হয়েছে। ৩য় তফসিলে বর্ণিত মোট ২৮টি কার্যক্রমের একটি সারসংক্ষেপ সারণি ২-৪ এ তুলে ধরা হলো। এ ২৮টি কার্যক্রমের অনেকগুলো উপ-কার্যক্রম রয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ব্যতীত এখানে উল্লেখিত কার্যক্রমগুলোর বেশীরভাগই পৌরসভা কার্যক্রমের অনুরূপ। C4C প্রকল্পের সহায়তায় স্থানীয় সরকার বিভাগ সিটি কর্পোরেশনের কর্মীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ৪টি সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন করেন। কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের একটি সংক্ষিপ্ত ফলাফল সারণি ২-৫ এ দেখানো হলো।

সারণি ২-৪ঃ সিটি কর্পোরেশন আইন অনুযায়ী কর্পোরেশনের সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম

১. জনস্বাস্থ্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দায়িত্ব আস্বাস্থ্যকর ইমারতসমূহ আবর্জনা অপসারণ, সংগ্রহ এবং উহার ব্যবস্থাপনা পায়খানা ও প্রসাবখানা	১৬. শহর পরিকল্পনা মহাপরিকল্পনা ভূমির উন্নয়ন প্রকল্প ভূমির উন্নয়ন প্রকল্প কার্যকর করা
২. জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ রেজিস্ট্রি	১৭. ইমারত নিয়ন্ত্রণ
৩. সংক্রামক ব্যাধি	১৮. রাস্তা সাধারণের রাস্তা রাস্তা সম্বন্ধে সাধারণ বিধানাবলী অবৈধভাবে প্রবেশ রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা রাস্তা ধোয়ার ব্যবস্থা
৪. স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও মাতৃসদন ইত্যাদি	
৫. জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন	
৬. হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী	১৯. যানবাহন নিয়ন্ত্রণ সাধারণ যানবাহন
৭. চিকিৎসা সাহায্য ও স্বাস্থ্য শিক্ষা ইত্যাদি	
৮. পানি সরবরাহ ও পানি নিস্কাশন প্রণালী পানি সরবরাহ পানি সরবরাহের ব্যক্তিগত উৎস পানি নিস্কাশন পানি নিস্কাশন প্রকল্প গোসল ও ধৌত করার স্থান ধোপী ঘাট ও ধোপা	২০. জননিরাপত্তা অগ্নিনির্বাপণ বেসামরিক প্রতিরক্ষা
	২১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
	২২. বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর বস্তুর ব্যবসা-বাণিজ্য
	২৩. গোরস্থান ও শ্মশান
৯. সাধারণ খেয়া পারাপার	২৪. গাছ, পার্ক, উদ্যান ও বন বৃক্ষ রোপন উদ্যান খোলা জায়গা বন বৃক্ষ সংক্রান্ত ক্ষতিসাধন কার্যাবলী
১০. সরকারি মৎস্যক্ষেত্র	
১১. খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি সংক্রান্ত দুধ সরবরাহ	
১২. সাধারণের বাজার	২৫. পুকুর ও নিম্নাঞ্চল
১৩. বেসরকারি বাজার	২৬. শিক্ষা ও সংস্কৃতি শিক্ষা বাধ্যতামূলক শিক্ষা শিক্ষা সম্পর্কিত সাধারণ বিধানাবলী সংস্কৃতি পাঠাগারসমূহ মেলা ও প্রদর্শনী
১৪. কসাইখানা	
১৫. পশু পশুপালন বেওয়ারিশ পশু পশুশালা ও খামার গবাদিপশু বিক্রয় রেজিস্ট্রিকরণ পশুসম্পদ উন্নয়ন বিপজ্জনক পশু গবাদিপশু প্রদর্শনী, ইত্যাদি পশুর মৃতদেহ অপসারণ	২৭. সমাজকল্যান
	২৮. উন্নয়ন উন্নয়ন পরিকল্পনা সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাণিজ্যিক প্রকল্প

রেখাংকিত কার্যক্রম : সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ অনুযায়ী অবশ্যকীয় কাযক্রম।
তথ্যসূত্র: সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর ৩য় তফসিল

সারণি ২-৫ ঃ চার (৪) সিটি কর্পোরেশনে সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পর্কে কর্মদক্ষতা/কর্মক্ষমতা

কার্যক্রম	কর্ম ক্ষমতা	নাসিক	কুসিক	রসিক	গাসিক
১. জনস্বাস্থ্য	উ	১৪.৩%	১১.১%	০.০%	০.০%
	ম	৪২.৯%	৫০.০%	৫৬.৩%	৪৭.১%
	নি	১৪.৩%	১১.১%	১৮.৮%	৪৭.১%
	না	২৮.৬%	২৭.৮%	২৫.০%	৫.৯%
২. জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ রেজিস্ট্রি	উ	৫০.০%	০.০%	০.০%	০.০%
	ম	০.০%	৫০.০%	৫০.০%	৩৩.৩%
	নি	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%
	না	৫০.০%	৫০.০%	৫০.০%	৬৬.৭%
৩. সংক্রামক ব্যাধি	উ	০.০%	৩৩.৩%	০.০%	৩৩.৩%
	ম	৩৩.৩%	০.০%	৬৬.৭%	০.০%
	নি	০.০%	৩৩.৩%	০.০%	০.০%
	না	৬৬.৭%	৩৩.৩%	৩৩.৩%	৬৬.৭%
৪. স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও মাতৃসদন ইত্যাদি	উ	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%
	ম	৮০.০%	২০.০%	২০.০%	২৮.৬%
	নি	২০.০%	৪০.০%	২০.০%	২৮.৬%
	না	০.০%	৪০.০%	৬০.০%	৪২.৯%
৫. জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন	উ	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%
	ম	১০০.০%	১০০.০%	১০০.০%	০.০%
	নি	০.০%	০.০%	০.০%	১০০.০%
	না	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%
৬. হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী	উ	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%
	ম	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%
	নি	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%
	না	১০০.০%	১০০.০%	১০০.০%	১০০.০%
৭. চিকিৎসা সাহায্য ও স্বাস্থ্য শিক্ষা ইত্যাদি	উ	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%
	ম	০.০%	১৬.৭%	০.০%	০.০%
	নি	০.০%	১৬.৭%	১৬.৭%	১০০.০%
	না	১০০.০%	৬৬.৭%	৮৩.৩%	০.০%
৮. পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন	উ	০.০%	০.০%	৬.৭%	০.০%
	ম	১৩.৩%	৫৪.৮%	৪০.০%	৩৩.৩%
	নি	০.০%	১৯.৪%	২০.০%	২৪.২%
	না	৮৬.৭%	২৫.৮%	৩৩.৩%	৪২.৪%
৯. সাধারণ খেয়া পারাপার	উ	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%
	ম	৩৩.৩%	০.০%	০.০%	০.০%
	নি	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%
	না	৬৬.৭%	১০০.০%	১০০.০%	০.০%
১০. সরকারি মৎস্যক্ষেত্র	উ	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%
	ম	০.০%	০.০%	৬৬.৭%	০.০%
	নি	৩৩.৩%	০.০%	৩৩.৩%	০.০%
	না	৬৬.৭%	১০০.০%	০.০%	১০০.০%
১১.খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি	উ	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%
	ম	১০.০%	৪০.০%	৬০.০%	২০.০%
	নি	৭০.০%	৩০.০%	৩০.০%	৪০.০%
	না	২০.০%	৩০.০%	১০.০%	৪০.০%
১২. সাধারণের বাজার	উ	২০.০%	৪০.০%	২৫.০%	১২.৫%
	ম	৪০.০%	২০.০%	৫০.০%	২৫.০%
	নি	২০.০%	২০.০%	০.০%	১২.৫%
	না	২০.০%	২০.০%	২৫.০%	৫০.০%
১৩. বেসরকারি বাজার	উ	০.০%	১৪.৩%	২০.০%	০.০%
	ম	৮০.০%	২৮.৬%	৪০.০%	৫০.০%
	নি	২০.০%	০.০%	০.০%	৩৩.৩%
	না	০.০%	৫৭.১%	৪০.০%	১৬.৭%
১৪. কসাইখানা	উ	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%
	ম	১০০.০%	১০০.০%	১০০.০%	১০০.০%
	নি	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%
	না	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%
১৫. পশু	উ	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%
	ম	৫.৯%	২১.১%	৬.৩%	৪.৩%
	নি	০.০%	০.০%	৬.৩%	৪.৩%
	না	৯৪.১%	৭৮.৯%	৮৭.৫%	৯১.৩%
১৬. শহর পরিকল্পনা	উ	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%
	ম	০.০%	২০.০%	৮.৩%	০.০%
	নি	৫৩.৮%	১৩.৩%	২৫.০%	২২.২%
	না	৪৬.২%	৬৬.৭%	৬৬.৭%	৭৭.৮%
১৭. ইমারত নিয়ন্ত্রণ	উ	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%
	ম	৬০.০%	৬০.০%	৮০.০%	৫০.০%
	নি	৪০.০%	৪০.০%	২০.০%	১৬.৭%
	না	০.০%	০.০%	০.০%	৩৩.৩%
১৮. রাস্তা	উ	১০.০%	৫.৯%	৭.১%	০.০%
	ম	৩০.০%	২৯.৪%	৩৫.৭%	৫৮.৩%
	নি	৩০.০%	৪১.২%	১৪.৩%	৮.৩%
	না	৩০.০%	২৩.৫%	৪২.৯%	৩৩.৩%
১৯. যানবাহন নিয়ন্ত্রণ	উ	০.০%	০.০%	৬৬.৭%	৩৩.৩%
	ম	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%
	নি	৫০.০%	৬৬.৭%	০.০%	৩৩.৩%
	না	৫০.০%	৩৩.৩%	৩৩.৩%	৩৩.৩%
২০. জননিরাপত্তা	উ	৫০.০%	০.০%	০.০%	০.০%
	ম	০.০%	৫০.০%	০.০%	৫০.০%
	নি	০.০%	০.০%	১০০.০%	০.০%
	না	৫০.০%	৫০.০%	০.০%	৫০.০%
২১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	উ	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%
	ম	১০০.০%	১০০.০%	১০০.০%	১০০.০%
	নি	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%
	না	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%
২২. বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর বস্তুর ব্যবসা-বাণিজ্য	উ	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%
	ম	৫০.০%	৫০.০%	১০০.০%	৫০.০%
	নি	৫০.০%	০.০%	০.০%	০.০%
	না	০.০%	৫০.০%	০.০%	৫০.০%
২৩. গোরস্থান ও শ্মশান	উ	২৫.০%	২৫.০%	২৫.০%	২৫.০%
	ম	০.০%	২৫.০%	২৫.০%	২৫.০%
	নি	২৫.০%	২৫.০%	২৫.০%	০.০%
	না	৫০.০%	২৫.০%	২৫.০%	২৫.০%
২৪. গাছ, পার্ক, উদ্যান ও বন	উ	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%
	ম	২৫.০%	৩৫.৭%	৪২.৯%	২১.৪%
	নি	০.০%	৭.১%	৭.১%	৩৫.৭%
	না	৭৫.০%	৫৭.১%	৫০.০%	৪২.৯%
২৫. পুকুর ও নিম্নাঞ্চল	উ	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%
	ম	০.০%	০.০%	১০০.০%	৫০.০%
	নি	৫০.০%	০.০%	০.০%	০.০%
	না	৫০.০%	১০০.০%	০.০%	৫০.০%
২৬. শিক্ষা ও সংস্কৃতি	উ	১০.০%	৩.১%	৩.১%	৩.২%
	ম	১৬.৭%	১২.৫%	২১.৯%	৯.৭%
	নি	১৩.৩%	৬.৩%	১২.৫%	৯.৭%
	না	৬০.০%	৭৫.০%	৫৯.৪%	৭৭.৪%
২৭. সমাজ কল্যান	উ	০.০%	০.০%	০.০%	১৬.৭%
	ম	৩৩.৩%	১৬.৭%	৩৩.৩%	১৬.৭%
	নি	০.০%	৩৩.৩%	১৬.৭%	৩৩.৩%
	না	৬৬.৭%	৫০.০%	৫০.০%	৩৩.৩%
২৮. উন্নয়ন	উ	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%
	ম	১৬.৭%	১৬.৭%	১৬.৭%	১৬.৭%
	নি	০.০%	০.০%	০.০%	৩৩.৩%
	না	৮৩.৩%	৮৩.৩%	৮৩.৩%	৫০.০%

তথ্যসূত্র: C4C প্রকল্প সহায়তায় সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন (এপ্রিল ২০১৭)

নোট: প্রতিটি কার্যক্রম ও এর উপ-কার্যক্রমসমূহ উ (উচ্চ), ম (মাঝারি), নি (নিম্ন) এবং না (নাই) স্কেলে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণ মূল্যায়ন করে স্কোর প্রদান করেছেন। উক্ত স্কোর সিটি কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করে সামঞ্জস্য সাধন করা হয়েছে।

সেবাসংক্রান্ত কার্যাবলির কর্মদক্ষতা ৪টি সিটি কর্পোরেশনে প্রায় একই রকম। সাধারণত, পৌরসভার সময় থেকে বাস্তবায়িত কিছু কার্যক্রম বর্তমানে সিটি কর্পোরেশনগুলোও বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছে, যেমন: অবকাঠামো, পানি সরবরাহ, টিকা, বর্জ্য সংগ্রহ, সরকারি বাজার ও কসাইখানা, যা অন্যান্য কার্যক্রম থেকে একটু ভালো অবস্থানে রয়েছে। যে সকল কার্যক্রম সরকারি সহায়তা পেয়েছে যেমনঃ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের মতো কার্যক্রমও (যা এখন সরকার সমন্বিত জাতীয় নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত) ভালো অবস্থানে রয়েছে। অন্যদিকে, যে সকল কার্যক্রম অনিবার্যভাবে অবকাঠামোগত বিনিয়োগ ও পরিচালনাগত সহায়তার প্রয়োজন হয়, যেমনঃ হাসপাতাল ও মাতৃসদন কেন্দ্র তুলনামূলকভাবে নিম্নমানের কর্মদক্ষতা প্রদর্শন করে।

এ সকল কার্যক্রমের কর্মদক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন, যেমনঃ আইনি উপকরণের (বিধি, প্রবিধান ও উপ-আইন) খসড়া প্রণয়নের প্রস্তুতি ও গ্রহণ, অবকাঠামো বা সরঞ্জামে বিনিয়োগ এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নের পদ্ধতির উন্নতিকরণ। C4C প্রকল্পের সহায়তায় এলজিডি সিটি কর্পোরেশনের সাথে পরামর্শক্রমে কর্মদক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করেছে, যার সারসংক্ষেপ সারণি ২-৬ এ উপস্থাপন করা হলো। সারণিতে দেখা যায় যে, আইনি উপকরণ, অবকাঠামো ও সরঞ্জাম ইত্যাদি ক্ষেত্রসমূহ গুরুত্বপূর্ণ হলেও, বেশ কয়েকটি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন এলকায় পরিচালিত বেসরকারি সংস্থা ও সামাজিক সংগঠনগুলোর পাশাপাশি সরকারি সংস্থার সাথে অংশীদারিত্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কার্য-প্রক্রিয়া উন্নতির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

সারণি ২-৬ঃ সিটি কর্পোরেশন কার্যক্রম উন্নতির বিভিন্ন ক্ষেত্রসমূহ

কার্যক্রম	বিধি	প্রবিধান, উপআইন	কার্য-প্রক্রিয়া	অংশীদারিত্ব	সরঞ্জাম	ভৌত সুবিধাদি
১. জনস্বাস্থ্য		○	○	○	○	
২. জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ রেজিস্ট্রি			○			
৩. সংক্রামক ব্যাধি			○		○	
৪. স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও মাতৃসদন			○	○		○
৫. জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন				○		
৬. হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী						○
৭. চিকিৎসা সাহায্য ও স্বাস্থ্য শিক্ষা			○	○		
৮. পানি সরবরাহ ও পানি নিষ্কাশন		○	○	○	○	○
৯. সাধারণ খেয়া পারাপার		○				
১০. সরকারি মৎস্যক্ষেত্র			○			
১১. খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি		○	○		○	
১২. সাধারণের বাজার		○	○	○	○	○
১৩. বেসরকারি বাজার		○	○	○	○	
১৪. কসাইখানা		○		○		○
১৫. পশু		○	○			○
১৬. শহর পরিকল্পনা	○		○		○	
১৭. ইমারত নিয়ন্ত্রণ		○	○	○		
১৮. রাস্তা		○	○	○	○	
১৯. যানবাহন নিয়ন্ত্রণ		○	○	○		
২০. জননিরাপত্তা		○	○	○		
২১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা		○	○	○		
২২. বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর বস্তর ব্যবসা-বাণিজ্য	○		○	○		
২৩. গোরস্থান ও শ্মশান		○	○			
২৪. গাছ, পার্ক, উদ্যান ও বন		○	○	○	○	
২৫. পুকুর ও নিম্নাঞ্চল						
২৬. শিক্ষা ও সংস্কৃতি	○		○	○		
২৭. সমাজকল্যান			○	○		
২৮. উন্নয়ন			○	○		

তথ্যসূত্রঃ C4C প্রকল্প সহায়তায় সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন (এপ্রিল ২০১৭)

সিজিপি'র সহায়তায় চারটি (৪) সিটি কর্পোরেশন ইতোমধ্যে কাইযেন[৩] বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভালো অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং C4C প্রকল্পের সহায়তায় প্রশাসনিক উন্নয়নের অংশ হিসাবে নিয়মিত কার্য-প্রক্রিয়া ক্রমেই উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কাইযেন থেকেই কার্য-প্রক্রিয়া উন্নতির ধারণাটি এসেছে, নাগরিক বা বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের চাহিদা পূরণের জন্য বিদ্যমান পদ্ধতিসমূহ ব্যাখ্যা করা এবং কর্ম-প্রবাহকে স্পষ্টীকরণ, সহজীকরণ ও বাস্তবতার নিরিখে কার্যকরী করার জন্য যথাযথ নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন ও চর্চা করা।

অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে, C4C প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগ আরও বিশ্লেষণের মাধ্যমে বেসরকারি খাত, কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (সিবিও), বা ব্যক্তির সাথে অংশীদারিত্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত জনসাধারণের জন্য সেবার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করেছে, যার সারসংক্ষেপ সারণি ২-৭ এ উপস্থাপন করা হলো। সিটি কর্পোরেশনের 'অংশীদারিত্ব'কে "কর্পোরেশন বহির্ভুত বেসরকারি সংস্থা, প্রাইভেট ফার্ম বা ব্যক্তিগণের সাথে অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে তাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা, মানবসম্পদ ও অন্যান্য সম্পদ ব্যবহার করে কর্পোরেশনের বিভিন্ন সেবা সহজে ও দ্রুত নাগরিকদেরকে প্রদান করবে" হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, যেখানে সিটি কর্পোরেশন অংশীদারদের সেবা প্রদান-সংক্রান্ত কাজের তত্ত্বধান ও মনিটরিং করবে। এ ধরণের অংশীদারিত্ব ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা হয় কারণ এখানে 'ভ্যালু ফর মানি' বিষয়টি গুরুত্ব পায়, যেমনঃ সিটি কর্পোরেশন তুলনামূলকভাবে স্বল্প খরচে মানসম্মত সেবা প্রদান করতে পারে। বিশ্লেষণের সময় এটি পরিলক্ষিত হয় যে, অংশীদার নির্বাচন প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সাথে চুক্তি করার সময় শুধু মূল্যের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়, যেখানে প্রয়োজনীয় দক্ষতা বা অভিজ্ঞতার বিষয়টি উপেক্ষিত থাকে। এছাড়াও, মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করার জন্য চুক্তির শর্তগুলো আরও সহজীকরণ ও স্পষ্টীকরণ করে চুক্তিনামা উন্নতির সুযোগ রয়েছে।

সারণি ২-৭ ঃ অংশীদারিত্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের সেবাসমূহ

সেবার ধরন	কাজ	অংশীদার	অংশীদারিত্বের ধরণ	চার সিটি কর্পোরেশন			
				নাসিক	গাসিক	কুসিক	রসিক
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (বসতবাড়ী)	বসতবাড়ী থেকে বর্জ্য সংগ্রহ	সিবিও ব্যক্তি	সহযোগিতামূলক	✓	✓	✓	✓ (কয়েকটি ওয়ার্ডে)
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (মেডিকেল)	মেডিকেল বর্জ্য সংগ্রহ	এনজিও	সহযোগিতামূলক		✓ (কয়েকটি ওয়ার্ডে)		
গণশৌচাগার পরিস্কার	গণশৌচাগার পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করা	ব্যক্তি	রাজস্ব আয় (ইজারা ফি)	✓	✓	✓	✓
কসাইখানা	কসাইখানা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	ব্যক্তি	রাজস্ব আয় (ইজারা ফি)	✓	✓	✓	✓
সাধারণের বাজার	বাজার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	ব্যক্তি	রাজস্ব আয় (ইজারা ফি)	✓	✓	✓	✓
টিকা/ভ্যাকসিনেশন	শিশুদের জন্য টিকাদান কর্মসূচি পরিচালনা	সিবিও	সহযোগিতামূলক			✓	✓
খেয়া ঘাট	খেয়া পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	ব্যক্তি	রাজস্ব আয় (ইজারা ফি)	✓			
পার্ক	বৃক্ষ রোপন, উন্মুক্ত জায়গার উন্নয়ন; দৈনিক রক্ষণাবেক্ষণ	প্রাইভেট কোম্পানী	রাজস্ব আয় (ইজারা ফি এবং টিকেট হতে আয়ের ৫%)	✓			
মৎস্য খামার	মৎস্য খামার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	ব্যক্তি	রাজস্ব আয় (ইজারা ফি)				✓

তথ্যসূত্র: C4C প্রকল্প কর্তৃক চার সিটি কর্পোরেশন থেকে প্রাপ্ত তথ্য

[৩] *কাইযেন হলো একটি ব্যবস্থাপনা টুলস যা ধারাবাহিকভাবে দৈনন্দিন সেবামূলক কার্যক্রম উন্নয়নের জন্য চর্চা করা হয়। ২০০০ - ২০১০ সালের প্রথম দিকে জাইকা'র সহায়তায় কাইযেন কে সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রবর্তন করা হয়েছিল, সিজিপি প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন ৪টি সিটি কর্পোরেশন সিজিপি প্রকল্পের মাধ্যমে এর সুবিধা পেয়েছে।*

২.৩.৩ সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয়

সিটি কর্পোরেশনের সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কর্পোরেশন এলাকায় সেবা প্রদানকারী সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয়ের প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ২০১৬ সালে সিটি কর্পোরেশনের সাথে সেবা প্রদানকারী সরকারি সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরসমূহের সমন্বয় বিষয়ে একটি পরিপত্র জারি করা হয়। প্রকল্প লক্ষ্যভুক্ত ৪টি সিটি কর্পোরেশন সিজিপি'র আওতায় নগর উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি গঠন করেছে এবং ত্রৈমাসিক সভার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। তবে, কিছু কিছু বিষয়ে মৌলিক তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনগুলো একদিকে কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে আবার অপরদিকে সিটি কর্পোরেশন ও সরকারি-বেসরকারি সেবা প্রদানকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের উদাহরণও রয়েছে। এতদসংক্রান্ত কিছু উদাহরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

<u>সিটি কর্পোরেশন ও সেবা প্রদানকারী সরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয়</u>

- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই): পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্মাণ সম্পর্কিত তথ্য বিনিময়, প্রকল্পের সাইট নির্বাচনের জন্য সমন্বয়, সিটি কর্পোরেশন থেকে অনুরোধের ভিত্তিতে পানির গুনগত মান পরীক্ষা করা।
- সিভিল সার্জন: ইপিআই কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য বিনিময় ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।
- বিদ্যুত সরবরাহ সংস্থা (বিদ্যুত উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি বা পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, সিটি কর্পোরেশন ও তাদের অভ্যন্তরীণ এলাকার উপর নির্ভর করে): যে কোন বিদ্যুৎ লাইনের আবেদনের জন্য হোল্ডিং ট্যাক্স আইডি নম্বর বাধ্যতামূলক।

<u>সিটি কর্পোরেশন ও সেবা প্রদানকারী সংস্থার মধ্যে অন্যান্য যে সকল ক্ষেত্রে সমন্বয় প্রয়োজন</u>

- উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (যেখানে প্রতিষ্ঠিত): সিটি কর্পোরেশনের সাথে পরামর্শক্রমে ইমারত নির্মাণের অনুমোদন প্রদান।
- পরিবেশ অধিদপ্তর (ডিওই): নির্মাণের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান বা পরিবেশসংক্রান্ত পদক্ষেপগুলি প্রয়োগ করার জন্য জেলা অফিসের সাথে পরামর্শ করা হয় কিন্তু এ ব্যাপারে সিটি কর্পোরেশনের সাথে কোন পরামর্শ করা হয় না।
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো): সিটি কর্পোরেশনকে অবহিত না করেই কর্পোরেশন এলাকায় জলাধার নির্মাণ ও খাল খনন করা। (সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত বাপাউবো'র আওতাধীন নদীসহ প্রাকৃতিক জলাশয়গুলিতে অবকাঠামোগত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের (নির্মাণের) ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে)।
- পানি সরবরাহ, গ্যাস পাইপলাইন ও বিদ্যুত বিতরণ লাইনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা: সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয় করে পানি সরবরাহ, গ্যাস পাইপলাইন ও বিদ্যুত বিতরণ লাইন স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্যক্রম সম্পাদন।

এছাড়াও, অনেক সংস্থা রয়েছে যাদের সাথে সমন্বয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সেবার গুনগত মান উন্নয়ন করা যায়। যেমন:

- অগ্নি-নির্বাপন: সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিউনিটির সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ।
- শিক্ষা অধিদপ্তর: সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য জন-সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে।

সরকার বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয়ের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে সমন্বয় সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। একই সাথে, সিটি কর্পোরেশন এবং অন্যান্য সংস্থাসমূহ তাদের নিজ নিজ কার্যক্রমের সাথে সঙ্গতি রেখে একে অপরের সাথে সক্রিয়ভাবে সমন্বয় বা সহযোগিতা বৃদ্ধি করে প্রদত্ত সেবার মান বৃদ্ধি করবে।

২.৩.৪ কাউন্সিলরদের ভূমিকা

সিটি কর্পোরেশন (কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরগণের দায়িত্ব, কার্যাবলী ও সুযোগ-সুবিধা) বিধিমালা, ২০১২ কাউন্সিলরদের মৌলিক দায়িত্ব ও কার্যাবলী নির্ধারণ করে দিয়েছে। তাদের ভূমিকা প্রাথমিকভাবে 'তত্ত্বাবধানের' সাথে সম্পর্কযুক্ত, যেমন: সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগের/শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা। কাউন্সিলরদের 'আইনি উপকরণ' ও নীতি-প্রণয়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম রয়েছে এবং সিটি কর্পোরেশন যখন প্রবিধান ও উপ-আইন এবং অন্যান্য নীতি নির্ধারণী সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন তাদের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করতে হয়। তাছাড়া বাংলাদেশে সিটি কর্পোরেশনের/অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাউন্সিলরগণ/সদস্যগণ কিছু ক্ষেত্রে কার্যক্রম বাস্তবায়ন বা নির্বাহী ভূমিকা পালন করে থাকে। 'নির্বাহী' ভূমিকার উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে: নাগরিকদের জাতীয় ও অন্যান্য সনদ প্রদান, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জননিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান এবং বিভিন্ন বিষয়ে নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

কাউন্সিলরগণ স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে এ সকল ভূমিকা পালন করে থাকে। সিটি কর্পোরেশন আইন অনুযায়ী ১৪টি বিষয়ে (ধারা ৫০) স্থায়ী কমিটি থাকতে হবে এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে সিটি কর্পোরেশন অন্য কোন বিষয়ের জন্যও স্থায়ী কমিটি গঠন করতে পারবে। আইন অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশনসমূহে স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠিত হয় এবং সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২.৩.৫ প্রতিবেদন

সিটি কর্পোরেশন বা যে কোন সংস্থার মৌলিক কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, বাজেট প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন এবং প্রতিবেদন তৈরি করা। এ সকল কাজ পরিচালনার জন্য বজেটের প্রয়োজন হয়। এ অংশে প্রতিবেদনের উপর আলোকপাত করা হলো। সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার অংশ হিসাবে পরিকল্পনা ও বাজেট বিষয়ে ২.৪ অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

সিটি কর্পোরেশন আইনের বিভিন্ন ধারায় নিম্নলিখিত প্রতিবেদন প্রস্তুতের কথা উল্লেখ রয়েছে:

- **ধারা ৪৩ ঃ** কর্পোরেশন প্রত্যেক বৎসর এর কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং পরবর্তী অর্থ বৎসরের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করিবে। প্রত্যেক বৎসরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কর্পোরেশন প্রশাসনিক প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ সমন্বিত আকারে সরকারের নিকট উপস্থাপন করিবে এবং সরকার সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সংসদীয় স্থায়ী কমিটির নিকট উপস্থাপন করিবে।
- **ধারা ৭৭ ঃ** প্রতি অর্থ বৎসরের শেষে একটি বার্ষিক হিসাব-বিবরণী প্রস্তুত করতে হবে ও তা পরবর্তী অর্থ বৎসরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।
- **ধারা ৯১ ঃ** প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে কর্পোরেশন একটি বার্ষিক পরিচালনা প্রতিবেদন প্রস্তুত করে সরকারের নিকট পেশ করিবে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের (এলজিডি) মনিটরিং, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ফরমেট অনুসারে সিটি কর্পোরেশনগুলো বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে, যা এলজিডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণে কাজে লাগে। এছাড়া, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি অর্থবছরের শুরুতে এলজিডি ও সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) হয় এবং বৎসর শেষে সিটি কর্পোরেশনগুলো এপিএ'র অধীনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রগতি ও অর্জন উল্লেখপূর্বক একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে এলজিডিকে প্রেরণ করে। এছাড়াও, প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন বার্ষিক সাফল্য/অর্জনগুলো একত্র করে মুদ্রিত আকারে প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে।

সংক্ষেপে, সিটি কর্পোরেশনগুলো আইন অনুযায়ী বার্ষিক পরিচালনা প্রতিবেদন শিরোনামে কোন প্রতিবেদন প্রস্তুত করে না এবং এ বিষয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট ফরমেটও জারি করা হয় নাই। সিটি কর্পোরেশনগুলো বছরে তিন ধরনের প্রতিবেদন প্রস্তুত করে: (১) এলজিডি'র বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য তথ্য প্রদান সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন; (২) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী অগ্রগতি/অর্জন সম্পর্কিত প্রতিবেদন; এবং (৩) সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্জন সম্বলিত প্রতিবেদন মুদ্রিত আকারে প্রকাশনা। বার্ষিক হিসাব বিবরণী শুধুমাত্র পরবর্তী বছরের বাজেটের অংশ হিসাবে প্রস্তুত করা হয় এবং বার্ষিক ব্যয়ের সারসংক্ষেপ সাধারণত মুদ্রিত প্রকাশনায় প্রদান করা হয়। একাধিক প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তা ও অনুশীলনের ফলে অতিরিক্ত সময় ও অর্থ ব্যয় হয়।

২.৩.৬ নাগরিক সম্পৃক্ততা

সিটি কর্পোরেশনের সেবা কার্যক্রমের উন্নতি ও নগরায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য সিটি কর্পোরেশনকে আরও স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও কার্যকর হতে নাগরিকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। 'নাগরিক সম্পৃক্ততা'র ৩টি দিক রয়েছে: (১) সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বিভিন্ন মাধ্যমে নাগরিকদের সাথে তথ্য বিনিময় (২) নাগরিকগণ তাদের চাহিদা/মতামত ব্যক্ত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং (৩) সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা।

সিটি কর্পোরেশন আইনে নাগরিক সম্পৃক্ততা বিষয়ে নিম্নলিখিত বিধান রয়েছে:

- **ধারা ৪৪ ঃ** "কর্পোরেশন 'নাগরিক সনদ' শীর্ষক দলিলের মাধ্যমে নাগরিক সেবা প্রদানের বিবরণ, সেবা প্রদানের শর্তসমূহ এবং সেবা প্রদানের নির্দিষ্ট সময়সীমা নিশ্চিতকরণের বিবরণ প্রকাশ করিবে"।
- **ধারা ৫৪ ঃ** "সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলরগণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্পোরেশনের কোন সভা একান্তে অনুষ্ঠিত না হইলে উহার প্রত্যেক সভা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে"।
- **ধারা ৫৭ ঃ** "সিটি কর্পোরেশনের প্রত্যেকটি সভার কার্যবিবরণী যথাসময়ে ওয়েবসাইটে প্রদান করিতে হইবে"।
- **ধারা ৬১ ঃ** "প্রতিবেদন এবং বিবরণী প্রণয়ন ও প্রকাশ করিবে"।
- **ধারা ১১০ ঃ** "জননিরাপত্তার স্বার্থে সরকারি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সীমাবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত যে কোন নাগরিক সিটি কর্পোরেশন সম্পর্কিত যে কোন তথ্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে"।

উপরোল্লিখিত ধারাগুলো নাগরিক সম্পৃক্ততার সাথে সম্পর্কিত। চারটি সিটি কর্পোরেশন সিজিপি'র সহায়তায় ও তাদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় বিভিন্ন ধরনের আউটরীচ কার্যক্রম চালু করেছে, যেমন:(১) মৌলিক ই-গভার্ন্যান্স (ওয়েবসাইটে বিভিন্ন তথ্য ও

আবেদনপত্র আপলোড করা), (২) মোবাইল ফোনের মাধ্যমে খুদে বার্তা পাঠানো (শর্ট মেসেজ সার্ভিস-এসএমএস), (৩) গণজমায়েত, যেখানে মেয়র ও কাউন্সিলরগণ নাগরিকদের সাথে মুখোমুখি আলোচনা করেন এবং (৪) বার্ষিক প্রতিবেদন ও অন্যান্য নথি/দলিল প্রকাশনা ইত্যাদি।

চার (৪) সিটি কর্পোরেশনে নাগরিক প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে ও ওয়ার্ড কাউন্সিলরের সভাপতিত্বে ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (ডব্লিউএলসিসি) রয়েছে এবং নিয়মিত সভা ও সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের মাধ্যমে উক্ত ৪টি সিটি কর্পোরেশনের প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ডে এ কমিটি সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, সিনিয়র কর্মকর্তা এবং এনজিও, সিবিও, ব্যবসায়িক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (সিএলসিসি) গঠিত হয়েছে এবং এ কমিটির সদস্যগণ নিয়মিত সভায় মিলিত হয় ও সিটি কর্পোরেশনের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হয় এবং যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করেন।

নাগরিকদের মতামত সঠিকভাবে জানার ও বুঝার লক্ষ্যে চারটি সিটি কর্পোরেশন সিজিপি ও C4C প্রকল্পের সহায়তায় সুনির্দিষ্ট প্রশ্নাবলী ও নমুনায়নের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ডাটা এন্ট্রি, একত্রীকরন ও বিশ্লেষণের জন্য পদ্ধতিসহ নাগরিক জরিপ করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে চারটি সিটি কর্পোরেশনের প্রত্যেকটিতে এ জরিপ পরিচালিত হচ্ছে।

আশা করা যায় যে, প্রকল্প কর্তৃক বাস্তবায়িত নাগরিক সম্পৃক্ততা সম্পর্কিত কার্যক্রমগুলো লিখিত গাইডলাইন ও সিটি কর্পোরেশন প্রবিধান এবং এতদসম্পর্কিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশন তার মূলধারায় একীভূত করবে। এছাড়া, ই-গভর্ন্যান্সের জন্য প্রযুক্তিগত বিনিয়োগ নাগরিক সম্পৃক্ততার কার্যক্রমকে আরো সহজতর ও বেগবান করবে।

২.৪ সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা (পিএফএম)

২.৪.১ সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত আইনি কাঠামো

সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক কাঠামো সম্পর্কে সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর ৭০ - ৮১ ধারায় ও কর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ৮২ - ৯০ ধারায় বর্ণিত আছে। আইনের চতুর্থ তফসিলে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক আরোপণীয় কর, উপকর, রেইট, টোল এবং ফি-সমূহের উল্লেখ রয়েছে, যেখানে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে সিটি কর্পোরেশনকে অনুরূপ অন্যান্য ফি আরোপের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এ সকল মূল বিধানের পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব ও অর্থ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নিম্নবর্ণিত বিধিমালাসমূহ বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে;

■ **বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল একাউন্ট রুলস, ১৯৩৫ ("১৯৩৫ সালের একাউন্ট রুলস")**

এ বিধিমালাটি সিটি কর্পোরেশনগুলোর জন্য এখনও একমাত্র বিধিমালা যা একাউন্টিং কোড, ফর্ম ও হিসাব পরিচালনা পদ্ধতি সংক্রান্ত অনুশাসন প্রদান করে। শুধু ঢাকা পৌর কর্পোরেশন (বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন) বিধিমালা, ১৯৭৪ এটির ব্যতিক্রম, যা তখনকার ঢাকা পৌর কর্পোরেশনকে বাজেট ও আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা করে। পৌরসভা বাজেট (প্রস্তুত ও অনুমোদন) বিধিমালা, ১৯৯৯ ('১৯৯৯ সালের পৌরসভা বাজেট রুলস') এর মাধ্যমে পৌরসভাসমূহের জন্য ১৯৩৫ সালের একাউন্ট রুলসকে হালনাগাদ করা হলেও সিটি কর্পোরেশনের জন্য অদ্যাবধি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই। মূলত ১৯৩৫ সালের একাউন্ট রুলস-এ প্রদত্ত একাউন্টিং কোড ও আর্থিক ফর্ম ১৯৯৯ সালের পৌরসভা বাজেট রুলসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা সিটি কর্পোরেশন পৌরসভা থাকাকালীন সময় থেকে ব্যবহার করে আসছে।

কিন্তু ১৯৩০-এর দশকে প্রস্তুতকৃত একাউন্টিং কোড ও ফর্মগুলো বর্তমান সময়ে সিটি কর্পোরেশনসমূহের রাজস্ব ও ব্যয়ন-সংক্রান্ত হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট নয় বিধায় সিটি কর্পোরেশনগুলো নিজেদের মতো করে বাজেট, আর্থিক বিবরণী ও হিসাবরক্ষণের জন্য নিজস্ব পদ্ধতি ব্যবহার করছে, যা একেক সিটি কর্পোরেশনে একেক রকম। যারফলে বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশনের একই বছরের এবং একই সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন বছরের বাজেটের মধ্যে সামঞ্জস্যতা থাকছে না। কাজেই, জাতীয় চার্ট অব একাউন্টস এবং সংশ্লিষ্ট একাউন্টিং নীতিমালা ও পদ্ধতিগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি বিশদ চার্ট অব একাউন্ট প্রতিফলন করে ১৯৩৫ সালের একাউন্ট রুলস হালনাগাদ করা অতীব প্রয়োজন, নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

■ **সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬ ("১৯৮৬ সালের সিটি কর্পোরেশন কর বিধিমালা")**

এ বিধিমালা তৎকালীন বিদ্যমান সিটি কর্পোরেশনসমূহের জন্য জারি করা হয়েছিল, তবে বিধিমালাটি সিটি কর্পোরেশন আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় সকল সিটি কর্পোরেশনের জন্য প্রযোজ্য। এ বিধিমালায় (১) হোল্ডিং ট্যাক্স, (২) সম্পত্তি হস্তান্তর কর, (৩) পেশা ও ব্যবসায়ের উপর কর, (৪) সিনেমা, প্রদর্শনী ও অন্যান্য বিনোদনমূলক কার্যক্রমের উপর কর, (৫) বিবাহ কর, (৬) পশু কর, (৭) অ-যান্ত্রিক যানবাহনের উপর কর, (৮) সড়ক ও সেতুর উপর টোল এবং (৯) বিজ্ঞাপন কর সম্পর্কে সংজ্ঞা ও পদ্ধতি প্রদান করেছে, যা সিটি কর্পোরেশন আইন, ২০০৯ এর ৪র্থ তফসিলে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। উল্লেখ্য যে, এ বিধিমালায় সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক করদাতাদের সম্পত্তির মূল্যায়ন বা কর ধার্য্য করা বিষয়ে নাগরিকদে অভিযোগ দায়েরের পদ্ধতিও বর্ণিত রয়েছে।

■ সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল ২০১৬ ("২০১৬ সালের সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল")

সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬ বাস্তবায়নের স্বার্থে এ তফসিল দ্বারা ১৯৮৫ সালের সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিলকে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এ তফসিল দ্বারা কর, রেইটস ও ফি এর পরিমান নির্ধারণ করে দেয়া আছে যা সিটি কর্পোরেশনসমূহ আদায়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

পুরাতন কিন্তু এখনও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আইনসমূহ নিম্নরূপ:

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ঋণ আইন, ১৯১৪ (The Local Authority Loans Act, 1914) এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ঋণ বিধিমালা, ১৯১৫ (The Local Authority Loan Rules, 1915) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ গ্রহনের সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করেছে।
- সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ভূমি ও ভবন (পুনরুদ্ধার ও দখল) অধ্যাদেশ, ১৯৭০ (The Government and Local Authority Lands and Buildings (Recovery and Possession) Ordinance, 1970) সম্পত্তির অবৈধ দখল বা ইজারা মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ার পর উক্ত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া নির্ধারণ করেছে।
- এলজিডি কর্তৃক জারীকৃত সিটি কর্পোরেশন বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন আদেশ।

এছাড়াও, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ সিটি করপোরেশনসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রযোজ্য, কেননা সিটি কর্পোরেশনের ব্যয়ের একটি বিরাট অংশ (কর্মচারীদের বেতন ও ভাতার বাইরে) বিভিন্ন প্রকার কাজ, সেবা এবং পণ্য ক্রয়ের জন্য ব্যয়িত হয়ে থাকে। সরকার প্রকিউরমেন্ট আইন অনুযায়ী ই-জিপি নামে একটি ইলেক্ট্রনিক ক্রয় ব্যবস্থা চালু করেছে। তহবিলের উৎস যাইহোক না কেন সিটি করপোরেশন/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল প্রকার ক্রয়ের জন্য ই-জিপি ব্যবহার করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সরকার প্রাথমিকভাবে সরকারি সংস্থাসমূহে ই-সিএমএস নামে পরিচিত ইলেক্ট্রনিক চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করার পরিকল্পনা করছে যা' পরবর্তীতে সিটি করপোরেশন/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ অনুসরণ করবে।

২.৪.২ প্রাপ্তি ও ব্যয়

১৯৩৫ সালের একাউন্ট রুলস ও ১৯৯৯ সালের পৌরসভা বাজেট রুলস এর মাধ্যমে পরিবর্তিত বিধান অনুযায়ী সিটি করপোরেশনের বাজেটে ৩ (তিন) ধরণের তহবিল রয়েছে: (১) চলমান ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজস্ব তহবিল, (২) অবকাঠামোগত উন্নয়নের (বা সম্পদ সৃজন) জন্য উন্নয়ন তহবিল এবং (৩) মূলধন তহবিল। রাজস্ব তহবিলের দুটি ভাগ রয়েছে যথাঃ (ক) সাধারণ হিসাব ও (খ) পানি সরবরাহ হিসাব। উন্নয়ন তহবিল মূলত সরকারের নিজস্ব বাজেট দ্বারা অর্থায়নের পাশাপাশি উন্নয়ন অংশীদারদের তহবিল দ্বারাও অর্থায়ন করা হয়। এছাড়াও, রাজস্ব খাতে ব্যয়ের অতিরিক্ত সিটি করপোরেশনের নিজস্ব রাজস্ব আয় (উদ্বৃত্ত) উন্নয়ন তহবিলে সম্পূরক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। মূলধন হিসাব মূলত: ঋণ গ্রহণ এবং পরিশোধের জন্য, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনসমূহ ব্যবহার করে না।

সিটি কর্পোরেশনগুলোর অর্থপ্রাপ্তির মধ্যে রয়েছে (ক) হোল্ডিং ট্যাক্সসহ নিজস্ব উৎসে রাজস্ব, যার মধ্যে রয়েছে ট্যাক্স, বিভিন্ন রেইটস ও ফিস এবং অন্যান্য আয় যেমন, নিজস্ব সম্পত্তির ভাড়া, ব্যবসায়িক লাইসেন্স ও বিভিন্ন প্রকারের ফিস, (খ) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর, যা সিটি করপোরেশন ও সরকার নির্ধারিত হার অনুযায়ী প্রাপ্ত হয় (গ) সরকারি অনুদান, যার বেশিরভাগ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচির (এডিপি) বরাদ্দ এবং (ঘ) এডিপি'র মাধ্যমে দাতাসংস্থাসমূহের অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য প্রদানকৃত[৪] তহবিল। যে সকল বিভাগসমূহে সরকারি অনুদান প্রদান করা হয়, তা হচ্ছে: (ক) এডিপিভূক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়ন, যার উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (ডিপিপি) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত; (খ) এডিপি থোক বরাদ্দ; (গ) বিশেষ (জরুরি) প্রয়োজন মিটানোর জন্য এডিপি এবং (ঘ) অনুন্নয়ন খাতে অনুদান।

সিটি করপোরেশনসমূহের ব্যয়ের খাতগুলো হলো (ক) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা, (খ) সাধারণ সংস্থাপন ব্যয়সহ অফিস ব্যয় ও ভবন/স্থাপনা/অবকাঠামোসমূহের মেরামত ও সংরক্ষণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয়, (গ) বিভিন্ন সেবা প্রদান (যেমন, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন, সড়কবাতি এবং শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যয়) এবং (ঘ) উন্নয়ন প্রকল্প। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, সেবা সরবরাহের সাথে সম্পর্কিত বেশ কিছু ব্যয় (যেমন: স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, সড়কবাতি ও শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যয়) সিটি করপোরেশনের চলমান প্রথা অনুযায়ী সাধারণত সংস্থাপন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। অতএব সেবা সরবরাহের প্রকৃত ব্যয় পরিমাপের জন্য সিটি করপোরেশনের আর্থিক বিবরণীসমূহের সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। এছাড়াও, সড়ক ও ড্রেনের মতো মূল অবকাঠামোগত মেরামত ও সংরক্ষণের ব্যয় সাধারণত উন্নয়ন বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। হিসাব ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে এ বিষয়টির প্রতিও মনযোগ দেয়া প্রয়োজন।

C4C প্রকল্পের মাধ্যমে চারটি সিটি করপোরেশনের রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে প্রাপ্তি ও ব্যয়ের বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সিটি করপোরেশনসমূহের প্রাপ্তি ও ব্যয়ের মুল বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ:

[৪] এছাড়াও, নগর অবকাঠামোগত প্রকল্পে অর্থায়নে উদ্দেশ্যে সিটি কর্পোরেশনসমূহ বাংলাদেশ মিউনিসিপাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (বিএমডিএফ) থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশ মিউনিসিপাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (বিএমডিএফ) ২০০২ সালে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় স্থাপিত একটি সরকারি মালিকানাধীন সংস্থা। সিটি কর্পোরেশনসমূহ বিএমডিএফ হতে নেয়া ঋণ পরিশোধ করেছে।

- বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশনের বিশেষ করে সাম্প্রতিক বছরসমূহের আয়-ব্যয় বিবরণী পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে উন্নয়ন খাতের ব্যয় রাজস্ব খাতের ব্যয়কে ছাড়িয়ে গেছে। মোট ব্যয়ের প্রায় ৮০-৯০% পর্যন্ত উন্নয়ন খাতে ব্যয় করা হয়েছে।
- বিশেষ করে উন্নয়ন হিসাবে মূল বাজেট এবং প্রকৃত বাজেট (প্রকৃত বাজেট বলতে অর্থবছরের প্রকৃত ব্যয়কে বুঝানো হয়েছে) এর মধ্যে একটি বড় পার্থক্য দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে, ব্যয়ন হিসাবে প্রকৃত উন্নয়ন বাজেট মূল পরিকল্পিত উন্নয়ন বাজেটের তুলনায় ৮০-৯০% কম। এ বৈষম্য রাজস্ব বাজেটের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম, তবুও তা কোন কোন ক্ষেত্রে ৫০-৬০% অতিক্রম করে গেছে (অর্থাৎ প্রকৃত ব্যয় মূল পরিকল্পিত ব্যয়ের তুলনায় ৫০-৬০% কম)। উন্নয়ন বাজেটের মূল পরিকল্পিত ব্যয় ও প্রকৃত ব্যয়ের এ পার্থক্য মূলতঃ সরকারি তহবিলের প্রাপ্যতা ও উন্নয়ন প্রকল্পে সরকার কর্তৃক তহবিল প্রদানের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার জন্য ঘটেছে যা' ২.৪.৪ অনুচ্ছেদ এ আলোচনা করা হয়েছে। (উল্লেখ্য, উন্নয়নের জন্য সরকারি তহবিলে প্রায়ই দাতা তহবিলও অন্তর্ভুক্ত থাকে।)
- সরকারি তহবিল (দাতা তহবিলসহ) সিটি কর্পোরেশনসমূহের অর্থ প্রাপ্তির বৃহত্তম উৎস। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সিটি কর্পোরেশনসমূহের মোট প্রাপ্তির প্রায় ৫০% (গাসিক) - ৭৫% (কুসিক ও রসিক) যোগান এসেছে সরকারের তরফ হতে।
- সরকারি তহবিলের বাইরে সিটি কর্পোরেশনসমূহের অর্থ প্রাপ্তিতে স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর (যা সরকার এবং সিটি কর্পোরেশন/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বিভাজিত) কর্পোরেশনসমূহের আয়ের বৃহত্তম উৎস[৬]। সিটি কর্পোরেশনসমূহের পরবর্তী বৃহত্তম আয়ের উৎস হলো হোল্ডিং ট্যাক্স, যা ভবন এবং ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর আরোপিত হয়। যেহেতু হোল্ডিং ট্যাক্স সিটি কর্পোরেশনসমূহের নিজস্ব রাজস্ব উৎস হিসাবে নির্ধারিত, তাই বলা যেতে পারে যে হোল্ডিং ট্যাক্স সিটি কর্পোরেশনসমূহের বৃহত্তম নিজস্ব রাজস্ব উৎস। এর বাইরে সিটি কর্পোরেশনসমূহের অন্যান্য আয়ের উৎস হচ্ছে ব্যবসায়িক লাইসেন্স ফি, হাট-বাজার ইজারা, বাস-ট্রাক টার্মিনাল ইজারা এবং দোকানের ভাড়া, যা সিটি কর্পোরেশনসমূহের মোট রাজস্ব আয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।
- অপরদিকে ব্যয়ের ক্ষেত্রে, রাজস্ব হিসাবের সর্বোচ্চ অংশ (মোট রাজস্ব ব্যয়ের প্রায় ৩০-৫০%) ব্যয়িত হয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা খাতে। সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সংস্থাপন এবং অন্যান্য খাতের ব্যয় বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন, রক্ষণাবেক্ষণ, সড়কবাতি এবং পানি সরবরাহ (যে সকল সিটি কর্পোরেশন পানি সরবরাহ করে) বাবদ ব্যয় সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব খাতে সেবা প্রদান সম্পর্কিত ব্যয়গুলির মধ্যে বৃহত্তম।

নিম্নের অনুচ্ছেদ ২.৪.৫ এ সিটি কর্পোরেশনসমূহের বাজেট প্রস্তুত এবং হিসাব পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনার উন্নতির বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমানে সিটি কর্পোরেশনের বাজেট সম্পর্কে দ্রুত ধারণা পেতে সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে কোন নির্দেশিকা নেই। ২০১২ সালে বিবিএস তৎকালে বিদ্যমান ৭টি সিটি কর্পোরেশনকে ভিত্তি করে সারণি ২-৮ প্রস্তুত করেছিলো যা ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি ২-৮ ঃ সাত (৭) টি সিটি কর্পোরেশনের একত্রিত প্রাপ্তি ও ব্যয় (অর্থবছর ২০০৮/০৯ - ২০১০/১১)

	২০০৮-২০০৯		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১	
	লক্ষ টাকা	%	লক্ষ টাকা	%	লক্ষ টাকা	%
আয়						
কর	৪৫০৪	২৮.৮০%	৫২৫২	২৩.৭৯%	৫৪৩৩	২৩.২০%
রেইট	১৬০	১.০২%	৪২৫	১.৯৩%	৭৫০	৩.২০%
ফিস ও টোল	১০০১	৬.৪০%	১৩৩৮	৬.০৬%	১৪২৫	৬.০৯%
সম্পত্তি থেকে	৬৮৩	৪.৩৭%	১২৯৭	৫.৮৮%	১৫৫০	৬.৬২%
বিভিন্ন আয়	১৮৩০	১১.৭০%	১৮৯২	৮.৫৭%	২০৫০	৮.৭৬%
সরকারি অনুদান	৭৪৬০	৪৭.৭০%	১১৮৬৮	৫৩.৭৭%	১২২০৭	৫২.১৩%
মোট	১৫৬৩৮	১০০%	২২০৭২	১০০%	২৩৪১৫	১০০%
ব্যয়						
বেতন, পারিশ্রমিক ও ভাতা	২৩৩০	১৪.৭১%	২৮৩৫	১২.৮৪%	৩৩৬১	১৪.৩৫%
সেবা ও সরবরাহ	৬১১	৩.৮৬%	৮০৭	৩.৬৬%	৯৫৪	৪.০৭%
অবকাঠামো উন্নয়ন	১০৩০৮	৬৫.০৮%	১৪৯৯৭	৬৭.৯৫%	১৫০৫০	৬৪.২৮%
সুদ প্রদান	০	০.০০%	০	০.০০%	০	০.০০%
পূর্ত কাজ	৮৯৪	৫.৬৪%	১৩৬২	৬.১৭%	১৫৭১	৬.৭১%
হস্তান্তর	১৪৯৫	৯.৪৪%	২০৭১	৯.৩৮%	২৪৭৯	১০.৫৯%
মোট	১৫৬৩৮	১০০%	২২০৭২	১০০%	২৩৪১৫	১০০%

উৎস: বিবিএস ২০১২ এর তথ্য, ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে (২০১৬-২০২০) উল্লেখিত

[৬] স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত, যা বর্তমানে লেনদেন মূল্যের ১১% যেখান সিটি কর্পোরেশন/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান পায় ২%। এ কর আইন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জেলা সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিস সংগ্রহ করে এবং সিটি কর্পোরেশন-স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ভাগ সরকার নির্ধারিত ব্যাংকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের হিসাব জমা হয়।

২.৪.৩ প্রাপ্তিঃ হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যবস্থাপনা

উপরের আলোচনায় সুস্পষ্ট যে, সরকারি তহবিল (দাতা তহবিলসহ) হতে আয় এবং স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর (সিটি কর্পোরেশন ও সরকার এর মধ্যে বিভাজিত) ব্যতীত হোল্ডিং ট্যাক্স সিটি কর্পোরেশনের আয়ের সবচেয়ে বড় খাত। সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সালের সিটি কর্পোরেশন কর বিধিমালা) এ হোল্ডিং ট্যাক্স আরোপ এবং আদায়ের মূলনীতি ও পদ্ধতিসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে।

হোল্ডিং ট্যাক্স এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যে কর্পোরেশনের মূল সেবাগুলোর জন্য রেইটস-সহ (নির্ধারিত কর) ভবন ও ভূমির উপর করা আদায় করা। সেবাগুলো হচ্ছে আলোক, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পানি। সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল ২০১৬ এ কর ও রেইটসের সর্বাধিক হার নির্ধারণ করা হয়েছে।

C4C প্রকল্পের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, ৪টি সিটি কর্পোরেশন হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক অনুমোদনযোগ্য হার (৭%) প্রয়োগ করেছে, তবে কিছু কিছু সিটি কর্পোরেশন অন্যান্য রেইটস নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ নিয়ম অনুসরণ করে নাই। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, সিটি কর্পোরেশনসমূহ কর সংগ্রহ অভিযান জোরদার করেছে, যারফলে কর আদায়ের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। কর আদায়ের পরিমানে সাধারণতঃ ক্রমবর্ধমান প্রবণতা থাকে, তবে সিটি কর্পোরেশনসমূহের উচিৎ তাদের আওতাধীন এলাকার সম্পত্তিসমূহের মূল্যমান যথাযথ নির্ধারণের মাধ্যমে সম্পদ হতে পূর্ণ রাজস্ব আদায় করা। এ ক্ষেত্রে চিহ্নিত মূল সমস্যাগুলি হল নিম্নরূপ:

- কর নির্ধারণ, আদায় এবং অনুসৃত পদ্ধতির ব্যাখ্যা ও উন্নয়ন;
- নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও সংশোধনমূলক ব্যাবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পূর্ণ করারোপ নিশ্চিত করা;
- করদাতাদের আস্থা অর্জনের জন্য হিসাব পদ্ধতির উন্নয়ন, আদায়কৃত রাজস্বের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও গ্রহণযোগ্য আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা;
- কর নির্ধারণ ও আদায়কারী এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি;

হোল্ডিং ট্যাক্স বিভিন্ন পর্যায়ে নির্ধারণ হয়ে থাকে, যথা: নির্ধারণ, পুনঃনির্ধারণ এবং অন্তর্বর্তীকালীন নির্ধারণ। কর পুনঃনির্ধারণের ক্ষেত্রে ভবন ও ভূমির সর্বশেষ মূল্যের উপর ভিত্তি করে করের পরিমান নির্ধারণ করা হয়, যা ১৯৮৬ সালের সিটি কর্পোরেশন কর বিধিমালা অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর পুনঃনির্ধারণ করার কথা। অন্যদিকে যখন কোন নতুন ভবন নির্মাণ করা হয় বা বিদ্যমান ভবন সম্প্রসারণ বা উন্নয়ন করা হয় তখন অন্তবর্তীকালীন কর নির্ধারণ নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করা হয়। তবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সিটি কর্পোরেশনসমূহ নির্দিষ্ট সিডিউল অনুযায়ী হোল্ডিং ট্যাক্স পুনঃনির্ধারণ করতে সক্ষম হয়নি।

সময়মত কর প্রদানের জন্য প্রণোদনা ব্যবস্থা জোরদার করে হোল্ডিং ট্যাক্স ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেইটস থেকে সিটি কর্পোরেশনসমূহ রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করতে পারে। ১৯৮৬ সালের কর বিধিমালা অনুযায়ী কর চালানসমূহ করদাতাদের নিকট ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অগ্রিম কর প্রদানের জন্য ছাড় (ডিসকাউন্ট) সুবিধাসহ প্রেরণ করা হয়। তবে, এ ধরণের ছাড় কর পরিশোধের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অনুপ্রেরণা প্রদান করে না। সিটি কর্পোরেশনের এটা প্রচলিত চর্চা যে তারা অর্থ বছরের শেষে কর আদায়ের জন্য করদাতাদেরকে ডিসকাউন্ট/ছাড় সুবিধা প্রদান করে "কর ক্যাম্পেইন" পরিচালনা করে। এ ধরণের ছাড় প্রদান একটি নেতিবাচক প্রনোদনার সৃষ্টি করে, যা করদাতাদেরকে দেরী করে কর পরিশোধের জন্য উৎসাহিত করে। যার ফলে সিটি কর্পোরেশনসমূহ প্রায়শই অর্থবছরে নগদ রাজস্ব ঘাটতির সম্মুখীন হয়।

প্রতিটি ওয়ার্ড পর্যায়ে নিয়ম অনুযায়ী কর আদায় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আদায়ের খাতসমূহ চিহ্নিত এবং সংশোধন করা যেতে পারে, যা হোল্ডিং ট্যাক্স কভারেজ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একটি কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। যথাযথ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও কর্মপদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে সংগৃহীত রাজস্বের হিসাবরক্ষন ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার বিষয়টিও মনোযোগের দাবী রাখে। ভবন এবং ভূমির মূল্য পুনঃনির্ধারণের বিষয়টি অনিবার্যভাবে বাংলাদেশের বর্তমান এবং পরবর্তী প্রত্যাশিত অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে উচ্চতর করের দিকে ধাবিত করবে। এছাড়াও, জনসাধারণকে ক্রমবর্ধমান চাহিদা অনুযায়ী কাংখিত বিভিন্ন প্রকারের সেবা প্রদানের জন্য কর ও রেইটস হারের পরিমান ভবিষ্যতে বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হতে পারে। সিটি কর্পোরেশনসমূহের রাজস্ব আয়ের উৎস এবং ব্যবহারের উপর নির্ভুল এবং বিশ্বাসযোগ্য তথ্য প্রস্তুত ও প্রচার ব্যতিরেকে কর বৃদ্ধির জন্য জনগণের সম্মতি এবং রাজনৈতিক ঐক্যমত্য গড়ে তোলা কঠিন হবে।

সর্বশেষ অথচ গুরুত্বপূর্ণ যে, সিটি কর্পোরেশনসমূহের ব্যবসায়িক লাইসেন্স ফি এবং বিজ্ঞাপন ফি সহ অন্যান্য নির্ভরযোগ্য নিজস্ব রাজস্ব উৎস রয়েছে। হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যবস্থাপনা উন্নতিকরণের লক্ষ্যে বর্ণিত উৎস ও অন্যান্য উৎস হতে রাজস্ব আদায় সম্ভাবনা প্রাক্কলন এবং এতদসংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক ব্যবস্থা উন্নত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২.৪.৪ প্রাপ্তিঃ সরকার হতে অর্থ বরাদ্দ

সরকারি তহবিল (দাতা তহবিলসহ) সিটি কর্পোরেশনসমূহের অর্থ প্রাপ্তির বৃহত্তম উৎস। দাতাসংস্থার তহবিলের পাশাপাশি সরকার জাতীয় বাজেটের একটা অংশ সিটি কর্পোরেশনসহ অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বরাদ্দের ব্যবস্থা রেখেছে। সরকার সাধারণত: তিনভাবে সিটি কর্পোরেশনসমূহে বিভিন্ন প্রকল্প/কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ প্রদান করে থাকে, যথাঃ (ক) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) বাস্তবায়নের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বরাদ্দ; (খ) এডিপি থোক বরাদ্দ (দু'টি খাতে 'উন্নয়ন সহায়তা' ও 'বিশেষ বরাদ্দ'); (গ) অনুন্নয়ন থোক বরাদ্দ।

২.৪.৫ বাজেট ব্যবস্থাপনা

উপরের ২.৪.১ অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে যে, ১৯৩৫ সনের একাউন্টস রুলস যা' আজ অবধি এককভাবে একাউন্টিং কোড এবং সিটি কর্পোরেশনের ফরমসমূহ সংজ্ঞায়িত করার একমাত্র বিধিমালা। এ বিধিমালা সিটি কর্পোরেশনের বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন এবং আর্থিক প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে একটি বড় অন্তরায়। অর্থ বিভাগ ২০১৭ সালে হিসাব সম্পর্কিত জাতীয় চার্ট হালনাগাদ করেছে ("বাজেট ও অ্যাকাউন্টিং ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম" বা "বিএসিএস" হিসাবে পরিচিত), যা বর্তমানে মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং তাদের আওতাধীন অফিসসমূহে চালু করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের পরবর্তী পদক্ষেপ হলো বিএসিএস এর আওতা সিটি কর্পোরেশন এবং অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা যা সিটি কর্পোরেশন/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের রাজস্ব আয় ও ব্যয় বাধ্যবাধকতার সাথে সম্পর্কিত বিস্তারিত একাউন্টিং কোড বিএসিএস-এ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যোগ করার মধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। এ প্রক্রিয়া একইসাথে ১৯৩৫ সালের একাউন্ট রুলস সংশোধন করতে সহায়তা করবে।

সিটি কর্পোরেশনসমূহকে ভবিষ্যত আর্থিক পরিস্থিতির পূর্বাভাসকে বিবেচনায় নিয়ে একটি মধ্য হতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী বার্ষিক আয় ও ব্যয় পরিচালনা করা সিটি কর্পোরেশনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এটি পরিলক্ষিত হয়েছে যে, ব্যয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বার্ষিক প্রকিউরমেন্ট পরিকল্পনাটি যথাযথভাবে প্রস্তুত করা হয়না। প্রায়শঃই বাজেট এবং নগদ অর্থের প্রাপ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়েই নির্মাণ কাজ, পণ্য সংগ্রহ ও সেবা প্রদানমূলক কাজ শুরু করা হয়, যারফলে ঠিকাদার বা সরবরাহকারীদের বকেয়া অর্থ প্রদানের বাধ্যবাধকতা তৈরী হয়। সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিশেষ করে নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে চুক্তি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তদুপরি, বিদ্যমান প্রচলন অনুযায়ী সকল প্রকার ব্যয় অনুমোদনের ক্ষমতা এককভাবে মেয়রের হাতে ন্যস্ত, কর্তৃত্ব অর্পণের কোন ব্যবস্থা নেই। বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত এতদসংশ্লিষ্ট অন্য আরেকটি বিষয়। সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর বিধান অনুযায়ী অর্থবছর শেষ হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে (ডিসেম্বর মাসের মধ্যে) আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা প্রয়োজন, কিন্তু এটি বাস্তবে অনুসরণ করা হচ্ছে না। বছর শেষে বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন ("বর্ষ-১") প্রস্তুত এবং তা পরবর্তী বছরের বাজেটের অংশ হিসাবে প্রকাশ করা ("বর্ষ-২") সিটি কর্পোরেশনসমূহের একটি স্বাভাবিক প্রচলন। এছাড়াও, বাজেটে গুরুত্বপূর্ণ অ-আর্থিক তথ্যসমূহ প্রকাশ করা হয় না এবং সেগুলি সাধারণত সিটি কর্পোরেশন অফিসসমূহেও সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয় না।

সর্বোপরি, ব্যয় পরিচালনার বর্তমান পদ্ধতিতে সিটি কর্পোরেশনসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দক্ষতা এবং নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করার জন্য বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন, যা নাগরিকদের কাছে সিটি কর্পোরেশনের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করবে। যত দ্রুত সম্ভব বাজেটিংকে নেটওয়ার্ক-ভিত্তিক কম্পিউটারাইজেশন, অথবা "ডিজিটালাইজেশন" করা, ম্যানুয়াল-ভিত্তিক পদ্ধতির উন্নয়ন ও হালনাগাদ করা, ১৯৩৫ সালের একাউন্ট রুলসকে প্রয়োজনের নিরীখে সংস্কার-পূর্বক ব্যবহার বান্ধব ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন করা সময়ের দাবী। এ প্রসংগে বলা যায় যে, সকল সিটি কর্পোরেশন এখন থেকে বাধ্যতামূলকভাবে দরপত্র আহ্বান ও পরিচালনার জন্য ই-জিপি ব্যবহার করতে হবে এবং পাশাপাশি উপরে বর্ণিত চুক্তি ব্যবস্থাপনার জন্য ই-সিএমএস পদ্ধতি চালুর জন্য ইতোমধ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

২.৪.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনা

সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর তৃতীয় তফসিলে শহর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে:

> **ধারা ১৬ঃ** প্রতিটি শহরের জন্য একটি মহাপরিকল্পনা (মাস্টার প্ল্যান) প্রণয়ন করিবে এবং পাঁচশালা ও বিভিন্ন মেয়াদি প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
>
> **ধারা ২৮ঃ** নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে তবে অনুরূপ পরিকল্পনা সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে হইবে এবং উক্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য তহবিল সংগ্রহ করিবে।

যে সকল শহরে সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করেছে সে সকল শহর ব্যতিরেকে অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনসহ অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এসআরও নং ২৯-আইন/ ২০১৪ মূলে সরকার স্থানীয় সরকার বিভাগের উপর অর্পন করেছে। এর অর্থ হচ্ছে গণপূর্ত ও গৃহায়ন মন্ত্রণালয়ের

অধিনস্ত রাজউক আওতাধীন এলাকা (অর্থাৎ ঢাকা উত্তর সি.ক., ঢাকা দক্ষিণ সি.ক., নারায়ণগঞ্জ সি.ক. ও গাজীপুর সি.ক.) এবং অন্যান্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন সিটি কর্পোরেশন (যেমন, চট্টগ্রাম সি.ক., রাজশাহী সি.ক.) ব্যতীত সকল সিটি কর্পোরেশনের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন নিশ্চিত করার দায়িত্ব স্থানীয় সরকার বিভাগের উপর ন্যাস্ত। যে সকল সিটি কর্পোরেশনে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ মহাপরিকল্পনা তৈরি করছে না, সে সকল সিটি কর্পোরেশনের মহাপরিকল্পনা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর সহায়তা করছে। ইতোমধ্যে ২০১৩-২০১৪ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এবং রংপুর সিটি কর্পোরেশনের জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পন্ন করেছে[৬]।

সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ (তৃতীয় তফসিলের ধারা ২৮) এর বিধান অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশনসমূহ নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

সরকার ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে, জাতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। যদিও ইউনিয়ন, উপজেলা ও পৌরসভায় ৫ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াটি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের চেষ্টা চলমান রয়েছে, কিন্তু সিটি কর্পোরেশনসমূহে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়টি এখনও পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে। সিটি গভর্ন্যান্স প্রকল্প (সিজিপি) এর সহায়তায় চার সিটি কর্পোরেশন ২০১৩-২০১৪ সালে সর্বপ্রথম পদ্ধতিগত ও অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং ২০১৪/১৫-২০১৮/১৯ অর্থবছরের জন্য ৫ বছর মেয়াদি অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা (আইডিপি) প্রস্তুত করে। এরপর থেকে সিজিপি-এর সহায়তায় উক্ত সিটি কর্পোরেশনসমূহ প্রতি বছর আইডিপি তালিকা থেকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অবকাঠামো প্রকল্পগুলির তালিকা হালনাগাদ করছে (এ তালিকা "অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের আইডিপি তালিকা" হিসাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে)। সমান্তরালভাবে, উক্ত সিটি কর্পোরেশনগুলো এবং অন্যান্য সিটি কর্পারেশন ও পৌরসভাসমূহ মিউনিসিপ্যাল গভর্ন্যান্স সার্ভিসেস প্রকল্পের (এমজিএসপি) সহায়তায় অনুরূপ পদ্ধতিতে মূলধন বিনিয়োগ পরিকল্পনা (Capital Investment Plan-CIP) প্রস্তুত করেছে। সিজিপি এবং এমজিএসপি উভয় প্রকল্পই স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) বাস্তবায়ন করছে। এ দুটি প্রকল্পের কার্য পদ্ধতির সমন্বয় এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার হালনাগাদকৃত বিধিমালা ও নির্দেশিকায় এ বিষয়গুলি প্রতিফলিত করা প্রয়োজন।

২.৪.৭ নিরীক্ষা

সিটি কর্পোরেশনসমূহের আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষা করার দায়িত্ব কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়ের (ওসিএজি)। তারা তাদের এ দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশনসমূহের বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ঝুঁকি বা সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করে অগ্রাধিকারভিত্তিতে পালন করে আসছে। সিএজি অফিসের পক্ষে সীমিত জনবলের কারণে সিটি কর্পোরেশনসমূহের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক নিরীক্ষা নিয়মিতভাবে করা সম্ভবপর হচ্ছে না। উপরন্তু, সিটি কর্পোরেশন আইন, ২০০৯ এ বহিঃ এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা (ধারা ৭৮) উভয়ের জন্য বিধি প্রণয়ন করার বিধান রয়েছে যা' অদ্যাবধি প্রণয়ন করা হয় নাই। বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। জানা যায় যে, সিটি কর্পোরেশনসমূহ কোন প্রকার আইনানুগ পদ্ধতি অনুসরণ ব্যাতিরেকে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিচালনা করার উদ্যোগ নিয়েছে, কিন্তু আইনানুগ ভিত্তি না থাকায় সিএজি অফিস তাদের অডিট প্রতিবেদনে বিষয়টি উল্লেখ করে না। সিটি কর্পোরেশনসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নতির জন্য সিটি কর্পোরেশন বাজেট, রাজস্ব ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা এবং নিয়মিত প্রতিবেদন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কাংখিত উন্নয়নে সিটি কর্পোরেশন নিরীক্ষা বিধিমালা ও নির্দেশিকা প্রণয়ন অপরিহার্য।

২.৫ মানবসম্পদ উন্নয়ন

২.৫.১ সিটি কর্পোরেশন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ

সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম হচ্ছে এমন কার্যক্রম যা ব্যক্তিপর্যায়ের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে যাতে সংগঠনের কার্যাদি কার্যকরভাবে পরিচালনার মাধ্যমে এর ভিশন ও মিশন অর্জন করতে পারে। প্রশিক্ষণ ব্যক্তিপর্যায়ে জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করে এবং এটি সক্ষমতা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রশিক্ষণ বিভিন্ন পদ্ধতিতে পরিচালিত হতে পারে যেমন: কাজের মাধ্যমে শেখানো (on the job training) ও পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি। এখানে প্রশিক্ষণ বলতে শ্রেণিকক্ষে সংগঠিত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন প্রশিক্ষক কর্তৃক প্রাক-প্রস্তুতকৃত শিখণ উপকরণ ব্যবহার করে সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রদানকৃত শিক্ষা কার্যক্রমকে বুঝায়। বিভিন্ন সরকারি সংস্থা সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও জনপ্রতিনিধিদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। প্রধান কয়েকটি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ নিম্নে দেওয়া হলো:

[৬] ২০১৪ সালে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এবং রংপুর সিটি কর্পোরেশন তাদের নিজ নিজ মাস্টার প্লান স্থানীয় সরকার বিভাগে অনুমোদনের জন্য জমা দিয়েছে। উক্ত মাস্টার প্লানসমূহ অদ্যাবিধি অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। সিটি কর্পোরেশন মাস্টার প্লান নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর প্রযুক্তিগত পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সক্ষম করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগকে সরকারি বিধি ও নির্দেশনা প্রণয়ন করতে হবে।

(ক) জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। এনআইএলজি'র মূল ফোকাস হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। কারণ এগুলো সংখ্যায় অনেক বেশি এবং সক্ষমতার দিক থেকে সিটি কর্পোরেশনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল। এনআইএলজি সিটি কর্পোরেশনের জন্য প্রশিক্ষণের অতীত অভিজ্ঞতা (১৯৯০ এর দশকে ও ২০০০ এর দশকের প্রথমদিকে) কাজে লাগিয়ে ২০১৭ সালে সিটি কর্পোরেশনের নব নির্বাচিত কাউন্সিলরদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছিলো এবং বর্তমানে এ উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

(খ) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

এলজিইডি এর মূল দায়িত্ব হলো স্থানীয় পর্যায়ে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। এছাড়াও, এলজিইডি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রশিক্ষণসহ কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে। এলজিইডি'র কর্মকান্ডের মূল ফোকাস গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও পৌরসভা হলেও ২০১৫ সালে এলজিইডি সিটি গভর্ন্যান্স প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনসহ সিফোরসি প্রকল্পভুক্ত চার সিটি কর্পোরেশনে সুশাসন ও অবকাঠামোর উন্নয়নের জন্য ব্যাপক সহায়তা প্রদান শুরু করে। সম্প্রতি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) -এর প্রকল্প এলজিইডির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি সিটি কর্পোরেশনসহ সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্রয় সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

(গ) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)

যে সমস্ত এলাকায় পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (Water and Sewerage Authority-WASA) পানি সরবরাহ করে সে সকল এলাকা ব্যতীত সারা দেশে পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশনের জন্য ডিপিএইচই দায়িত্বপ্রাপ্ত। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের (এলজিআই) দায়িত্ব (যেখানে ওয়াসা পরিচালনা করে না) হলেও ডিপিএইচই এলজিআই-এর আওতাভুক্ত এলাকার বেশিরভাগ পানি সরবরাহ অবকাঠামো নির্মাণ করে এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে। ডিপিএইচই দাতা সংস্থার প্রকল্পগুলির মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থাপনাসহ পানি সরবরাহ পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত করেছে। এ মডিউলগুলির একটি অংশ পানি সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

(ঘ) অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন, ডিরেক্টরেট জেনারেল অব হেলথ সার্ভিসেস (ডিজিএইচএস) সাধারনতঃ উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন এনজিও যারা সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত, তারা সিটি কর্পোরেশন কর্মীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, সিটি কর্পোরেশনের কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যথাযথ ও সমন্বিত কোন ব্যবস্থা/পদ্ধতি নেই। তবে, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের মাধ্যমে এবং মাঝে মাঝে নিজস্ব রাজস্ব তহবিল (সরকারের রাজস্ব বাজেট) ব্যবহার করে সিটি কর্পোরেশনের জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে, যা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। এ সমস্যাটি মোকাবেলার যথাযথ উপায় হলো, (ক) সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ও নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দের নির্ধারিত চাহিদার উপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষণের বিষয় নির্ধারণ, (খ) প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা এবং (গ) একটি সময়-ভিত্তিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা তৈরী করা।

২.৫.২ পারস্পরিক শিখন পদ্ধতি

পারস্পরিক শিখন পদ্ধতি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা উন্নয়নের অন্য আরেকটি কার্যকর উপায়। সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ কমন ফোরামে বা পারস্পরিক পরিদর্শনের মাধ্যমে একে অন্যের ভাল কাজ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। ২০১১ সাল থেকে এনআইএলজি ইউনিয়ন পরিষদসমূহের জন্য একটি পারস্পরিক শিখন কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। সম্প্রতি এসডিসি এর সহায়তায় এ কার্যক্রমে সিটি কর্পোরেশনসহ সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভূক্ত করে এর কলেবর বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সিজিপি ও সিফোরসি প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী সিটি কর্পোরেশনসহ অন্যান্য সকল সিটি কর্পোরেশন একটি কর্মশালায় বা শিখণ কর্মসূচিতে সমবেত হয়ে তুলনামূলক অভিজ্ঞতা বিনিময় ও পারস্পরিক কর্মসম্পাদনের তুলনা করতে পারে। প্রকল্পকেন্দ্রিক এ উদ্যোগগুলিকে এনআইএলজি পরিচালিত পারস্পরিক শিখন পদ্ধতি এবং সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব উদ্যোগের সাথে সমন্বিত করে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া যায়।

অধ্যায় ৩ ঃ রূপকল্প (ভিশন), সার্বিক লক্ষ্য ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ

৩.১ স্থানীয় সরকার বিভাগ ও সিটি কর্পোরেশনসমূহের রূপকল্প (ভিশন)

২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুসরণ করে সকল সিটি কর্পোরেশন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে আসছে। সিটি কর্পোরেশন আর্থিক বছরের শুরুতে স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে এপিএ সম্পাদন করে এবং আর্থিক বছরের শেষে এপিএ-তে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে সিটি কর্পোরেশনের ভিশন/রূপকল্প ও মিশন/অভিলক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে। সারণি ৩-১ এ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য'র সার-সংক্ষেপ বর্ণনা করা হলো।

সারণি ৩-১ ঃ সিটি কর্পোরেশনের রূপকল্প (ভিশন) ও অভিলক্ষ্য (মিশন)

সিটি কর্পোরেশন	রূপকল্প (ভিশন)	মিশন (অভিলক্ষ্য) এর প্রধান উপাদান
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	আধুনিক পরিচ্ছন্ন ঢাকা নগরী গড়ে তোলা।	• নাগরিক সেবা কার্যক্রম বৃদ্ধি ও শক্তিশালীকরণ, নগর অবকাঠামো উন্নয়ন ও পরিচ্ছন্ন কার্যকম উন্নতিকরণের মাধ্যমে নাগরিক জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন।
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত টেকসই এবং বাসযোগ্য মহানগর।	• আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে নগরবাসীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন।
রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন	আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত টেকসই এবং বাসযোগ্য মহানগর গড়ে তোলা।	• উন্নত নাগরিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে নগরবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	পরিচ্ছন্ন ও সবুজ চট্টগ্রাম মহনগরী।	• পরিবেশ বান্ধব অবকাঠামো উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম এর মাধ্যমে নাগরিকদের সেবা নিশ্চিতকরণ এবং নগরকে একটি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও সবুজ নগরীতে পরিণত করে নগরবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।
খুলনা সিটি কর্পোরেশন	আধুনিক, টেকসই ও বাসযোগ্য নগরী গড়ে তোলা।	• পরিকল্পিত নগর অবকাঠামো, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, উন্নত নাগরিক সেবা বৃদ্ধির মাধ্যমে নগরবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।
সিলেট সিটি কর্পোরেশন	নাগরিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে আধুনিক বাসযোগ্য নগরী গড়ে তোলা।	• নগর অবকাঠামো উন্নয়ন ও জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।
বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	বরিশাল নগরীকে আধুনিক, টেকসই ও বাসযোগ্য নগর গড়ে তোলা	• উন্নত নাগরিক সেবা বৃদ্ধির মাধ্যমে নগরের পরিবেশ ও উন্নত নাগরিক সেবা প্রদান।
নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	নগরবাসীর প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের মাধ্যমে একটি পরিবেশ বান্ধব, পরিচ্ছন্ন, সুস্থ্য, নিরাপদ ও দারিদ্রমুক্ত পরিকল্পিত নগরী গড়ে তোলা।	• যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়নে এবং জলাবদ্ধতা নিরসনে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা। • বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উন্নত পরিবেশ ও শহরের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা। • স্বাস্থ্য সেবা ও সুশাসন নিশ্চিত করা।
কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন	একটি পরিকল্পিত, সুন্দর ও সবুজ শহর নির্মাণ এবং শহরকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।	• পরিবেশ বান্ধব অবকাঠামো, আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম, সবুজ ও সুন্দর শহর নির্মাণের মাধ্যমে নাগরিকদের জন্য সেবা নিশ্চিত করা ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।
রংপুর সিটি কর্পোরেশন	দারিদ্রমুক্ত, পরিবেশ বান্ধব, সুন্দর ও নিরাপদ শহর।	• শহর অবকাঠামো উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা।
গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন	জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পিত ও বাসযোগ্য শহর গড়ে তোলা।	• আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম ও ভৌত অবকাঠামো বাস্তবায়নের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন	নগরবাসীর সেবা প্রদানের মাধ্যমে একটি আধুনিক, টেকসই এবং বাসযোগ্য নগরী গড়ে তোলা।	• উন্নত নাগরিক সেবা বৃদ্ধির মাধ্যমে নগরের পরিবেশ ও নগরবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

সকল সিটি কর্পোরেশনের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্যে অনেকগুলো বিষয়ে মিল রয়েছে, যেমন:

- পরিবেশবান্ধব;
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য্যতা;
- স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা; এবং
- দারিদ্র্য মোকাবেলা ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।

স্থানীয় সরকার বিভাগের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য নিম্নরূপ:

রূপকল্প: জনঅংশগ্রহণে কার্যকর স্থানীয় সরকার

অভিলক্ষ্য: স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, গ্রাম ও নগরের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

এ কৌশলপত্রটি প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে উপরোল্লিখিত রূপকল্প ও অভিলক্ষ্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করা হয়েছে।

৩.২ কৌশলপত্রের লক্ষ্য

কৌশলপত্রের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সিটি কর্পোরেশনগুলোকে নগরায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কার্যকর পরিচালন পদ্ধতি প্রয়োগ এবং স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এ প্রদত্ত দায়িত্ব ও সেবাসমূহ জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে সঠিকভাবে পালন করতে সহায়তা করা। কৌশলপত্রের সার্বিক লক্ষ্য:

> সার্বিক লক্ষ্য ঃ
>
> প্রয়োজনীয় আইনি উপকরণ, সরকারি নির্দেশিকা/ম্যানুয়েল ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের সাংগঠনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে পরিচালন (গভর্ন্যান্স) ব্যবস্থা উন্নতিকরণের মাধ্যমে নগরায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ সঠিকভাবে মোকাবেলা করা এবং নাগরিকদের প্রত্যাশিত সেবা প্রদান।

অধ্যায় ২ এ বর্ণিত অবস্থা ও সমস্যাগুলো পর্যালোচনা করে সেগুলো সমাধানের/মোকাবেলার পদ্ধতি ও গৃহীত পদক্ষেপসমূহকে চারটি বিষয়গত এলাকায় ভাগ করা হয়েছে: (১) আইনি উপকরণ, (২) সাংগঠনিক উন্নয়ন, (৩) রাজস্ব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা (উন্নয়ন পরিকল্পনাসহ) এবং (৪) মানবসম্পদ উন্নয়ন। এ চারটি বিষয় ও উপরোল্লিখিত সার্বিক লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

লক্ষ্য ১ ঃ	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনি উপকরণ প্রণীত।
লক্ষ্য ২ ঃ	সাংগঠনিক উন্নয়নের পদ্ধতি সিটি কর্পোরেশনে প্রতিষ্ঠিত।
লক্ষ্য ৩ ঃ	সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালীকরণ এবং একাধিক অর্থ বছরের আর্থিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে বাজেট প্রস্তুত।
লক্ষ্য ৪ ঃ	কর্পোরেশনের মানবসম্পদ উন্নয়ন পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থায় ও সিটি কর্পোরেশনে প্রতিষ্ঠিত।

অধ্যায় ৪ ঃ কৌশলগত উপাদান ও বাস্তবায়নের রোডম্যাপ

৪.১ লক্ষ্য, কৌশলগত উপাদান ও প্রত্যাশিত আউটপুট

অধ্যায় ৩ এ বর্ণিত সার্বিক লক্ষ্য এবং চারটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

চারটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রত্যেকটি কৌশলগত উপাদান হিসাবে শ্রেণিকৃত একগুচ্ছ কাজের মাধ্যমে অর্জিত হবে। প্রতিটি কৌশলগত উপাদানের আওতায় কার্যক্রমসমূহ দুটি পর্যায়ে/স্তরে ও বিভিন্ন মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হবে:

(ক) সরকারি পর্যায়ে এবং সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে

(খ) স্বল্পমেয়াদি (২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত), মধ্যমেয়াদি (২০২৫-২৬ অর্থবছর পর্যন্ত) এবং দীর্ঘমেয়াদি (২০৩০-৩১ অর্থবছর পর্যন্ত)।

স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি সংস্থার সহযোগিতায় সরকারি পর্যায়ের কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে এবং সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ের কার্যক্রমসমূহ সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন বাস্তবায়ন করবে।

কার্যক্রমসমূহের গুরুত্ব ও আশু প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিভিন্ন মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে, যে কাজগুলো অপেক্ষাকৃত জরুরি ও দ্রুত বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন, সেগুলো স্বল্পমেয়াদে বাস্তবায়ন করা হবে এবং যে কাজগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, সেগুলো মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা করা হবে। ছোট ছোট সফলতার উপর ভিত্তি করে মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে যা বৃহত্তর সফলতা অর্জনের মধ্য দিয়ে কৌশলপত্রের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও সার্বিক লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখবে।

দ্বি-স্তর বিশিষ্ট বিভিন্ন মেয়াদের কার্যক্রমসমূহ নিম্নে লক্ষ্য, কৌশলগত উপাদান ও প্রত্যাশিত আউটপুট এর আওতায় বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে করে বাস্তবায়নসংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ চূড়ান্ত ফলাফলের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে। কৌশলপত্রটি প্রত্যাশিত আউটপুট অর্জনের ক্ষেত্রে কৌশলগত দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে।

৪.২ আইনি উপকরণ (লক্ষ্য ১)

৪.২.১ সার্বিক দিক-নির্দেশনা

অধ্যায় ২ (২.২.২.) এ বর্ণিত স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এ উল্লেখিত আইনি উপকরণের অপর্যাপ্ততার বিষয়টি সরকারের অগ্রাধিকার এজেন্ডাতে রয়েছে এবং উক্ত আইনের বিভিন্ন বিধানকে স্বচ্ছ, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পরিকল্পিত উপায়ে ব্যাখ্যা করা ও বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য। সিটি কর্পোরেশনের জন্য প্রয়োজনীয় আইনি উপকরণসমূহ সারণি ২-২ এ উল্লেখ করা হয়েছে এবং সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও জনপ্রতিনিধিগণ অপেক্ষাকৃত জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ আইনি উপকরণসমূহের একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করেছে, যা দ্বিতীয় অধ্যায়ের সারণি ২-৩ এ বর্ণনা করা হয়েছে। সারণি ২-২ এবং সারণি ২-৩ সমন্বয়পূর্বক নিম্নে উল্লেখিত সারণি ৪-১ এ প্রয়োজনীয় ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত আইনি উপকরণের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এ আইনি উপকরণসমূহ বাংলাদেশের সকল সিটি কর্পোরেশনের জন্য প্রয়োজনীয়।

সারণি ৪-১ এ বর্ণিত মোট ৪৫টি বিষয়ের উপর আইনি উপকরণ প্রণয়ন করার জন্য যথাযথ মনোযোগ এবং সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। আইনি উপকরণের খসড়া প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক আইন, নীতিমালা ও অনুশীলনসমূহের পর্যালোচনা করা এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে গৃহীত ভাল অনুশীলনসমূহের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যেতে পারে। এছাড়াও, সিটি কর্পোরেশনসমূহের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকৃত অবস্থা এবং যে সমস্ত সমস্যার মুখোমুখি হয় সে বিষয়ে সম্যক ধারণা অর্জন অতীব গুরুত্বপূর্ণ কেননা আইনি উপকরণসমূহ উদ্ভূত সমস্যার নিরসন এবং নাগরিকদের জন্য সিটি কর্পোরেশনের সেবা প্রাপ্তি সহজতর করতে অবদান রাখবে।

আইনি উপকরণসমূহের খসড়া প্রণয়নে তিনটি নীতি অনুসরণ করা হবে: **স্পষ্টতা, সহজবোধ্যতা এবং কার্যকারিতা**। খসড়ায় বর্ণিত প্রতিটি বিধানের অর্থ যেন সকলের নিকট সহজে বোধগম্য হয়, সেজন্যে সংক্ষিপ্ত ও সহজ-সরল ভাষায় আইনি উপকরণের খসড়া প্রণয়ন করা উচিত। আইনি উপকরণে উল্লেখিত বিভিন্ন পদ্ধতি ও ব্যবস্থা সর্বসাধারণের বোধগম্য এবং তুলনামূলকভাবে সহজে বাস্তবায়নযোগ্য হওয়া প্রয়োজন। স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং সিটি কর্পোরেশনসমূহ আইনি উপকরণসমূহ গুণগত মান নিশ্চিত করে খসড়া প্রস্তুত করার জন্য সংস্থা বহির্ভূত ব্যক্তিকে বিশেষজ্ঞ বা উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ/নিয়োজিত করতে পারবে।

সারণি ৪-১ঃ যে সকল আইনি উপকরণ প্রণয়ন করতে হবে (সমন্বিত)

সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম	সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি কর্তৃক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত আইনি উপকরণ	
	বিধিমালা	প্রবিধান/উপ-আইন
প্রশাসনিক কার্যক্রম	■ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ৪টি বিষয় ● আচরণ বিধি ● সিটি কর্পোরেশন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরি সংক্রান্ত ● কর ব্যবস্থাপনা ● বাজেট ও হিসাব ব্যবস্থাপনা ✧ অন্যান্য: ১২টি বিষয়	■ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ৩টি বিষয় ● জন অভিযোগ ● সিটি কর্পোরেশন অফিস ও সাব-অফিস স্থাপন এবং কার্যপদ্ধতি ● স্থায়ী কমিটি ✧ অন্যান্য: ৪টি বিষয়
নিয়ন্ত্রক কার্যক্রম	■ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ৪টি বিষয় ● শহর পরিকল্পনা ● পরিবেশ সংরক্ষণ ● উন্নয়ন পরিকল্পনা ● বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর বস্তুর ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ	■ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ৩টি বিষয় ● অবৈধ প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ● লাইসেন্সিং, নিবন্ধন ● যানবাহন ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ✧ অন্যান্য: ৭টি বিষয়
সেবা কার্যক্রম		■ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ৭টি বিষয় ● জনস্বাস্থ্য ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ● পাবলিক/প্রাইভেট শৌচাগার পরিদর্শন ● প্রাইভেট ড্রেন ও নিষ্কাশন সংক্রান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ● সংক্রমিত উপকরণ ও রোগ নিয়ন্ত্রণ ● পার্ক, বাগান ও খোলা জায়গা নিয়ন্ত্রণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ ● বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের জন্য অবকাঠামো ● পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ ✧ অন্যান্য: ১টি বিষয়
মোট	২০টি বিষয়ের উপর বিধিমালা	২৫টি বিষয়ের উপর প্রবিধান/উপ-আইন

নোট: অন্যান্য বিধি ও প্রবিধান/উপ-আইনের বিষয়গুলির জন্য সংযোজনী-১ দেখুন। আইনি উপকরণের সংখ্যা বিষয়সমূহের প্রকৃতি ও পরিধির উপর নির্ভর করে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, পরস্পর সম্পর্কিত দুই বা তিনটি বিষয় একত্রিত করে একটি বিধি বা প্রবিধান/উপ-আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে।

আইনি উপকরণ প্রণয়নের পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও জনপ্রতিনিধিগণ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এবং সিটি কর্পোরেশনের সামগ্রিক আইনি পরিকাঠামো সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দক্ষতা ও সক্ষমতা উন্নয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়, কারণ তারা স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভার সদস্য হিসাবে প্রবিধান/উপ-আইনসমূহের খসড়া প্রণয়ন করবে ও পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত করবে। ভবিষ্যতে, তারা সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাবৃন্দের নিকট হতে বিষয়ভিত্তিক কারিগরি মতামত গ্রহণপূর্বক প্রবিধানের খসড়া প্রণয়ন করবেন বলে আশা করা যায়। এ বিষয়ে ব্যবহারকারী বান্ধব হ্যান্ডবুক প্রস্তুত করা হয়েছে, যা কাউন্সিলরদেরকে বিশেষ করে নবনির্বাচিত কাউন্সিলরদেরকে সিটি কর্পোরেশন সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্ব ধারণা প্রদানে সহায়ক হবে।

৪.২.২ লক্ষ্য, কৌশলগত উপাদান ও প্রত্যাশিত আউটপুট (লক্ষ্য ১)

লক্ষ্য ১ঃ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনি উপকরণ প্রণীত।

১ নং লক্ষ্য দু'টি কৌশলগত উপাদান বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্জিত হবে।

(১) লক্ষ্য ১ - কৌশলগত উপাদান ১ (লক্ষ্য ১-১)ঃ সিটি কর্পোরেশন সম্পর্কিত বিধিমালা প্রণীত/হালনাগাদকৃত

	প্রত্যাশিত আউটপুট		
	স্বল্পমেয়াদি (২০২০-২১ অর্থবছর)	মধ্যমেয়াদি (২০২৫-২৬ অর্থবছর)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৩০-৩১ অর্থবছর)
স্থানীয় সরকার বিভাগ	▪ সিটি কর্পোরেশন সম্পর্কিত আইনি পরিকাঠামো হ্যান্ডবুক ও আইনি উপকরণসমূহের সংকলন প্রস্তুত।	▪ সিটি কর্পোরেশন সম্পর্কিত আইনি পরিকাঠামো হ্যান্ডবুক ও আইনি উপকরণসমূহের সংকলন হালনাগাদকরণ।	▪ সিটি কর্পোরেশন সম্পর্কিত আইনি পরিকাঠামো হ্যান্ডবুক ও আইনি উপকরণসমূহের সংকলন হালনাগাদকরণ।
	▪ আইনি পরিকাঠামো সম্পর্কে সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও কাউন্সিলরদেরকে ওরিয়েন্টেশন/প্রশিক্ষণ প্রদান।	▪ আইনি পরিকাঠামো ও হালনাগাদকৃত আইনি উপকরণসমূহ সম্পর্কে সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও কাউন্সিলরদেরকে ওরিয়েন্টেশন/প্রশিক্ষণ প্রদান।	
	▪ নিম্নলিখিত বিষয়ে বিধিমালা প্রণীত: - চাকরি বিধিমালা - আচরণ বিধিমালা - কর ব্যবস্থাপনা - হিসাব ব্যবস্থাপনা	▪ অবশিষ্ট বিষয়সমূহে বিধিমালা প্রণীত।	▪ বিধিমালা পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণের জন্য একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত।

(২) লক্ষ্য ১ - কৌশলগত উপাদান ২ (লক্ষ্য ১-২)ঃ সিটি কর্পোরেশন-সম্পর্কিত প্রবিধান/উপ-আইন প্রণীত

	প্রত্যাশিত আউটপুট		
	স্বল্পমেয়াদি (২০২০-২১ অর্থবছর)	মধ্যমেয়াদি (২০২৫-২৬ অর্থবছর)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৩০-৩১ অর্থবছর)
স্থানীয় সরকার বিভাগ	▪ কমপক্ষে ৬টি বিষয়ে মডেল প্রবিধান/উপ-আইন প্রণীত। সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রবিধান বা উপ-আইনের উপর ভেটিং গ্রহণ করে প্রজ্ঞাপন জারি।	▪ অবশিষ্ট বিষয়সমূহে মডেল প্রবিধান/উপ-আইন প্রণীত। সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রবিধান বা উপ-আইনের উপর ভেটিং গ্রহণ করে প্রজ্ঞাপন জারি।	▪ সিটি কর্পোরেশন প্রবিধান ও উপ-আইনসমূহ নিয়মিত পর্যালোচনা করে হালনাগাদ করার জন্যে একটি পদ্ধতি/সিস্টেম প্রতিষ্ঠিত।
সিটি কর্পোরেশন	▪ কমপক্ষে ৬টি বিষয়ে প্রবিধান/উপ-আইন প্রণীত।	▪ অবশিষ্ট বিষয়সমূহে প্রবিধান/উপ-আইন প্রণীত।	▪ সিটি কর্পোরেশন স্বউদ্যোগে প্রয়োজনীয় প্রবিধানের খসড়া প্রস্তুতের সক্ষমতা ও দক্ষতা অর্জন।

৪.৩ সাংগঠনিক উন্নয়ন (লক্ষ্য ২)

৪.৩.১ সার্বিক দিকনির্দেশনা

সিটি কর্পোরেশনের সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুত এবং এর আলোকে দ্রুত অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ-সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য একটি সাংগঠনিক কাঠামো খুবই প্রয়োজনীয়। প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন তার সুনির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী আদর্শ সাংগঠনিক কাঠামো অনুসরণ করে একটি সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তাব করতে পারবে। সরকার কর্তৃক সাংগঠনিক কাঠামো পর্যালোচনা ও অনুমোদনের ক্ষেত্রে একটি আদর্শ সাংগঠনিক কাঠামো সহায়িকা হিসেবে কাজ করবে।

সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য চাকরি বিধিমালা প্রণয়ন করা একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়, যা সকল সিটি কর্পোরেশনের জন্য প্রযোজ্য হবে। চাকরি বিধিমালায় সিটি কর্পোরেশনের জনবল নিয়োগের জন্য মানসম্মত পদক্ষেপ, প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যবস্থাসমূহ যথাযথভাবে বর্ণিত থাকবে।

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এ বর্ণিত অধিকাংশ কার্যক্রম অথবা সকল কার্যক্রম সম্পাদন তথা নাগরিকদের উন্নত সেবা প্রদানের জন্য বিনিয়োগসহ বিভিন্ন পরিসরে পদক্ষেপ গ্রহনের প্রয়োজন হয় বিধায় সিটি কর্পোরেশনসমূহ সাংগঠনিক উন্নয়নের অংশ হিসাবে অব্যাহত ও ধারাবাহিকভাবে কার্যপ্রক্রিয়া উন্নতিকরণের প্রতি মনোযোগ দিবে। কিছু সুনির্দিষ্ট সেবামূলক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কর্মরত সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রয়োজন হয়। ব্যক্তিমালীকানাধীন প্রতিষ্ঠান এবং সিবিও'র সাথে অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে যা' মানসম্মত নির্বাচন পদ্ধতি এবং চুক্তিনামা তৈরীর মাধ্যমে করা যেতে পারে। এ সকল বিষয়ে সিটি কর্পোরেশনসমূহের কাজ করার জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হবে। একই সাথে, নগরায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার জন্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।

বর্তমানে সিটি কর্পোরেশনকে একাধিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে দাখিল করতে হয়, যা স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আইন অনুযায়ী একাধিক প্রতিবেদনের পরিবর্তে একটি একক বার্ষিক প্রতিবেদন পদ্ধতি প্রবর্তন করা যেতে পারে।

সাংগঠনিক উন্নয়নের অংশ হিসাবে স্থায়ী কমিটিসমূহের ভূমিকাকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। স্থায়ী কমিটিসমূহের তদারকি/তত্ত্বাবধান, আইনি উপকরণ প্রণয়ন ও নির্বাহী ভূমিকা কার্যকরভাবে সিটি কর্পোরেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এর বিধান অনুযায়ী প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক স্থায়ী কমিটি-সংক্রান্ত প্রবিধান প্রণয়ন করতে হবে।

গাইডলাইন ও প্রবিধানের পাশাপাশি নাগরিক সম্পৃক্তকরণের বিষয়টি অধিক গুরুত্ব দিয়ে সিটি কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে একীভূত করা হবে। নাগরিক মতামত ও অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থাগুলি প্রবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা থাকবে, যা সিটি কর্পোরেশন আইনের বিধান অনুযায়ী প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রণীত ও গৃহীত হবে। প্রচার-প্রসারের উপায়সমূহ, ওয়ার্ড পর্যায়ের সমন্বয় কমিটি, সিটি পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি ও নাগরিক জরিপসহ অন্যান্য ব্যবস্থা এবং পদ্ধতি নির্দেশিকায়/গাইডলাইনে বর্ণনা/সংজ্ঞায়িত করা থাকবে। এছাড়াও, ই-গভর্ন্যান্সের জন্য প্রযুক্তিগত বিনিয়োগ কতিপয় নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে প্রশাসনিক দক্ষতা উন্নত করার পাশাপাশি নাগরিক অংশগ্রহণকে সহজতর করবে।

৪.৩.২ লক্ষ্য, কৌশলগত উপাদান এবং প্রত্যাশিত আউটপুট (লক্ষ্য ২)

লক্ষ্য ২ঃ সাংগঠনিক উন্নয়নের পদ্ধতি সিটি কর্পোরেশনে প্রতিষ্ঠিত

২ নং লক্ষ্য চারটি কৌশলগত উপাদান বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্জিত হবে।

(১) লক্ষ্য ২ - কৌশলগত উপাদান ১ (লক্ষ্য ২-১)ঃ সাংগঠনিক কাঠামো, চাকরি বিধি ও আর্থিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে জনবলের পদসৃজন ও নিয়োগ

	প্রত্যাশিত আউটপুট		
	স্বল্পমেয়াদি (২০২০-২১ অর্থবছর)	মধ্যমেয়াদি (২০২৫-২৬ অর্থবছর)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৩০-৩১ অর্থবছর)
স্থানীয় সরকার বিভাগ	▪ সকল সিটি কর্পোরেশনের সাংগঠনিক কাঠামো পর্যালোচনা করে অনুমোদিত ▪ আদর্শ সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন।	▪ সিটি কর্পোরেশনের সাংগঠনিক কাঠামো পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণের প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত।	▪ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।
সিটি কর্পোরেশন	▪ প্রত্যেক সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব সাংগঠনিক কাঠামো থাকবে।	▪ প্রয়োজন অনুযায়ী সাংগঠনিক কাঠামো পর্যালোচনা করে হালনাগাদকরণ সম্পন্ন।	
	▪ আর্থিক প্রক্ষেপণের ভিত্তিতে বার্ষিক বাজেট প্রস্তুত এবং জনবল নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।	▪ আর্থিক প্রক্ষেপণের ভিত্তিতে বার্ষিক বাজেট প্রস্তুত ও জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় সিটি কর্পোরেশন ব্যবস্থাপনায় একীভূত।	▪ আর্থিক প্রক্ষেপণের ভিত্তিতে বার্ষিক বাজেট প্রস্তুত ও জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় সিটি কর্পোরেশন ব্যবস্থাপনায় সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত।

(২) লক্ষ্য ২ - কৌশলগত উপাদান ২ (লক্ষ্য ২-২)ঃ কার্য-প্রক্রিয়া উন্নতিকরণ এবং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা (অংশীদারিত্ব) ও সমন্বয়ের মাধ্যমে সেবা প্রদান কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধি

	প্রত্যাশিত আউটপুট		
	স্বল্পমেয়াদি (২০২০-২১ অর্থবছর)	মধ্যমেয়াদি (২০২৫-২৬ অর্থবছর)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৩০-৩১ অর্থবছর)
স্থানীয় সরকার বিভাগ	▪ সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে কার্য-প্রক্রিয়ার (বেসরকারি/সামাজিক সংস্থার সাথে অংশীদারিত্বের ব্যবস্থাসহ) পদ্ধতিগত উন্নতির জন্য নির্দেশিকা (গাইডলাইন) প্রস্তুত।	▪ কার্য-প্রক্রিয়ার পদ্ধতিগত উন্নতির জন্য নির্দেশিকা (গাইডলাইন) হালনাগাদকরণ। সরকার কর্তৃক ভালো কাজের স্বীকৃতি।	▪ সরকার কর্তৃক ভালো কাজের স্বীকৃতি অব্যাহত
	▪ সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয়ের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সমন্বয় নিশ্চিত করা।	▪ সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয়ের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় একীভূত।	▪ সিটি কর্পোরেশনের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের সমন্বয়ের বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ
	▪ সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য নির্দেশিকা প্রস্তুত।	▪ সিটি কর্পোরেশনের জন্য একটি একক বার্ষিক প্রতিবেদন নিশ্চিত করা।	▪ সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে একটি একক বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত।
সিটি কর্পোরেশন	▪ কমপক্ষে ৫টি কার্যক্রমের কার্য-প্রক্রিয়া উন্নতিকরণ (বেসরকারি/সামাজিক সংস্থার সাথে অংশীদারিত্বের ব্যবস্থাসহ)	▪ অবশিষ্ট কার্যক্রমের কার্য-প্রক্রিয়া উন্নতিকরণ	▪ কার্য-প্রক্রিয়া উন্নতিকরণ (বেসরকারি/সামাজিক সংগঠনের সাথে অংশীদারিত্বের ব্যবস্থাসহ) অব্যাহত ও সিটি কর্পোরেশন ব্যবস্থাপনায় একীভূত।
	▪ সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় নিশ্চিত করা।	▪ সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয় ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা।	
	▪ প্রতি অর্থ-বছর সমাপ্তির পরবর্তী ৩ মাসের মধ্যে সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত	▪ যথাসময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ করা	▪ যথাসময়ে মান সম্মত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ করা

(৩) লক্ষ্য ২ - কৌশলগত উপাদান ৩ (লক্ষ্য ২-৩)ঃ স্থায়ী কমিটির ভূমিকা শক্তিশালীকরণ

	প্রত্যাশিত আউটপুট		
	স্বল্পমেয়াদি (২০২০-২১ অর্থবছর)	মধ্যমেয়াদি (২০২৫-২৬ অর্থবছর)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৩০-৩১ অর্থবছর)
স্থানীয় সরকার বিভাগ	▪ কার্যকর স্থায়ী কমিটি নিশ্চিত করা	▪ স্থায়ী কমিটিসমূহের ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা এবং ভূমিকা শক্তিশালীকরণের জন্য প্রস্তাবনা (কার্যকারিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুক্তিসংগতভাবে কয়েকটি কমিটি একত্রীকরণসহ) আলোচনা করে গ্রহণ করা।	
সিটি কর্পোরেশন	▪ কমপক্ষে কয়েকটি স্থায়ী কমিটি সক্রিয় ভূমিকা পালন	▪ কাউন্সিলরগণ তাদের তদারকি/তত্ত্বাবধান, আইনি উপকরণ প্রস্তুত ও নির্বাহী ভূমিকার বিষয়ে সচেতন এবং স্থায়ী কমিটিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ। সকল স্থায়ী কমিটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।	▪ কাউন্সিলরগণ তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন এবং স্থায়ী কমিটিসমূহ যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।

(৪) লক্ষ্য ২ - কৌশলগত উপাদান ৪ (লক্ষ্য ২-৪)ঃ সিটি কর্পোরেশনের আউটরিচ ও নাগরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে নাগরিক সম্পৃক্ততা

	প্রত্যাশিত আউটপুট		
	স্বল্পমেয়াদি (২০২০-২১ অর্থবছর)	মধ্যমেয়াদি (২০২৫-২৬ অর্থবছর)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৩০-৩১ অর্থবছর)
স্থানীয় সরকার বিভাগ	■ নাগরিক সম্পৃক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণীত এবং নাগরিক সম্পৃক্তকরণের পদ্ধতির প্রয়োগ নিশ্চেত করা।	■ নির্দেশিকা প্রয়োজনীয় সংশোধন করে হালনাগাদকরণ। ■ সরকার অথবা দাতা সংস্থার সহায়তায় সিটি কর্পোরেশনসমূহে ই-গভর্ন্যান্স কার্যক্রম বাস্তবায়িত।	■ ই-গভর্ন্যান্সের পূর্ণ ব্যবহারসহ নাগরিক সম্পৃক্ততার পদ্ধতিসমুহের প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ।
সিটি কর্পোরেশন	■ সিটি কর্পোরেশনে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত।	■ আঞ্চলিক অফিসসহ সকল সিটি কর্পোরেশনে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত।	■ ই-গভর্ন্যান্সের পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে নাগরিক সম্পৃক্ততার পদ্ধতিসমূহ সিটি কর্পোরেশনে প্রতিষ্ঠিত।
	■ নাগরিক মতামত ও অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত।	■ আঞ্চলিক অফিসসহ সকল সিটি কর্পোরেশনে নাগরিক মতামত ও অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত।	
	■ শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি।	■ শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি।	
	■ সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (সিএলসিসি) ও ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (ডব্লিউএলসিসি) প্রতিষ্ঠিত ।	■ কার্যকর সিটি পর্যায়ে কো-অর্ডিনেশন কমিটি (সিএলসিসি) ও ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (ডব্লিউএলসিসি) প্রতিষ্ঠিত।	
	■ সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে নাগরিক জরিপে পরিচালিত এবং এর ফলাফলসমূহ সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় পর্যালোচনা করে গ্রহণ।	■ সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর নাগরিক জরিপে পরিচালিত।	
	■ ই-গভর্ন্যান্স প্রযুক্তি ব্যবহৃত।	■ ই-গভর্ন্যান্স প্রযুক্তি সম্পূর্ণরূপি ব্যবহৃত।	

৪.৪ সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক ব্যাবস্থাপনা (লক্ষ্য ৩)

৪.৪.১ সার্বিক দিক নির্দেশনা

সিটি কর্পোরেশনসমূহ যদি নতুন সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী জনবল নিয়োগের উপর জোর দেয় এবং উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রাখে, তাহলে নিয়মানুগ ও পূর্বাভাসযোগ্য রাজস্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে জনবলের বেতন ব্যায় বহন এবং অবকাঠামো ও সংশ্লিষ্ট সেবা কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আর্থিক ভিত্তি জোরদার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্বব্যাপী নগর স্থানীয় সরকারসমূহের আর্থিক ঘাটতি পূরণের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসমূহ বিনিময়ের উদ্দেশ্যে ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে এলজিডি'র উদ্যোগে একটি লার্নিং ও ডায়ালগ সেশন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বাংলাদেশের সকল সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। আর্থিক ঘাটতি মোকাবেলার জন্য বহুমুখী পদ্ধতির প্রবর্তনের প্রয়োজন, যেমন, (ক) নিজস্ব উৎসে রাজস্ব বৃদ্ধি, (খ) সরকার কর্তৃক রাজস্ব শেয়ার ও ট্রান্সফার (অনুদান) পদ্ধতির উন্নতিকরণ, (গ) ব্যয়ের দক্ষতা উন্নতিকরণ (সেবা সরবরাহ) এবং (ঘ) ঋণ ইত্যাদি চিত্র ৪-১ এ দেখানো হয়েছে। (উল্লেখ্য, সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন হয় এবং এটি কেবল তখনই অনুসরণ করা উচিত যখন সিটি কর্পোরেশনের ঋণ পরিশোধ করার মত দৃঢ় আর্থিক ভিত্তি গড়ে উঠবে।)

আর্থিক ঘাটতি (ফিসক্যাল গ্যাপ) পূরণ

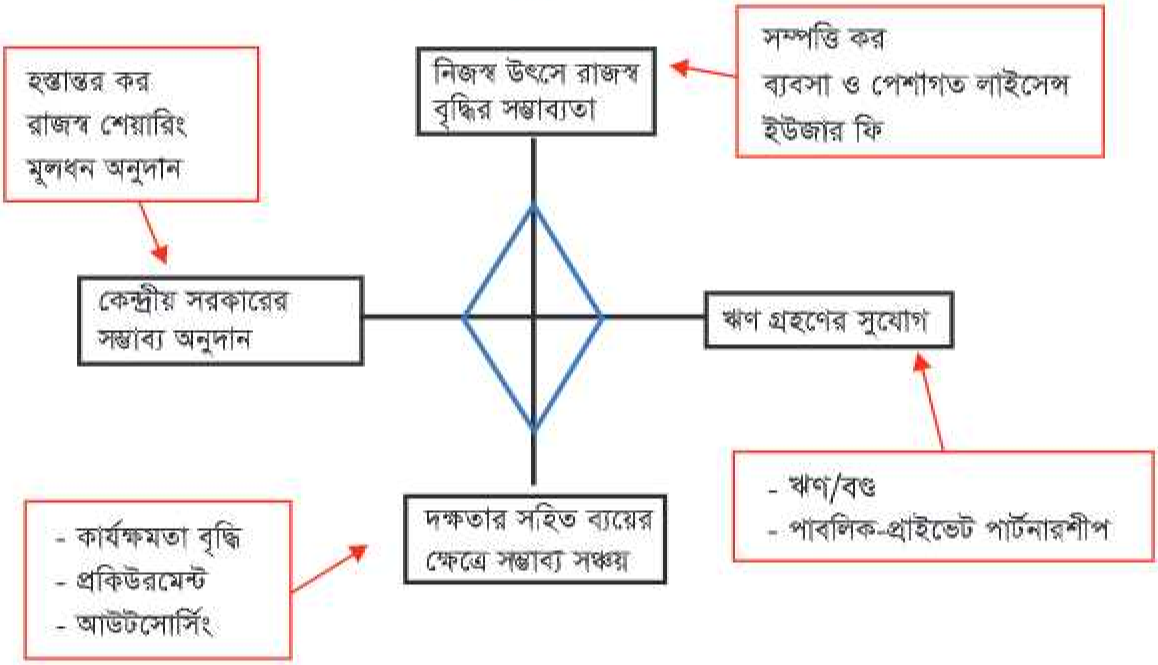

তথ্যসূত্র: অধ্যাপক রয় কেলি, C4C প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত ৩য় লার্নিং এন্ড ডায়ালগ প্রোগ্রাম, ২৮-২৯ এপ্রিল ২০১৯
(In reference to P. Heller, "Understanding Fiscal Space", IMF, 2005)

চিত্র ৪-১ঃ আর্থিক ঘাটতি (ফিসক্যাল গ্যাপ) পূরণ

নিজস্ব উৎসে রাজস্ব বৃদ্ধি

সিটি কর্পোরেশনের জন্য হোল্ডিং ট্যাক্স-ই হলো প্রধান নিজস্ব রাজস্ব উৎস, যা অধ্যায় ২ এ আলোচনা করা হয়েছে। হোল্ডিং ট্যাক্স সংগ্রহের হার (দক্ষতা) ও আওতা (কাভারেজ) বৃদ্ধির লক্ষ্যে হোল্ডিং ট্যাক্স পরিচালনার বর্তমান ব্যবস্থা ও অনুশীলনের উন্নতির সুযোগ রয়েছে। এটি একটি মানসম্পন্ন ম্যানুয়াল, স্টাফ প্রশিক্ষণ, করদাতাদের সচেতন করা, প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিদ্যমান/চলমান প্রনোদনা ও জরিমানা পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক পরিকল্পিত রাজস্ব প্রশাসনের অটোমেশন সিস্টেম এ প্রচেষ্টাকে আরো বেগবান করবে। ১৯৮৬ সালের সিটি কর্পোরেশনের কর বিধিমালা অনুযায়ী হোল্ডিং ট্যাক্সের মেয়াদান্তে পূণঃর্ধার্যকরণ এবং সিটি কর্পোরেশনে কর তফসিল অনুযায়ী নির্ধারিত সীমা পর্যন্ত করের হার বাড়ানোও গুরুত্বপূর্ণ। এগুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন, যা দ্রুত নগরায়ন এলাকাগুলিতে বসবাসরত জনসাধারণের সেবার ক্রমপুঞ্জীভূত চাহিদা মেটানোর জন্য সিটি কর্পোরেশনগুলির পক্ষে অপরিহার্য হবে। এতদসংক্রান্ত আলোচনা ও জনসচেতনতা খুব শীঘ্রই শুরু হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে, যাতে বিদ্যমান আইনি উপকরনসমূহ হালনাগাদ করাসহ প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলি মধ্য থেকে দীর্ঘমেয়াদে প্রবর্তন করা হবে।

সিটি কর্পোরেশনের অন্যান্য নিজস্ব রাজস্ব উৎস যথাঃ ট্রেড লাইসেন্স ফি এবং বিজ্ঞাপন কর রাজস্ব আয়ের জন্য খুবই সম্ভাবনাপূর্ণ। এ উৎসসমূহের পরিচালনার জন্য বর্তমান পদ্ধতি এবং অনুশীলন পর্যালোচনাপূর্বক উন্নত ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা যেতে পারে। বর্তমান লাইসেন্স সিস্টেমটি পরিবর্তন করে একটি ব্যবসায়িক অনুমতি প্রবর্তনের সম্ভাবনা বিবেচনা করার জন্য বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা হবে যাতে বিভিন্ন পেশাজীবি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ব্যবসা করার জন্য 'পারমিট' পাবে এবং এরফলে সিটি কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধি পাবে। (উল্লেখ্য, নির্দিষ্ট পেশার ক্ষেত্রে, যেমন: মেডিকেল ডাক্তার, আইনজীবী এবং হিসাবরক্ষক, যথাযথ কর্তৃপক্ষ দ্বারা লাইসেন্স প্রদান করা অব্যাহত থাকবে।) আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে ব্যবসায়িক অনুমতি/পারমিট নগর স্থানীয় সরকারসমূহের জন্য রাজস্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

সরকার থেকে স্থানীয় সরকারে স্থানান্তর

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, রাজস্ব অনুদান এবং কর বিভাজনের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনসমূহে সরকারের বরাদ্দ দেওয়ার পদ্ধতিগুলি গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে, যাতে করে সিটি কর্পোরেশনসমূহে আর্থিক ঘাটতি পূরণে যুক্তিসঙ্গত এবং ধারাবাহিকভাবে সরকারের সম্পদের উপর নির্ভর করতে সক্ষম হয়। সরকারের স্থানীয় সরকারসমূহের তুলনায় অধিক রাজস্ব সংগ্রহরে সুবিধা রয়েছে যেমন, ব্যক্তিগত ও কর্পোরেট আয়কর, ভ্যাট এবং আন্তর্জাতিক

বাণিজ্য কর ইত্যাদি উৎস থেকে অধিক পরিমানে রাজস্ব সংগ্রহ করে থাকে, অপরদিকে হোল্ডিং ট্যাক্স, বিজ্ঞাপন কর, লাইসেন্স এবং ফি ইত্যাদি নিম্ন উপার্জনের উৎস থেকে স্থানীয় সরকার রাজস্ব সংগ্রহ করে থাকে। এটি স্বাভাবিকভাবে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারসমূহের মধ্যে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করে। রাজস্ব বাজেট এবং উন্নয়ন বাজেট উভয়ের জন্য আন্তঃসরকার রাজস্ব ভাগাভাগির একটি সিস্টেম ভারসাম্যহীনতার বিষয়টি সমাধান করতে পারে। অনুদান স্থানান্তর সাধারণ ও বিশেষ উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। ২০০০ সালের শুরুর দিকে ইউনিয়ন পরিষদে বরাদ্দের ক্ষেত্রে ব্লক অনুদান পদ্ধতি চালু হয়, এ অভিজ্ঞতার আলোকে সিটি কর্পোরেশন ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বরাদ্দের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মানদন্ড চিহ্নিত করে একটি পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে। স্থাবর সম্পত্তি করের বর্তমান পদ্ধতিটি (যা হোল্ডিং ট্যাক্স, স্থাবর সম্পত্তি স্থানান্তর কর ও ভূমি উন্নয়ন করের মাধ্যমে বিদ্যমান) সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে, যাতে করে স্থিতিশীল রাজস্ব উৎস থেকে সিটি কর্পোরেশন ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ আরো অধিক পরিমানে রাজস্ব আদায় করতে সক্ষম হয়, যা সাধারণত উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে স্থানীয় সরকারের কর আদায়ের ক্ষেত্র।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা বৃদ্ধি

২০১৬ সালে অর্থ মন্ত্রণালয় এবং মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (ওসিএজি) এর কার্যালয় অনুমোদিত বাজেট এবং অ্যাকাউন্টিং ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম (বিএসিএস) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাজেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সিটি কর্পোরেশনসমূহের জন্য অভিন্ন চার্ট অব একাউন্টস হালনাগাদ করে তৈরি করা হবে। দু-তরফা দাখিলা অ্যাক্রুয়াল হিসাব পদ্ধতি (Double Entry Accrual Accounting System) প্রবর্তনের বিষয়টি সিটি কর্পোরেশনসমূহের গ্রহণ ক্ষমতা ও প্রস্তুতির পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়নের মাধ্যমে বিবেচনা করা হবে। যদিদিন তা না হয় ততদিন আশা করা যায় যে সিটি কর্পোরেশনসমূহ এক তরফা নগদান বহি পদ্ধতি অনুসরণ করবে এবং আর্থিক বিবরণীতে পর্যাপ্ত তথ্য প্রকাশ (বিশেষ করে একাধিক বছরের দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত বিষয়ে) করবে।

একটি মানসম্পন্ন ম্যানুয়াল প্রস্তুত এবং কর্মীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন এবং বাজেট বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রেরণ পদ্ধতি উন্নত করা হবে। অভিন্ন হিসাব তালিকা/চার্ট অব একাউন্টস, হালনাগাদকৃত আর্থিক ফর্ম এবং আন্তর্জতিক মানের ব্যয় ব্যবস্থাপনা ও প্রতিবেদন অনুশীলনের আলোকে ১৯৩৫ সালের একাউন্ট রুলস/হিসাব বিধিমালার উল্লেখযোগ্য সংশোধন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শীঘ্রই আরম্ভ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। উপরন্তু, আগত বছরসমূহে সিটি কর্পোরেশনে জনবল ও সেবা খাতে আরো অধিক অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হবে এমত শংকা রয়েছে বিধায় সিটি কর্পোরেশনসমূহের ভবিষ্যৎ বছরসমূহের আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সিফোরসি প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক প্রক্ষেপনের একটি পদ্ধতি প্রস্তুত করা হয়েছে এবং রাজস্ব হিসাবের প্রাথমিক সিমুলেশন পরিচালিত হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, যেসকল সিটি কর্পোরেশন অপেক্ষাকৃত কম শিল্পায়িত এলাকায় অবস্থিত তাদের আর্থিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে কিছুটা ঘাটতি থাকবে। এ আর্থিক প্রক্ষেপণ সিটি কর্পোরেশনকে বাজেট প্রণয়ন এবং আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণে নিয়মিতভাবে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সরবরাহ করবে। প্রাক্কলিত বাজেট এবং ব্যয় সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য ব্যবহারকারী বান্ধব ফরমেটে সাধারণ জনগণের নিকট প্রকাশ করা হবে। এ ভাবে কাজ করার মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের উপর জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধি পাবে এবং করদাতা হিসাবে তারা স্বীয় দায়িত্ব পালন করতে ইচ্ছুক হবে, যা সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ক্রয়ের ক্ষেত্রে, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ ইতোমধ্যেই সিটি কর্পোরেশনসমূহে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সিটি কর্পোরেশনসমূহকে দরপত্র ব্যবস্থাপনা এবং চুক্তি ব্যবস্থাপনা এ উভয় ক্ষেত্রেই আরও শক্তিশালী করা আবশ্যক। সরকার ইতোমধ্যেই বর্তমান চলমান অন-লাইন ক্রয় পদ্ধতির (ই-জিপি) পাশাপাশি অনলাইন চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। যেহেতু সিটি কর্পোরেশনসমূহের ব্যয়ের একটি বড় অংশ ক্রয়ের মাধ্যমে ব্যয় করা হয়, এ ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনসমূহের ডিজিটালাইজেশন-সংশ্লিষ্ট ক্ষমতায়ন কর্পোরেশনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে অবদান রাখবে।

সিটি কর্পোরেশনের বাজেট ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত আরেকটি দিক হল উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে বাজেটের সংযোগ। যথাযথ সিস্টেম ও পদ্ধতি স্থাপন না করা সত্ত্বেও সিটি কর্পোরেশনসমূহ অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের চেষ্টা করেছে। সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী কারিগরী ত্রুটিমুক্ত এবং ব্যবহারযোগ্য পদ্ধতিসহ অভিন্ন নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হবে, যা সিটি কর্পোরেশনসমূহে নিয়মিতভাবে ৫ বছর মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শকের কাজ করবে। তহবিলের উৎস যাইহোক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হতে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। সিটি কর্পোরেশনসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অবকাঠামো পরিকল্পনা এবং বার্ষিক ও মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী বাজেট পরিকল্পনার মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন সংযোগ স্থাপন করবে। উন্নয়ন পরিকল্পনার পাশাপাশি এটাও উল্লেখ্য যে, সিটি কর্পোরেশনের মহাপরিকল্পনা (Master Plan) এবং অন্যান্য নগরায়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য আইনি উপকরণ এবং নির্দেশিকার অভাব নিরসনের জন্য জরুরি মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা কৌশলপত্রের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

সংশ্লিষ্ট বিধিমালা ও নির্দেশিকার আলোকে অভ্যন্তরীণ ও বহির্নিরীক্ষা পদ্ধতি সিটি কর্পোরেশনে প্রতিষ্ঠা করা, যাতে করে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় (ওসিএজি) বিধিমালা অনুসরণপূর্বক আর্থিক নিরীক্ষা পরিচালনা করতে পারে এবং সিটি কর্পোরেশন কর্মীরা বহির্নিরীক্ষা এবং অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা, এ উভয় ক্ষেত্রেই সক্ষমতা অর্জন করে।

৪.৪.২ লক্ষ্য, কৌশলগত উপাদান এবং প্রত্যাশিত আউটপুট (লক্ষ্য ৩)

লক্ষ্য ৩ঃ সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালীকরণ এবং একাধিক অর্থ বছরের আর্থিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে বাজেট প্রস্তুত।

৩ নং লক্ষ্য চারটি কৌশলগত উপাদান বাস্তায়নের মাধ্যমে অর্জিত হবে।

(১) কৌশলগত উপাদান ১ (লক্ষ্য ৩-১)ঃ কর ব্যবস্থাপনা, ফি পদ্ধতি ও আর্থিক বরাদ্দ প্রক্রিয়া উন্নত করে আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালীকরণ।

	প্রত্যাশিত আউটপুট		
	স্বল্পমেয়াদি (২০২০-২১ অর্থবছর)	মধ্যমেয়াদি (২০২৫-২৬ অর্থবছর)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৩০-৩১ অর্থবছর)
স্থানীয় সরকার বিভাগ	▪ হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ম্যানুয়াল প্রস্তুত।	▪ প্রয়োজনীয় সংশোধন করে ম্যানুয়েলটি হালনাগাদকরণ সম্পন্ন।	▪ রাজস্ব ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।
	▪ সিটি কর্পোরেশনে রাজস্ব ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির অটোমেশন শুরু।	▪ রাজস্ব ব্যবস্থাপনা মশন সম্পূর্ণরূপে চালু।	
	▪ নিজস্ব অন্যান্য উৎসে রাজস্ব আয় সম্পর্কিত পদ্ধতি ও চর্চাসমূহ সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করে উন্নতির ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত	▪ নিজস্ব অন্যান্য উৎসে রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য নির্দেশিকা প্রস্তুত	
	▪ সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে সরকার কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং রাজস্ব অনুদান বরাদ্দের ক্ষেত্রে মানদন্ড-ভিত্তিক (সূত্র অনুযায়ী) বরাদ্দ প্রদান ও ব্যয় সম্পর্কিত নির্দেশিকা/ নীতিমালা প্রস্তুত।	▪ উন্নয়ন ও রাজস্ব অনুদান বরাদ্দের ক্ষেত্রে মানদন্ড-ভিত্তিক (সূত্র অনযায়ী) বরাদ্দ প্রদান ও ব্যয় পরিবীক্ষণ সম্পর্কিত নির্দেশিকা/ নীতিমালা প্ররোজনীর সংশোধন করে হালনাগাদকরণ সম্পন্ন।	
সিটি কর্পোরেশন	▪ হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উন্নতিকরণ ও কর আদায় বৃদ্ধি	▪ রাজস্ব ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ ও নিজস্ব উৎসে রাজস্ব বৃদ্ধি।	▪ রাজস্ব ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ ও নিজস্ব উৎসে রাজস্ব বৃদ্ধি।
	▪ অন্যান্য রাজস্ব উৎস ব্যবস্থাপনা উন্নতিকরণ।		
		▪ রাজস্ব আদায় দক্ষতা উন্নয়নের জন্য রাজস্ব প্রণোদনা চালু/প্রবর্তন।	▪ রাজস্ব প্রণোদনা সিটি কর্পোরেশনের পরিচালন পদ্ধতিতে একীভূত।

(২) কৌশলগত উপাদান ২ (লক্ষ্য ৩-২)ঃ বাজেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নতিকরণ

	প্রত্যাশিত আউটপুট		
	স্বল্পমেয়াদি (২০২০-২১ অর্থবছর)	মধ্যমেয়াদি (২০২৫-২৬ অর্থবছর)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৩০-৩১ অর্থবছর)
স্থানীয় সরকার বিভাগ	■ সিটি কর্পোরেশনের জন্য অভিন্ন চার্ট অব একাউন্টস এবং সংশোধিত আর্থিক ফরম প্রস্তুত ও ব্যবহৃত।	■ অভিন্ন চার্ট অব একাউন্টস ও সংশোধিত ফরমসমূহ অটোমেটেড পদ্ধতিতে প্রতিফলিত।	■ অটোমেটেড পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত।
	■ বাজেট ব্যবস্থাপনা (প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন ও প্রতিবেদন) সম্পর্কিত ম্যানুয়াল প্রস্তুত।		
	■ সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে প্রকিউরমেন্টের (দরপত্র ও চুক্তি ব্যবস্থাপনা) জন্য নির্দেশিকা প্রণীত এবং ই-জিপি'র ব্যবহার নিশ্চিত।	■ প্রকিউরমেন্ট নির্দেশিকা প্রয়োজনীয় সংশোধন করে হালনাগাদকরণ সম্পন্ন।	
		■ বাজেট ও আর্থিক বিবরণীর অনলাইন ডাটাবেজ সিস্টেম প্রতিষ্ঠিত।	■ অনলাইন সিস্টেমের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।
সটি কর্পোরেশন	■ চার্ট অব একাউন্টস এবং হালনাগাদকৃত ফরম ব্যবহার করে সিটি কর্পোরেশনের বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন ও প্রতিবেদন প্রস্তুত।	■ একাধিক বছরের আর্থিক প্রক্ষেপণ ও অটোমেশনের সুবিধা কাজে লগিয়ে বাজেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ।	■ বাজেট ব্যবস্থাপনা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ
	■ ই-জিপিসহ অন-লাইন দরপত্র ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত।	■ প্রকিউরমেন্ট (অন-লাইন ও অফ-লাইন দরপত্র এবং চুক্তি ব্যবস্থাপনা) পদ্ধতি সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে অনুসৃত।	
	■ একাধিক বছরের আর্থিক প্রক্ষেপণ প্রবর্তিত।	■ বার্ষিক বাজেট প্রস্তুতের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রক্ষেপণ ব্যবহৃত।	
	■ সিটি কর্পোরেশনের বাজেট ও আর্থিক বিবরণী সহজবোধ্য ভাষায় জনগণকে অবহিতকরণ।	■ কর্পোরেশনের বাজেট ও আর্থিক বিবরণী সহজবোধ্য ভাষায় জনগণকে অবহিত করার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত।	■ নাগরিকগণ সিটি কর্পোরেশনের বাজেট ও ব্যয় সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত।

(৩) কৌশলগত উপাদান ৩ (লক্ষ্য ৩-৩)ঃ বার্ষিক বাজেটের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণীত

	প্রত্যাশিত আউটপুট		
	স্বল্পমেয়াদি (২০২০-২১ অর্থবছর)	মধ্যমেয়াদি (২০২৫-২৬ অর্থবছর)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৩০-৩১ অর্থবছর)
স্থানীয় সরকার বিভাগ	■ মহাপরিকল্পনা (মাস্টার প্ল্যান) প্রণয়ন, পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য একটি সিস্টেম প্রতিষ্ঠিত।	■ সিস্টেমটি সংশ্লিষ্ট আইনি উপকরণে প্রতিফলিত।	■ নগর পরিকল্পনা ব্যবস্থা ও বার্ষিক বাজেট প্রণয়নের মধ্যে দৃঢ় সংযোগ সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত।
	■ পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার নির্দেশিকা (গাইডলাইন) প্রস্তুত।	■ নির্দেশিকা (গাইডলাইন) প্রয়োজনীয় সংশোধন করে হালনাগাদকরণ।	
সটি কর্পোরেশন	■ অনুমোদিত মহাপরিকল্পনা (মাস্টার প্ল্যান) উপলব্দ ও ব্যবহৃত।	■ নগর পরিকল্পনা, আর্থিক প্রক্ষেপণ ও বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয় সিটি কর্পোরেশন পরিচালন ব্যবস্থায় একীভূত।	■ নগর পরিকল্পনা ও বাজেটিং প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত।
	■ নাগরিক অংশগ্রহনের মাধ্যমে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত।		

(৪) কৌশলগত উপাদান ৪ (লক্ষ্য ৩-৪)ঃ অভ্যন্তরীণ ও বহিঃনিরীক্ষা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

	প্রত্যাশিত আউটপুট		
	স্বল্পমেয়াদি (২০২০-২১ অর্থবছর)	মধ্যমেয়াদি (২০২৫-২৬ অর্থবছর)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৩০-৩১ অর্থবছর)
স্থানীয় সরকার বিভাগ	▪ সিটি কর্পোরেশনের নিরীক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণের সিস্টেমস /পদ্ধতিসমূহ ও অনুশীলনগুলোর পর্যালোচনা সম্পন্ন।	▪ সিটি কর্পোরেশন নিরীক্ষা বিধিমালা প্রণীত। মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় কর্তৃক আর্থিক নিরীক্ষা শুরু।	▪ সিটি কর্পোরেশনের নিরীক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত।
	▪ সিটি কর্পোরেশনের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণের নির্দেশিকা প্রস্তুত। ও সিটি কর্পোরেশনে চালু।	▪ সিটি কর্পোরেশনের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সিস্টেম প্রতিষ্ঠিত।	
সিটি কর্পোরেশন	▪ নির্দেশিকা অনুসরণ করে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণ পরিচালিত।	▪ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা নিয়মিত ও সঠিকভাবে পরিচালিত। ▪ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় কর্তৃক সুপারিশসমূহ অনুসরণ ও আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ।	▪ সিটি কর্পোরেশন অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা পদ্ধতি নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ অনুসরণ করার বিষয়টি সিটি কর্পোরেশন পরিচালন ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত।

৪.৫ মানবসম্পদ উন্নয়ন (লক্ষ্য ৪)

৪.৫.১ সার্বিক নির্দেশনা

সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের জন্য পদ্ধতিগত প্রশিক্ষণের অভাবের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার বিভাগ সিটি কর্পোরেশনের স্টেকহোল্ডারদের চাহিদা ও বিদ্যমান সম্পদ এবং সরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারি সংস্থার সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে সিটি কর্পোরেশনের জন্য পাঁচ বছর মেয়াদি একটি প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে। এরপর স্থানীয় সরকার বিভাগ সরকারি বার্ষিক বাজেট এবং দাতা সংস্থা অথবা সরকার ও দাতা সংস্থা অর্থায়নকৃত প্রকল্প হতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বরাদ্দ দিয়ে এবং নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

সারণি ৪-২ এ সিজিপি এবং C4C প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরূপন থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের মূল বিষয়গুলি দেখানো হয়েছে। এ গুলো প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় বিস্তারিতভাবে প্রতিফলন করা হবে।

সারণি ৪-২ ঃ সিটি কর্পোরেশনের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রসমূহ

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য	সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক কার্যক্রম	▪ মৌলিক প্রশাসনিক জ্ঞান ও দক্ষতা ▪ কর ব্যবস্থাপনা ▪ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও ব্যবস্থাপনা ▪ নাগরিক সম্পৃক্ততা
	সিটি কর্পোরেশনের সেবা প্রদান ও নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম	▪ জনস্বাস্থ্য ▪ পানি সরবরাহ ও নিস্কাষন ▪ পূর্ত কাজ ▪ শহর পরিকল্পনা ▪ উন্নয়ন পরিকল্পনা
নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের জন্য	▪ আইন, বিধি, প্রবিধি ও সরকারি নীতিমালা সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান ▪ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ▪ নাগরিক সম্পৃক্ততা ▪ উন্নয়ন পরিকল্পনা	

প্রকল্প সহায়তায় প্রশিক্ষণসমূহ নিকট ভবিষ্যৎ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে এবং কৌশলপত্রের পরিকল্পনা অনুযায়ী যে, ধীরে ধীরে দায়িত্বপ্রাপ্ত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ সিটি কর্পোরেশনের জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন তিনটি প্রতিষ্ঠান যথা: সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক এবং নির্দিষ্ট সেবা-সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করবে জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি), অবকাঠামো পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উন্নয়ন

সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এবং পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত প্রশিক্ষনের জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) মূল ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়। অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে প্রশিক্ষণকালে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি প্রদানের মাধ্যমে তাদের দক্ষতার অবদান রাখার জন্য নিয়োজিত করা যেতে পারে।

প্রশিক্ষ সম্পর্কিত বিষয়ে, সিটি কর্পোরেশনসমূহ সারা বছরই আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়। সরকার পরিচালিত প্রশিক্ষণ চলতে থাকবে, তবে এ প্রশিক্ষণের প্রকৃতি মূলতঃ চাহিদা-ভিত্তিক হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যেখানে সিটি কর্পোরেশনসমূহ তার কর্মীদের নির্দিষ্ট দক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করবে এবং উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য বাজেট বরাদ্দ করবে। বিগত কয়েক দশক ধরে বিশ্বব্যাপী বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ প্রদানের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, প্রশিক্ষার্থীদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি এবং শেখার জন্য সহজাত উৎসাহ-ই হচ্ছে সফল প্রশিক্ষণের মূল চাবিকাঠি এবং এ সকল প্রশিক্ষণের প্রভাবগুলো দীর্ঘস্থায়ী হয়।

সিজিপি এর সহায়তায় ৪টি সিটি কর্পোরেশনে স্থাপিত **ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ইউনিট (সিডিইউ)** এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। যদিও সিডিইউ এর মানবসম্পদ সীমাবদ্ধতা রয়েছে, এ ইউনিট প্রাথমিকভাবে সিটি কর্পোরেশনের জনবল প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনাগুলিকে সমন্বিত করবে এবং পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ ও সিটি কর্পোরেশন হতে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের ডেটাবেজ তৈরী করবে। মধ্য থেকে দীর্ঘমেয়াদের ক্ষেত্রে, সিডিইউ শুধুমাত্র প্রশিক্ষণের জন্য মনিটরিং ভূমিকাই পালন করবে না, বরং সিটি কর্পোরেশন মানবসম্পদ উন্নয়নের "মূল চালিকা শক্তি" হিসাবে কাজ করবে। সিটি কর্পোরেশনসমূহ সরকার প্রদত্ত প্রশিক্ষণ সুবিধা ভোগের পাশাপাশি নিজস্ব রাজস্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রেরণের জন্য অথবা আভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য বাজেটের একটা নির্দিষ্ট অংশ বরাদ্দ করবে বলে আশা করা যায়।

পারস্পরিক শিখণ পদ্ধতি হচ্ছে সক্ষমতা উন্নয়নের একটি অন্যতম কার্যকর উপায়। সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ সাধারণ ফোরামের আয়োজন করে অথবা অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের মাধ্যমে একে অন্যের ভাল অনুশীলনসমূহ এবং অর্জিত জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। এরকম ফোরামে অথবা অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরে অংশগ্রহণকারীগণ একই সময়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ভূমিকা পালন করে থাকে এবং এ অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর কিছু বিষয়ে শ্রেণিকক্ষ প্রশিক্ষণের মত সমানভাবে কার্যকর হতে পারে। এনআইএলজি মূলতঃ ইউনিয়ন পরিষদের জন্য পারস্পরিক শিখন পদ্ধতি পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে এনআইএলজি সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করে এ পদ্ধতির কলেবর বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আশা করা যায়, পরিকল্পনা অনুযায়ী এ কার্যক্রমকে বাড়ানো হলে সিটি কর্পোরেশনসমূহও এ উদ্যোগ হতে উপকৃত হবে। সিটি কর্পোরেশনসমূহ বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করবে, প্রকাশনার মাধ্যমে, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও অন্যান্য উপায়ে তাদের পারস্পরিক শিক্ষার সূচনা করতে উৎসাহিত হবে।

৪.৫.২ লক্ষ্য, কৌশলগত উপাদান ও প্রত্যাশিত আউটপুট (লক্ষ্য ৪)

লক্ষ্য ৪ঃ সিটি কর্পোরেশনের মানবসম্পদ উন্নয়ন পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থায় ও সিটি কর্পোরেশনে প্রতিষ্ঠিত

৪ নং লক্ষ্য দু'টি কৌশলগত উপাদান বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্জিত হবে।

(১) লক্ষ্য ৪-কৌশলগত উপাদান ১ (লক্ষ্য ৪-১)ঃ সিটি কর্পোরেশন জনবলের পদ্ধতিগতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান

	প্রত্যাশিত আউটপুট		
	স্বল্পমেয়াদি (২০২০-২১ অর্থবছর)	মধ্যমেয়াদি (২০২৫-২৬ অর্থবছর)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৩০-৩১ অর্থবছর)
স্থানীয় সরকার বিভাগ	▪ ৪ সিটি কর্পোরেশনের জন্য প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়িত।	▪ সকল সিটি কর্পোরেশনের জন্য প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়িত এবং বিষয়বস্তু হালনাগাদকরণ সম্পন্ন।	▪ প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের কিছু দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশনসমূহে স্থানান্তরিত।
সিটি কর্পোরেশন	▪ ৪ সিটি কর্পোরেশনে ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ইউনিট (সিডিইউ) প্রতিষ্ঠিত এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মনিটরিং চলমান।	▪ ৪ সিটি কর্পোরেশনে ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ইউনিট (সিডিইউ) সক্রিয়ভাবে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করছে। ▪ অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনে ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ইউনিট (সিডিইউ) প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর।	▪ সিডিইউ নেতৃত্বাধীন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা সিটি কর্পোরেশনের পরিচালন পদ্ধতিতে যথাযথভাবে একীভূত। ▪ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবয়িত।

(২) লক্ষ্য ৪-কৌশলগত উপাদান ২ (লক্ষ্য ৪-২)ঃ সিটি কর্পোরেশন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য পারস্পরিক শিখন পদ্ধতি

	প্রত্যাশিত আউটপুট		
	স্বল্পমেয়াদি (২০২০-২১ অর্থবছর)	মধ্যমেয়াদি (২০২৫-২৬ অর্থবছর)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৩০-৩১ অর্থবছর)
স্থানীয় সরকার বিভাগ	▪ সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে পারস্পরিক শিখণ/অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য বছরে অন্তত একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত।	▪ এনআইএলজি কর্তৃক বাস্তবায়িত পারস্পরিক শিখন পদ্ধতি (হরাইজন্টাল লার্নিং সিস্টেম) সিটি কর্পোরেশনগুলোতে চালু করা এবং অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বিনিময়ের জন্য ওয়েভ ভিত্তিক "লার্নিং ফোরাম" প্রতিষ্ঠিত।	▪ পারস্পরিক শিখন পদ্ধতি (হরাইজন্টাল লার্নিং সিস্টেম) প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক হালানাগাদকরণ। বিশ্বের অন্যান্য শহরগুলির সাথে নেটওয়ার্কিং/যোগাযোগ স্থাপনে সহযোগিতা প্রদান।
সিটি কর্পোরেশন	▪ সিটি কর্পোরেশনগুলো একটি সিটি কর্পোরেশন অন্য সিটি কর্পোরেশন থেকে ভালো কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজ নিজ কর্পোরেশনে প্রয়োগ করছে।	▪ সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ পারস্পরিক শিখন পদ্ধতি (হরাইজন্টাল লার্নিং সিস্টেম) ও ওয়েভ ভিত্তিক "লার্নিং ফোরাম" এ যোগদান।	▪ সিটি কর্পোরেশনসমূহ সম্পূর্ণরূপে পারস্পরিক শিখন পদ্ধতি (হরাইজন্টাল লার্নিং সিস্টেম) এর সুবিধা গ্রহণ।

৪.৬ সারসংক্ষেপ ও রোডম্যাপ

চারটি লক্ষ্য, প্রতিটি লক্ষ্যের কৌশলগত উপাদান এবং প্রতিটি কৌশলগত উপাদানের অধীনে প্রত্যাশিত আউটপুট সংযোজনী-২ (এক নজরে কৌশলপত্রঃ লক্ষ্য কৌশলগত উপাদান ও প্রত্যাশিত আউটপুট সারণি হিসাবে উল্লেখিত) এ সম্মিলিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ সারণিটি কৌশলপত্রের মূল বিষয়কে উপস্থাপন করে, যা একই সাথে কৌশলপত্র অর্জনের রোডম্যাপ হিসাবেও কাজ করে।

চিত্র ৪-২ এ কৌশলপত্রের সারণিকে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, এবং চিত্র ৪-৩ এ স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি অগ্রগতির লক্ষ্যে ২০৩০ (অর্থ বৎসর ২০৩০/৩১) সাল পর্যন্ত প্রত্যাশিত আউটপুট নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য বিষয়কে বর্ণনা করা হয়েছে।

কৌশলপত্রের লক্ষ্য, কৌশলগত উপাদান ও প্রত্যাশিত আউটপুট

সার্বিক লক্ষ্যঃ প্রয়োজনীয় আইনি উপকরণ, সরকারি নির্দেশিকা/ম্যানুয়াল ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের সাংগঠনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে পরিচালন ব্যবস্থা উন্নতিকরণের মাধ্যমে নগরায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ সঠিকভাবে মোকাবেলা করা এবং নাগরিকদের প্রত্যাশিত সেবা প্রদান।

লক্ষ্য	কৌশলগত উপাদান			
লক্ষ্য ১ঃ আইনি উপকরণ	লক্ষ্য ১-১ঃ বিধি	লক্ষ্য ১-২ঃ প্রবিধান ও উপ-আইন		
লক্ষ্য ২ঃ সাংগঠনিক কাঠামো	লক্ষ্য ২-১ঃ আর্থিক প্রক্ষেপনের আলোকে জনবল পরিকল্পনা ও নিয়োগ	লক্ষ্য ২-২ঃ কার্য-প্রক্রিয়া উন্নতিকরণ	লক্ষ্য ২-৩ঃ স্থায়ী কমিটি শক্তিশালীকরণ	লক্ষ্য ২-৪ঃ নাগরিক সম্পৃক্ততা
লক্ষ্য ৩ঃ আর্থিক ভিত্তি ও বাজেট ব্যবস্থাপনা	লক্ষ্য ৩-১ঃ আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালীকরণ	লক্ষ্য ৩-২ঃ বাজেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নতিকরণ	লক্ষ্য ৩-৩ঃ বার্ষিক বাজেট ও নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা	লক্ষ্য ৩-৪ঃ অভ্যন্তরীন ও বহিঃ নিরীক্ষা
লক্ষ্য ৪ঃ মানবসম্পদ উন্নয়ন	লক্ষ্য ৪-১ঃ সিটি কর্পোরেশনের জনবলকে পদ্ধতিগতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান	লক্ষ্য ৪-২ঃ সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে পারস্পরিক শিখন পদ্ধতি		

চিত্র ৪-২ ঃ কৌশলপত্রের সারণির সংক্ষিপ্তরূপ

২০৩০ সাল পর্যন্ত কৌশলপত্রের সময়ভিত্তিক প্রত্যাশিত আউটপুট (অর্থবছর ২০৩০/৩১)

		স্বল্পমেয়াদি (২০২০-২০২১) অর্থ বছরের মধ্যে)	মধ্যমেয়াদি (২০২৫-২০২৯) অর্থ বছরের মধ্যে)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৩০-২০৩১) অর্থ বছরের মধ্যে)
লক্ষ্য-	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ বাংলাদেশ সরকার	▪ ---- ▪ ----	▪ ---- ▪ ----	▪ ---- ▪ ----
	সিটি কর্পোরেশনসমূহ	▪ ---- ▪ ----	▪ ---- ▪ ----	▪ ---- ▪ ----

স্বল্পমেয়াদি

- নির্দেশিকা ও আইনি উপকরণ অগ্রাধিকারকরণ এবং প্রস্তুতকরণ
- আইন-বিধি ও নীতিমালাসংক্রান্ত আলোচনার সূত্রপাত

↑

- ○ পরিকল্পিত ও চলমান প্রকল্প
- ○ জরুরিভিত্তিতে গৃহীত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

মধ্যমেয়াদি

- নির্দেশিকা হালনাগাদকরণ ও আরো আইনি উপকরণ প্রস্তুতকরণ
- একীভূতকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

↑

- ○ পরবর্তী ধাপের প্রকল্প

দীর্ঘমেয়াদি

- সম্পূর্ণরূপে একীভূতকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

↑

- ○ জিওবি ও সিটি কর্পোরেশনের সম্পদের উপর অধিকতর নির্ভরতা

চিত্র ৪-৩ ঃ কৌশলপত্রের সময়ভিত্তিক প্রত্যাশিত আউটপুট নির্ধারণের মূল বিবেচ্য বিষয়

অধ্যায় ৫ ঃ বাস্তবায়ন ও মনিটরিং

৫.১ কৌশলপত্র বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা

স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সিটি কর্পোরেশনের সমন্বয়ে জাতীয় পর্যায়ে এবং সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে কৌশলপত্রটি বাস্তবায়নে দিক-নির্দেশনা প্রদান ও মনিটরিং করবে। এলজিডি সরকারি পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করবে ও সমন্বয় করবে এবং অন্যদিকে আইনি পরিকাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সিটি কর্পোরেশনগুলো স্ব-উদ্যোগে কর্মসূচি গ্রহণ করবে ও তার বাস্তবায়ন পরিচালনা করবে।

কৌশলপত্র বাস্তবায়ন মনিটরিংয়ের জন্য সরকারি পর্যায়ে দুই-স্তর বিশিষ্ট কমিটি থাকবে, যথা: সরকারি পর্যায়ে **কৌশলপত্র স্টিয়ারিং কমিটি** এবং সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে **কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটি**। কমিটির সদস্যপদ ও দায়িত্বসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

	সদস্য	দায়িত্বসমূহ
কৌশলপত্র স্টিয়ারিং কমিটি	● এলজিডি (সভাপতি: সচিব ও সদস্য সচিব: যুগ্মসচিব, নগর উন্নয়ন-১) ● কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য নিম্নবর্ণিত: - গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় - রাজউক/সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ - নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর - বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয় (বিভাগ) - যোগাগে মন্ত্রণালয় (বিভাগ) - অর্থ বিভাগ - পরিকল্পনা কমিশন - ইআরডি - বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় - স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (বিভাগ) - পনি সম্পদ মন্ত্রণালয় - ওয়াসা - বিটিসিএল - জিটিডিএল - সিটি কর্পোরেশন এর প্রতিনিধি - অন্যান্য সংস্থা	▪ কৌশলপত্র বাস্তবায়নের জন্য সার্বিক দিক-নির্দেশনা প্রদান। ▪ কৌশলপত্রে বর্ণিত ৪টি মূল লক্ষ্য বস্তাবায়নের সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা। ▪ কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক উত্থাপিত নীতি সম্পর্কিত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা এবং এর সমাধানের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়সাধন। ▪ কৌশলপত্র বাস্তবায়নের জন্য উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ করা ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাদের সাথে সমন্বয় সাধন করা। ▪ স্টিয়ারিং কমিটি'র সভা বছরে অন্ততঃ একবার অনুষ্ঠিত হবে।
কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটি (সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে)	● প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সভাপতি) ● সচিব (সদস্য-সচিব)	▪ কৌশলপত্র বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা। ▪ সমস্যা সমাধানের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট বিষয় চিহ্নিত করা। কারিগরি সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত

	সদস্যবৃন্দ ● বিভাগীয় প্রধানগণ	গ্রহণ এবং নীতি নির্ধারণী বিষয়সমূহের সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পর্যালোচনাসহ কৌশলপত্র স্টিয়ারিং কমিটিতে উত্থাপন। ▪ উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে সহায়তার ধরণ পর্যালোচনা এবং কৌশলপত্র স্টিয়ারিং কমিটিতে প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করা। ▪ কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটি'র সভা বছরে অন্ততঃ দু'বার অনুষ্ঠিত হবে; তবে দ্বিতীয় সভাটি কৌশলপত্র স্টিয়ারিং কমিটি'র সভার সাথে সামঞ্জস্য রেখে করতে হবে।

উভয় কমিটি (কৌশলপত্র স্টিয়ারিং কমিটি ও বাস্তবায়ন কমিটি) প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ করে কারিগরি ও নীতি নির্ধারণী সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবে।

কৌশলপত্রের বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং-এর ক্ষেত্রে, চারটি লক্ষ্যের প্রত্যেকটির জন্য একজন করে ফোকাল পারসন নিযুক্ত থাকবে। ফোকাল পারসন এলজিডি, অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ অথবা অধিদপ্তর থেকে নির্বাচিত হতে পারে, যাদের ম্যান্ডেট নীচের তালিকাভুক্ত লক্ষ্যসমূহের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। চিত্র ৫-১ এ কৌশলপত্র বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর সাংগঠনিক কাঠামো দেখানো হয়েছে।

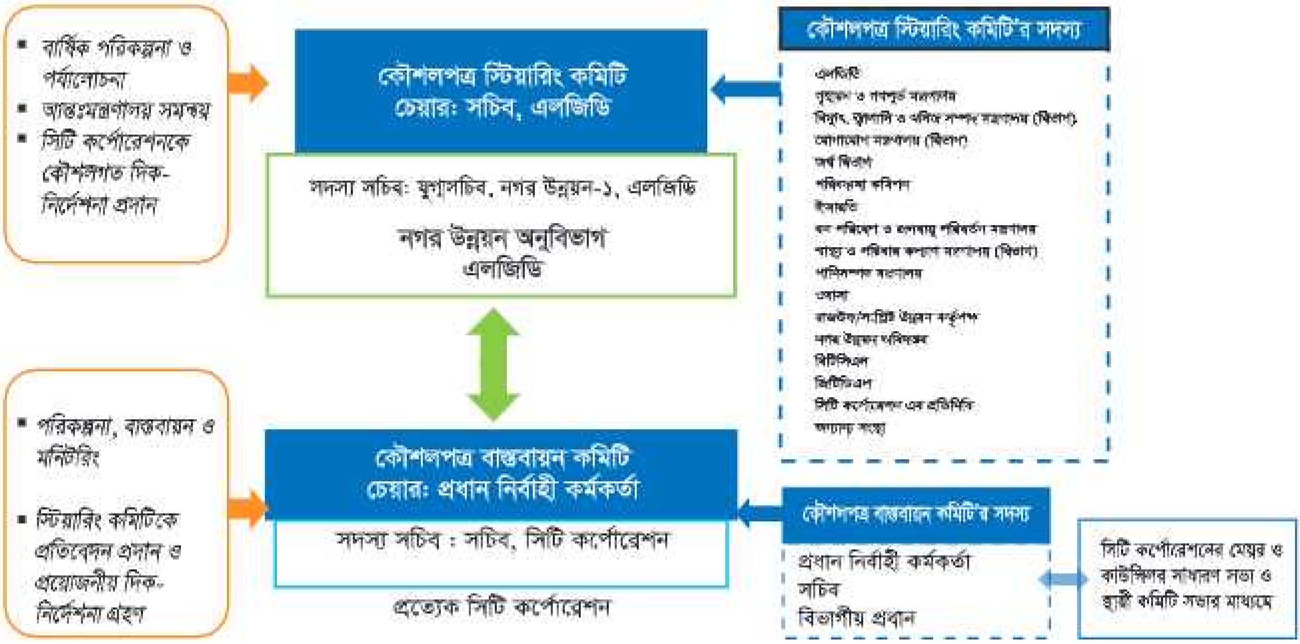

চিত্র ৫-১ ঃ কৌশলপত্র বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর জন্য সাংগঠনিক কাঠামো

৫.২ কারিগরি সহায়তা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা

কৌশলপত্র বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি পাবে। কৌশলপত্র স্টিয়ারিং ও বাস্তবায়ন কমিটি'র মাধ্যমে এলজিডি'র উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে অধিকতর কার্যকর যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ফলে সিটি কর্পোরেশনের জন্য উন্নয়ন সহযোগীদের চলমান এবং পরিকল্পিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা এ কৌশলপত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রদান করা উচিত।

লোকাল কনসালটেটিভ গ্রুপ (এলসিজি), অর্থাৎ লোকাল গভর্ন্যান্স ওয়ার্কিং গ্রুপ ও আরবান ওয়ার্কিং গ্রুপের অধীনে বিদ্যমান পরামর্শ ব্যবস্থার মাধ্যমেও উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে সমন্বয় সাধন করা হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব উভয় গ্রুপের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ উভয় গ্রুপের উন্নয়ন সহযোগী সদস্যদেরকে কৌশলপত্র স্টিয়ারিং কমিটি ও বাস্তবায়ন কমিটির সভায় আমন্ত্রণ জানানো যাবে।

সংযোজনী-১: সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশনের আইনি উপকরণসমূহের বর্তমান অবস্থা

(সাদা)	আইনি উপকরণ বিদ্যমান	(সবুজ)	আইনি উপকরণ বিদ্যমান কিন্তু হালনাগাদ করা প্রয়োজন	(হলুদ)	আইনি উপকরণ নাই

অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত

নোট: সিটি কর্পোরেশন আইনের ৩য় তফসিল প্রবিধান ও ৮ম তফসিল উপ-আইনসমূহের নিয়ন্ত্রণমূলক ও সেবাপ্রদানমূলক বিষয়গুলো প্রায় একই রকম.

কোড নং	বিষয়	বিষয়বস্তুর বর্ণনা	সিটি কর্পোরেশন আইনের সংশ্লিষ্ট তফসিল ও ধারা	বিদ্যমান আইনি উপকরণ	পরবর্তী পদক্ষেপ	প্রস্তাবিত নতুন/ সংশোধিত আইনি উপকরণ
ক. সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক কার্যক্রম						
ক-১ প্রতিষ্ঠা ও ভিত্তি						
বিধি						
	সিটি কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা	সিটি কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠার জন্য কাঠামো ও পদ্ধতি।	ধারা ৩(৩)	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) প্রতিষ্ঠা বিধি, ২০১০	নতুন বিধির প্রয়োজন নেই	
	সিটি কর্পোরেশন সীমানা পরির্তন	সিটি কর্পোরেশনের সীমানা পরিবর্তনের (সম্প্রসারণ ও সংকোচন) কাঠামো ও পদ্ধতি।	ধারা ৪(১)	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) সীমানা পরিবর্তন (সম্প্রসারণ ও সংকোচন) বিধিমালা, ২০১৩	নতুন বিধির প্রয়োজন নেই	
	সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন	সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলদের নির্বাচন।	ধারা ৫-৬, ৩১-৪০	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন আচরণ বিধিমালা, ২০১০ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন (ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন) বিধিমালা, ২০১০	নতুন বিধির প্রয়োজন নেই	
ক১-বি১	সীমানা নির্ধারণ	মেয়র ও কাউন্সিলর নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারণের পদ্ধতি।	ধারা ২৭-৩০ তফসিল ৬(২)	নাই	নতুন বিধির প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ড সীমানা নির্ধারণ বিধিমালা
ক১-বি২	মেয়র ও কাউন্সিলরগণের অপসারণ	মেয়র ও কাউন্সিলর অপসারনের জন্য বিশেষ সভা আহ্বানের পদ্ধতি।	ধারা ২৭-৩০ তফসিল ৬(২)	নাই	নতুন বিধির প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশন মেয়র ও কাউন্সিলনগণের পদ হইতে অপসারণ বিধিমালা।
ক১-বি৩	কার্যক্রম পরিচালনা	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিব-এর দায়িত্বসহ সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা বন্টন।	ধারা ৪৪-৫৮, ৬২, ৬৫ তফসিল ৬(৪), ৬(৯) ৭(১)-(৮)	Municipal Committee (Business) Rules, 1963	নতুন বিধির প্রয়োজন	City Corporation Business Rules

কোড নং	বিষয়	বিষয়বস্তুর বর্ণনা	সিটি কর্পোরেশন আইনের সংশ্লিষ্ট তফসিল ও ধারা	বিদ্যমান আইনি উপকরণ	পরবর্তী পদক্ষেপ	প্রস্তাবিত নতুন/ সংশোধিত আইনি উপকরণ
প্রবিধান						
ক১-প্র১	সিটি কর্পোরেশনের সভা	▪ কর্পোরেশন ও উহার কমিটিসমূহের সভার কার্য পরিচালনা ▪ সভা আহ্বান ▪ সভার কার্যবিবরণী ▪ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	তফসিল ৭(১), (৪), (৫) (৬)	নাই	নতুন প্রবিধানের প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশনের সভা পরিচালনা প্রবিধান
	সিটি কর্পোরেশনের সভায় জনসাধারণের প্রবেশ	সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নাগরিক সনদ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা।	ধারা ৫৪(২)	নাই	নতুন প্রবিধানের প্রয়োজন	
ক১-প্র২	জন অভিযোগ	জনগণের অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে মুলতবী প্রস্তাব।	তফসিল ৭(৩)	নাই	নতুন প্রবিধানের প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশন অভিযোগ প্রতিকার প্রবিধান।
ক১-প্র৩	সাধারণ সীলমোহর	সাধরণ সীলমোহর হেফাজত ও ব্যবহার।	তফসিল ৭(৭)	নাই	নতুন প্রবিধানের প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশন সাধারণ সীলমোহর প্রবিধান।
ক১-প্র৪	কর্পোরেশন অফিসের দপ্তর ও উপ-দপ্তর স্থাপন ও কার্যপদ্ধতি।	কর্পোরেশন অফিসের দপ্তর ও উপ-দপ্তর স্থাপন ও উহাদের কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ।	তফসিল ৭(৮)	নাই	নতুন প্রবিধানের প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশন কার্যবন্টন ও কার্যপদ্ধতি প্রবিধান।
	কর্মবন্টন এবং আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা।		ধারা ৪৬(৫)	নাই		
ক-২ কাউন্সিলর ও স্থায়ী কমিটিসমূহ						
বিধি						
	কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরগণের দায়িত্ব ও কার্যাবলি।	কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরগণের দায়িত্ব, কার্যাবলি ও সুযোগ-সুবিধা	ধারা ৫-৬, ১৮ তফসিল ৬ (১)	সিটি কর্পোরেশন (কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরগণের দায়িত্ব, কার্যাবলি ও সুযোগ-সুবিধা) বিধিমালা, ২০১০ এবং সংশোধনী, ২০১৫।	নতুন বিধির প্রয়োজন নেই	
ক২-বি১	নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের আচরণ বিধি।	কর্পোরেশনের নির্বাচিত জন প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সম্পর্ক।	ধারা ৬৯	নাই	নতুন বিধির প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশন আচরণ বিধি।
প্রবিধান						
ক২-প্র১	স্থায়ী কমিটি	স্থায় কমিটির কার্যাবলি	তফসিল ৭ (২)	নাই	নতুন প্রবিধানের প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশন স্থায়ী কমিটি প্রবিধান।
ক - ৩. মানবসম্পদ						
বিধি						
ক৩-বি১	কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জন্য চাকরি বিধি।	কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ পদ্ধতি ও চাকরির শর্তাবলি।	ধারা ৬৬-৬৮	Local Council Services Rules, 1968 ঢাকা পৌর কর্পোরেশন কর্মচারী চাকরি বিধিমালা, ১৯৮৯ খুলনা সিটি কর্পোরেশন (কর্মকর্তা।	নতুন বিধির প্রয়োজন (বা বরিশাল সিটি চাকরি বিধিমালা অনুসরণ করে করা।	সিটি কর্পোরেশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী)চাকরি বিধিমালা।

কোড নং	বিষয়	বিষয়বস্তুর বর্ণনা	সিটি কর্পোরেশন আইনের সংশ্লিষ্ট তফসিল ও ধারা	বিদ্যমান আইনি উপকরণ	পরবর্তী পদক্ষেপ	প্রস্তাবিত নতুন/ সংশোধিত আইনি উপকরণ
				কর্মচারী) চাকরি বিধিমালা ১৯৯৩ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি বিধিমালা, ১৯৯৮ বরিশাল সিটি কর্পোরেশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি বিধিমালা, ২০১০	যেতে পারে)	
ক৩-বি২	অবসর ও অবসর সুবিধা	কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসর ও অবসর সুবিধা সম্পর্কিত বিধি।	ধারা ৬৬-৬৭	The Local councils and Municipal Committee Servants (Retirement) Rules, 1968 Contributory Provident Fund Rules, 1979 পৌর কর্পোরেশন কর্মচারী (ভবিষ্য তহবিল এবং আনুতোষিক) বিধিমালা, ১৯৮৮	নতুন বিধির প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশন (অবসর অবসর সুবিধা) বিধিমালা
ক৩-বি৩	পরিদর্শন ও শৃংখলা	সিটি কর্পোরেশন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার তদন্ত পদ্ধতি।	ধারা ৯৭-১০৯ তফসিল ৬ (১০), (১৫)	Municipal Committee (Inspection) Rules, 1962	নতুন বিধির প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশন কর্মকর্তা ও কর্মচারী পরিদর্শন বিধিমালা
ক-৪. আর্থিক ব্যবস্থাপনা, কর ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা						
বিধি						
	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি সম্পাদন, নিবন্ধন ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি	ধারা ৯৭-১০৯ তফসিল ৬ (১০), (১৫)	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮	নতুন বিধির প্রয়োজন নেই	
	বকেয়া কর আদায়	কর এবং অন্যান্য বকেয়া আদায়ের জন্য বিল ও নোটিশ প্রদান, উক্ত বিল ও নোটিশ প্রদানের পদ্ধতি, ক্রোক ও বিক্রয়ের মাধ্যমে কর ও বকেয়া আদায় এবং অনাদায়যোগ্য বকেয়া মওকুফ করার পদ্ধতি।	ধারা ৮২-৯০ তফসিল ৬ (১৯)	The Municipal Corporation (Taxation) Rules, 1986 and সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল, ২০১৬।	নতুন বিধির প্রয়োজন নেই	
ক৪-বি১	বাজেট প্রস্তুত	বাজেট প্রস্তুত, বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য কর্পোরেশনে বাজেট উপস্থাপন, বাজেট মিটিং আহ্বান ও সংশোধনের পদ্ধতি।	ধারা ৭৬ তফসিল ৬ (১২)	The Dhaka Municipal Corporation (Preparation and Sanction of Budget) Rules, 1974.	হালনাগাদ করা প্রয়োজন	সিটি করপোরেশন বাজেট এবং হিসাব বিধিমালা।
	হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা	হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি, মাসিক ও বার্ষিক হিসাব প্রণয়ন, পরীক্ষা, প্রত্যয়ন ও প্রকাশনা।	ধারা ৭৭-৭৮ তফসিল ৬ (১৩)	The Bengal Municipal Committee Account Rules, 1935.	হালনাগাদ করা প্রয়োজন	

কোড নং	বিষয়	বিষয়বস্তুর বর্ণনা	সিটি কর্পোরেশন আইনের সংশ্লিষ্ট তফসিল ও ধারা	বিদ্যমান আইনি উপকরণ	পরবর্তী পদক্ষেপ	প্রস্তাবিত নতুন/ সংশোধিত আইনি উপকরণ
ক৪-বি২	কর সংগ্রহ	কর, উপকর, রেইট, টোল, ফিস ও অন্যান্য দাবী নির্ধারণ, উসুল ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং তৎসম্পর্কে করদাতাদের দায়িত্ব।	ধারা ৮২-৯০ তফসিল ৬ (১৭)	The Municipal Corporation (Taxation) Rules, 1986 and সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল, ২০১৬	হালনাগাদ করা প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশন করারোপন বিধিমালা
	অকট্রয় সংগ্রহ ও পরিচালনা	অকট্রয় ফাকি বন্ধকরণ, অকট্রয় আদায়যোগ্য মালের তল্লাশী ও অকট্রয় আদায়ের জন পরিচালিত অভিযান দাবী।	ধারা ৮২-৯০ তফসিল ৬ (১৮)	The Municipal Corporation (Taxation) Rules, 1986 and সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল, ২০১৬	হালনাগাদ করা প্রয়োজন	
ক৪-বি৩	হেফাজত ও বিনিয়োগ	কর্পোরেশন তহবিলের হেফাজত, বিনিয়োগ, পরিচালনা, প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রন এবং ঋণ পরিশোধের জন্য বিশেষ ফান্ড ও অন্যান্য তহবিল স্থাপন।	ধারা ৭১ তফসিল ৬ (১১)	The Municipal Committees (Custody and Investment) Rules. 1960	নতুন বিধির প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশন তহবিল (হেফাজত ও বিনিয়োগ) বিধিমালা।
ক৪-বি৪	ঋণ	কি কি উদ্দেশ্যে এবং কি প্রকারে ঋণ সংগ্রহ করা যাইবে তাহা নির্ধারণ, ঋণের সর্বোচ্চ পরিমান নির্দিষ্টকরণ।	ধারা ৭১ তফসিল ৬ (১৪)	The Local Authorities Loan Act, 1914 The Local Authorities Loan Rules, 1915	নতুন বিধির প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশন ঋণ বিধিমালা।
ক৪-বি৫	কর্পোরেশনের সম্পত্তি	কর্পোরেশনের সম্পত্তির নিবন্ধিকরণ, প্রতিবেদন ও উহার হিসাবরক্ষণ।	ধারা ৮০ তফসিল ৬ (১৬)	The Municipal Committee (Property) Rules, 1960	নতুন বিধির প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশন সম্পত্তি বিধিমালা।
	সিটি করপোরেশনের সম্পত্তির অপব্যবহার।	কর্পোরেশনের তহবিল ও সম্পত্তির অপব্যবহার ও ক্ষতির জন্য দায়বদ্ধ ব্যক্তি নির্ধারণের পদ্ধতি।	ধারা ৪৬, ৪৭, ৮০ (১) তফসিল ৬	নাই	নতুন বিধির প্রয়োজন	
ক৪-বি৬	নিরীক্ষা	অভ্যন্তরীন ও বহিঃনিরীক্ষা।	ধারা ৭৮ (১), (২)	নাই	নতুন বিধির প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশন নিরীক্ষা বিধিমালা।
ক-৫, পূর্তকাজ ব্যবস্থাপনা						
বিধি						
ক৫-বি১	পূর্তকাজের পরিকল্পনা, প্রাক্কলন, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন।	পূর্তকাজ সম্পন্নের পদ্ধতি, পূর্তকাজ সম্পন্ন করিবার জন্য প্রদেয় টাকার হারের তফসিল, বাৎসরিক পূর্তকাজ কর্মসূচি এবং উহার মঞ্জুরী ও বাস্তবায়ন, পূর্তকাজ পরিদর্শন এবং পরিদর্শন কর্মকর্তগণের ক্ষমতা।	ধারা ৬০ তফসিল ৬ (৫)	নাই	নতুন বিধির প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশন পূর্তকাজের পরিকল্পনা, প্রাক্কলন, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন বিধিমালা।

কোড নং	বিষয়	বিষয়বস্তুর বর্ণনা	সিটি কর্পোরেশন আইনের সংশ্লিষ্ট তফসিল ও ধারা	বিদ্যমান আইনি উপকরণ	পরবর্তী পদক্ষেপ	প্রস্তাবিত নতুন/ সংশোধিত আইনি উপকরণ
ক৫-বি২	ঠিকাদার নিবন্ধিকরণ	ঠিকাদারগণের নিবন্ধিকরণ ফিস, ঠিকাদার কর্তৃক প্রদেয় জামানত ও জামানত বাজেয়াপ্তের শর্তাদি।	তফসিল ৩ তফসিল ৬ (৭)	নাই	নতুন বিধির প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশন ঠিকাদার নিবন্ধন (ফিস, জামানত ও জামানত বাজেয়াপ্ত) বিধিমালা।
ক-৬. নথিপত্র/প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনা						
বিধি						
ক৬-বি১	নথিপত্র ও প্রতিবেদন সংরক্ষণ	রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য রেকর্ডসমূহ, কি কি প্রতিবেদন ও রিটার্ণ প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা নিরূপন এবং এগুলোর প্রকাশনা পদ্ধতি, অপ্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্রের হেফাজতকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ধ্বংসকরণ।	ধারা ৬১ তফসিল ৬ (৮)	নাই	নতুন বিধির প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশন রেকর্ড (প্রস্তুত, প্রকাশনা, হেফাজত ও ধ্বংসকরণ) বিধিমালা।
ক-৭ নাগরিক সম্পৃক্ততা						
প্রবিধান						
ক৭-প্র১	তথ্য প্রাপ্তির পদ্ধতি		ধারা ১১০ (৪)	নাই	নতুন প্রবিধানের প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশন তথ্য প্রাপ্তির অধিকার প্রবিধান।
ক-৮ অন্যান্য						
প্রবিবান						
ক৮-প্র১	সঠিক তথ্য প্রদানে ব্যর্থ অথবা ভুল তথ্য প্রদান।	প্রাইভেট সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও জরিমানা আরোপ করার পদ্ধতি যদি সিটি কর্পোরেশনের তলব অনুযায়ী সঠিক তথ্য সরবরাহে ব্যর্থতা বা উহার নিকট ভুল তথ্য সরবরাহ করে (যেমন হোল্ডিং ট্যাক্সের জন্য সম্পত্তি মূল্যায়ন)।	তফসিল ৫ (২)	নাই	নতুন প্রবিধানের প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশন সঠিক তথ্য প্রবিধান।

কোড নং	বিষয়	বিষয়বস্তুর বর্ণনা	সিটি কর্পোরেশন আইনের সংশ্লিষ্ট তফসিল ও ধারা	বিদ্যমান আইনি উপকরণ	পরবর্তী পদক্ষেপ	প্রস্তাবিত নতুন/ সংশোধিত আইনি উপকরণ
খ. সিটি কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম						
খ-১. শহর পরিকল্পনা						
বিধি						
খ১-বি১	শহর পরিকল্পনা	সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক শহর পরিকল্পনা।	ধারা ৩১ তফসিল ৩ (১৬)	The Municipal Committee (Town Planning) Rules, 1968	নতুন বিধির প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন বিধিমালা
খ১-বি২	উন্নয়ন পরিকল্পনা	বানিজ্যিক প্রকল্প, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাসহ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি।	তফসিল ৩ (২৮)	The Local Council (Development Plan) Rules, 1960	নতুন বিধির প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশন উন্নয়ন পরিকল্পনা বিধিমালা
খ-২. ইমারত নিয়ন্ত্রণ						
বিধি						
	ইমারত নিয়ন্ত্রণ	সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অনিরাপদ ও বিপজ্জনক ইমারত নিয়ন্ত্রণ।	ধারা ৪১ তফসিল ৩ (১৭), ৭ (২১), ৮ (১১)	ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ২০০৮ ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬ ঢাকা সিটি করপোরেশন (বিল্ডিং বরাদ্দ এবং ডেভেলপমেন্ট কোম্পানিগুলির অর্থায়নে নির্মিত বহুতল বাণিজ্যিক এবং আবাসিক কমপ্লেক্স হস্তান্তর) বিধি, ২০০৫ Dhaka City Corporation Agreement (Build, Own, Operate and Transfer) Rules, 2004	নতুন বিধির প্রয়োজন নেই	
প্রবিধান/উপ-আইন						
খ২-প্র১	ইমারত পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ।	ইমারত নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ নিয়ন্ত্রণ, ইমারত পরিদর্শন; অননুমোদিত পূর্তকাজ বন্ধকরণ।	তফসিল ৭ (২০), ৮ (১১)	নাই	নতুন প্রবিধান প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশন ইমারত নিয়ন্ত্রণ প্রবিধান।
খ-৩. ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ						
প্রবিধান/উপ-আইন						
খ৩-প্র১	যানবাহন ও যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ।	যানবাহন ও যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ, পথ চলাচল বিধি, যানবাহন চলাচল সংকেত বিধি, গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ ও বাতি জ্বালানোর সময়।	তফসিল ৭ (২০), ৮ (১১)	নাই	নতুন প্রবিধান প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশন যানবাহন ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ প্রবিধান।

কোড নং	বিষয়	বিষয়বস্তুর বর্ণনা	সিটি কর্পোরেশন আইনের সংশ্লিষ্ট তফসিল ও ধারা	বিদ্যমান আইনি উপকরণ	পরবর্তী পদক্ষেপ	প্রস্তাবিত নতুন/ সংশোধিত আইনি উপকরণ
খ৩-প্র২	সাধারণ যানবাহন ও গণপরিবহন ব্যবস্থার জন্য লাইসেন্স	সাধারণ যানবাহন, সাধারণ যানবাহনের চালক বা বহন অথবা পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত জন্তু এবং ব্যক্তির লাইসেন্স; সাধারণ যানবাহন বহনের জন্য ব্যবহৃত জন্তু এবং যেইখানে এইরূপ যানবাহন ও জন্তু রাখা হয় তাহা পরিদর্শন; স্ট্যান্ডের ব্যবস্থা ও তাহাদের ব্যবহার পদ্ধতি; সাধারণ যানবাহন সম্পর্কিত অপরাধ (উপ-আইন)।	তফসিল ৮ (৯), (৩)	নাই	নতুন প্রবিধানের প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশন যানবাহন লাইসেন্স ও গণপরিবহন প্রবিধান।
খ৩-প্র৩	সাধারণ খেয়া পারাপার	সরকারি জলাধারে ভাড়ায় চলাচলকারী নৌকা বা অন্যান্য যানবাহনের জন্য লাইসেন্সের ব্যবস্থা করিতে, লাইসেন্সের শর্ত নির্ধারণ করিতে এবং তজ্জন্য প্রদেয় ফিস নির্দিষ্ট করিতে পারিবে।	তফসিল ৩ (৯.১)	নাই	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রবিধান প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশন সাধারণ খেয়া পারাপার প্রবিধান।
খ-৪. বেসরকারি বাজার						
প্রবিধান/উপ-আইন						
খ৪-প্র১	বাজারে বিরক্তিকরন বস্তু বা উপদ্রবের সংজ্ঞা নিরূপণ ও উহার নিরোধকরণ।	বাজারে বিরক্তিকরন বস্তু বা উপদ্রবের সংজ্ঞা নিরূপণ ও উহার নিরোধকরণ; বাজারে স্টল এবং মঞ্চ বরাদ্দকরণ; বাজারে বিক্রিত পণ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ।	তফসিল ৭ (১৭, ৮ (১৪)	নাই	নতুন প্রবিধানের প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশন বেসরকারি বাজার নিয়ন্ত্রণ প্রবিধান।
খ-৫. বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর বস্তুর ব্যবসা-বাণিজ্য						
বিধি						
খ৫-বি১	বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর বস্তুর ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ।	সিটি কর্পোরেশন বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর বস্তুর ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি।	ধারা ৪১ তফসিল ৩ (২২), ৭ (২), ৮ (১১)	The Municipal Committee (Specification of Dangerous and Offensive Trades and Articles) Rules, 1963	নতুন বিধির প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশন বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর বস্তুর ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা।
প্রবিধান/উপ-আইন						
খ৫-প্র১	ক্ষতিকর ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ।	ক্ষতিকর ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ, বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর দ্রব্যাদির মজুদকরণ ও রক্ষণ।	তফসিল ৭ (১৫), ৮ (৭)	নাই	নতুন প্রবিধানের প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশন ক্ষতিকর ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ প্রবিধান।
খ-৬. অবৈধ প্রবেশ						
প্রবিধান/উপ-আইন						
খ৬-প্র১	অবৈধ প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ	▪ অবৈধ প্রবেশ, নিয়ন্ত্রন ও অপসারণ ▪ অবৈধ দখল নিয়ন্ত্রণ, দমন ও অপসারণ।	তফসিল ৭ (১৬), ৮(৮)	নাই	নতুন প্রবিধানের প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশন অবৈধ দখল নিয়ন্ত্রণ প্রবিধান।

কোড নং	বিষয়	বিষয়বস্তুর বর্ণনা	সিটি কর্পোরেশন আইনের সংশ্লিষ্ট তফসিল ও ধারা	বিদ্যমান আইনি উপকরণ	পরবর্তী পদক্ষেপ	প্রস্তাবিত নতুন/ সংশোধিত আইনি উপকরণ
খ-৭. অন্যান্য						
বিধি						
	দেওয়াল লিখন ও পোস্টার লাগানো	সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সরকারি-বেসরকারি ইমারত ও অন্যান্য স্থাপনায় দেওয়াল লিখন ও পোস্টার লাগানো নিয়ন্ত্রন	ধারা ৪১	দেওয়াল লিখন ও পোস্টার লাগানো (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১২	নতুন বিধির প্রয়োজন নেই	
খ৭-বি১	পরিবেশ সংরক্ষণ	পরিবেশ সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ	ধারা ৪১ তফসিল ৩ (৮), ৩ (১০), ৩ (২৩)-(২৪), ৭ (১২)-(১৩), ৭ (২০)-(২৩), ৮ (৪)-(৫), ৮(১০)-(১৩)	পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭	বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির সাথে যোগাযোগ করে নতুন বিধিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে।	সিটি পরিবেশ সমন্বয় বিধিমালা।
প্রবিধান/উপ-আইন						
বি৭-প্র১	লাইসেন্সিং, নিবন্ধন, অনুমোদন	লাইসেন্স প্রদান পদ্ধতি	তফসিল ৭ (৯), তফসিল ৮ (১)	নাই	নতুন প্রবিধান প্রয়োজন	সিটি করপোরেশন লাইসেন্সিং, নিবন্ধন ও অনুমোদন প্রবিধান।
		লাইসেন্স অনুমোদন এবং অনুমতি মঞ্জুর, নিবন্ধন, ও সপরিদর্শন পদ্ধতি; লাইসেন্স, অনুমোদন, অনুমতি ফরম এবং ফিস।				
বি৭-প্র২	নিবন্ধন	টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনকরণ।	ধারা ১১১-১১৫	নাই	নতুন প্রবিধান প্রয়োজন	সিটি করপোরেশন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন প্রবিধান।
বি৭-প্র৩	মেলা ও উৎসবের জন্য লাইসেন্স প্রদান।	সরকারি ও বেসরকারি মেলা অনুষ্ঠান ও উৎসব পালন, উক্তরূপ মেলা ও উৎসবের স্থানে দোকানপাট ও আমোদ-প্রমোদের স্থানের জন্য লাইসেন্স প্রদান, বেসরকারি মেলার জন্য লাইসেন্স প্রদান, মেলা ও উৎসবাদি পরিদর্শন।	তফসিল ৭ (১০), ৮ (২)	নাই	নতুন প্রবিধান প্রয়োজন	সিটি করপোরেশন মেলা, বিনোদন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য লাইসেন্স প্রদান প্রবিধান।
	পাবলিক বিনোদন এবং সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামের জন্য লাইসেন্সিং।	সর্ব সাধারণের জন্য চিত্তবিনোদন, আমোদ-প্রমোদ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য লাইসেন্সি (প্রবিধান)।	তফসিল ৭ (১১)	নাই		

কোড নং	বিষয়	বিষয়বস্তুর বর্ণনা	সিটি কর্পোরেশন আইনের সংশ্লিষ্ট তফসিল ও ধারা	বিদ্যমান আইনি উপকরণ	পরবর্তী পদক্ষেপ	প্রস্তাবিত নতুন/ সংশোধিত আইনি উপকরণ
গ. সিটি করপোরেশনের সেবা সরবরাহ কার্যক্রম						
গ -১. জনস্বাস্থ্য						
প্রবিধান/উপ-আইন						
গ১-প্র১	জনস্বাস্থ্য পরিদর্শন, বর্জ্য পরিষ্কার ও অপসারণ, সরকারি/ব্যক্তিগত শৌচাগার পরিদর্শন	স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তদারকের জন্য জায়গা-জমি ও বাড়িঘর পরিদর্শন, বাড়িঘরের মালিক কর্তৃক আবর্জনা পরিষ্কার ও অপসারণ, সরকারি/ ব্যক্তিগত পায়খানা ও প্রসাবখানা নির্মাণ ও পরিদর্শন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং ব্যক্তিগত খাদ্যদ্রব্যের লাইসেন্স প্রদান।	তফসিল ৭ (১২), ৮ (৪)	নাই	নতুন প্রবিধান প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশন জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা প্রবিধান
	সংক্রমিত জিনসপত্র ও রোগ নিয়ন্ত্রণ	রোগ-সংক্রমিত ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনসপত্র অথবা অন্যান্য দ্রব্যাদি অপসারণ, রোগসংক্রমণ মুক্তকরণ ও ধ্বংসকরণ, বাড়িঘর ও যানবাহন রোগ-সংক্রমণ মুক্তকরণ, সংক্রমক রোগের বিস্তার রোধের ব্যাপারে জনসাধারণের দায়িত্ব ও কর্তব্য।	তফসিল ৭ (১৩), ৮ (৫)	নাই	নতুন প্রবিধান প্রয়োজন	
গ-২. পানি নিষ্কাশন						
প্রবিধান/উপ-আইন						
গ২-প্র১	ব্যক্তিগত নর্দমা ও পানি নিষ্কাশন সম্পর্কিত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ	ব্যক্তিগত নর্দমা নিয়ন্ত্রণ, নর্দমা সংরক্ষণ, পরিষ্কারকরণ ও পরিদর্শন, নর্দমা সংক্রান্ত অপরাধ।	তফসিল ৩ (৮.৯) তফসিল ৭ (২৩), ৮(১৩)	নাই	নতুন প্রবিধান প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশন নিষ্কাশন নিয়ন্ত্রণ প্রবিধান
গ-৩. পাবলিক পার্কস ও সাংস্কৃতিক অবকাঠামো						
প্রবিধান/উপ-আইন						
গ৩-প্র১	সাধারণ পার্ক, বাগান এবং খোলা জায়গা নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ	পার্ক, সাধারণ উদ্যান ও সাধারণ উন্মুক্ত জায়গা ব্যবহার ও তাহা পরিদর্শনকারী ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ, পার্ক, সাধারণ উদ্যান ও সাধারণ উন্মুক্ত খোলা জায়গা সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা; পার্কে প্রবেশের এবং পার্কের ব্যবস্থিত সুযোগ-সুবিধা অথবা সাজ-সরঞ্জাম ভোগের জন্য ফিস।	তফসিল ৭ (২১) ও (২২), ৮(১২)	নাই	নতুন প্রবিধান প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশন সাধারণ পার্ক ও খোলা জায়গা প্রবিধান
গ৩-প্র২	জনসাধারণের চিত্তবিনোদন, আমোদ-প্রমোদ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা		তফসিল ৮	নাই	নতুন প্রবিধান প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত প্রবিধান

কোড নং	বিষয়	বিষয়বস্তুর বর্ণনা	সিটি কর্পোরেশন আইনের সংশ্লিষ্ট তফসিল ও ধারা	বিদ্যমান আইনি উপকরণ	পরবর্তী পদক্ষেপ	প্রস্তাবিত নতুন/ সংশোধিত আইনি উপকরণ
গ-৪. সাধারণের বাজার ও অন্যান্য সুবিধাদি						
প্রবিধান/উপ-আইন						
	সাধারণের বাজার	সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক সাধারণ বাজার নিয়ন্ত্রণ	ধারা ৩১ এবং তফসিল ৩(১২), ৭(১৭), ৮(১৪)	ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মার্কেট উপ-আইন ও অন্যান্য সিটি করপোরেশন কর্তৃক অনুরূপ আইন	নতুন উপ-আইন প্রয়োজন নাই	
গ৪-প্র১	পানি সরবরাহ	পাইপের মাধ্যমে পাবলিক ও প্রাইভেট প্রাঙ্গনে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা এবং ফি সংগ্রহ করা	তফসিল ৩ (৮.৩)	নাই	নতুন প্রবিধান প্রয়োজন যেখানে সিটি কর্পোরেশন পানি সরবরাহ করে	সিটি কর্পোরেশন পানি সরবরাহ প্রবিধান
গ-৫. জীবজন্তু						
প্রবিধান/উপ-আইন						
গ৫-প্র১	জীবজন্তুর সংক্রামক ব্যধি	জীবজন্তুর মধ্যে ছোঁয়াছে রোগ বিস্তার রোধকল্পে গৃহীতব্য ব্যবস্থা; এইরূপ রোগে আক্রান্ত পশুকে বাধ্যতামূলক টিকাদান অথবা ধ্বংস সাধন; ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ানো জীবজন্তু আটক এবং খোঁয়াড়ে আবদ্ধকরণ; বাসগৃহে জীব-জন্তু রাখা নিষিদ্ধকরণ; গবাদিপশু বিক্রয় নিবন্ধকরণ; বিপজ্জনক জীব-জন্তুর সংজ্ঞা নিরূপন এবং এইরূপ জীব-জন্তুর আটক, ধ্বংস অথবা অপসারণের পদ্ধতি।	তফসিল ৭ (১৮), ৮(১৫)	নাই	নতুন প্রবিধান প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশন জীবজন্তু রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রবিধান
গ৫-প্র২	পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ	কসাইখানার পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ, জবাইয়ের পূর্বে পশু পরীক্ষাকরণ এবং জবাইয়ের পর গোস্ত পরীক্ষাকরণ; গোস্ত অনুমোদন ও সংরক্ষণ।	তফসিল ৭ (১৯), ৮ (১৬	নাই	নতুন প্রবিধান প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশন পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ প্রবিধান
গ-৬. গোরস্থান ও শ্মশান						
প্রবিধান/উপ-আইন						
গ৬-প্র১	গোরস্থান ও শ্মশানের জন্য লাইসেন্স	সরকারি ও বেসরকারি গোরস্থান ও শ্মশানের জন্য লাইসেন্স প্রদান, এইগুলি রক্ষণাবেক্ষণ, সংরক্ষণ; মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা; গরীব ও দুঃস্থদের দাফন ও দাহের ব্যবস্থা	তফসিল ৭ (১৪),৮ (৬)	নাই	নতুন প্রবিধান প্রয়োজন	সিটি কর্পোরেশন গোরস্থান ও শ্মশান ব্যবস্থাপনা প্রবিধান
গ-৭. নিবন্ধন						
বিধি						
	জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন	সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন	ধারা ৪১ তফসিল ৩ (২)	জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (সিটি কর্পোরেশন) বিধিমালা, ২০০৬ এবং সংশোধণ ২০১২	নতুন বিধির প্রয়োজন নাই	

সংযোজনী ২ঃ

এক নজরে কৌশলপত্র ঃ লক্ষ্য, কৌশলগত উপাদান ও প্রত্যাশিত আউটপুট

এসডিজি অভীষ্ট ১১ (অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা) এবং
অভীষ্ট ১৬ (কার্যকর, জবাবদিহিতামূলক স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠান, অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্তগ্রহণ)

সিটি কর্পোরেশন পরিচালন ব্যবস্থা (গভর্ন্যান্স) উন্নয়ন কৌশলপত্র ২০২০-২০৩০

সার্বিক লক্ষ্যঃ প্রয়োজনীয় আইনি উপকরণ, সরকারি নির্দেশিকা/ম্যানুয়েল ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের সাংগঠনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে পরিচালন গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা উন্নতিকরণের মাধ্যমে নগরায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ সঠিকভাবে মোকাবেলা করা এবং নাগরিকদের প্রত্যাশিত সেবা প্রদান।

লক্ষ্য ১ঃ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনি উপকরণ প্রণীত।	লক্ষ্য ২ঃ সাংগঠনিক উন্নয়নের পদ্ধতি সিটি কর্পোরেশনে প্রতিষ্ঠিত।	লক্ষ্য ৩ঃ সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালীকরণ এবং একাধিক অর্থ বছরের আর্থিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে বাজেট প্রস্তুত।	লক্ষ্য ৪ঃ সিটি কর্পোরেশনের মানবসম্পদ উন্নয়ন পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থায় ও সিটি কর্পোরেশনে প্রতিষ্ঠিত।

কৌশলগত উপাদান

লক্ষ্য ১-১ঃ সিটি কর্পোরেশন সম্পর্কিত বিধিমালা প্রণয়ন/হালনাগাদকরণ।	লক্ষ্য ২-১ঃ সাংগঠনিক কাঠামো ও আর্থিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে জনবলের পদসৃজন ও নিয়োগ।	লক্ষ্য ৩-১ঃ কর ব্যবস্থাপনা, ফি পদ্ধতি ও আর্থিক বরাদ্দ প্রক্রিয়া উন্নত করে আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালীকরণ।	লক্ষ্য ৪-১ঃ সিটি কর্পোরেশন জনবলের/মানবসম্পদের পদ্ধতিগতভাবে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান।
লক্ষ্য ১-২ঃ সিটি কর্পোরেশন-সম্পর্কিত প্রবিধান/উপ-আইন প্রণয়ন।	লক্ষ্য ২-২ঃ কার্য-প্রক্রিয়া উন্নতিকরণ এবং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা (অংশীদারিত্ব) ও সমন্বয়ের মাধ্যমে সেবা প্রদান কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধি।	লক্ষ্য ৩-২ঃ বাজেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নতিকরণ।	লক্ষ্য ৪-২ঃ সিটি কর্পোরেশন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য পারস্পরিক শিখন পদ্ধতি।
	লক্ষ্য ২-৩ঃ স্থায়ী কমিটির ভূমিকা শক্তিশালীকরণ।	লক্ষ্য ৩-৩ঃ বার্ষিক বাজেটের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন।	
	লক্ষ্য ২-৪ঃ নাগরিক সম্পৃক্ততা।	লক্ষ্য ৩-৪ঃ অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকনিরীক্ষা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।	

লক্ষ্য ১ঃ আইনি উপকরণ	
স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনি উপকরণ প্রণীত।	
লক্ষ্য ১-১	সিটি কর্পোরেশন সম্পর্কিত বিধিমালা প্রণীত/হালনাগাদকৃত
লক্ষ্য ১-২	সিটি কর্পোরেশন-সম্পর্কিত প্রবিধান/উপ-আইন প্রণীত

	স্বল্পমেয়াদি (২০২০-২১ অর্থবছর)	মধ্যমেয়াদি (২০২৫-২৬ অর্থবছর)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৩০-৩১ অর্থবছর)
লক্ষ্য ১-১ঃ সিটি কর্পোরেশন সম্পর্কিত বিধিমালা প্রণীত/হালনাগাদকৃত			
স্থানীয় সরকার বিভাগ	▪ সিটি কর্পোরেশন সম্পর্কিত আইনি পরিকাঠামো হ্যান্ডবুক ও আইনি উপকরণসমূহের সংকলন প্রস্তুত।	▪ সিটি কর্পোরেশন সম্পর্কিত আইনি পরিকাঠামো হ্যান্ডবুক ও আইনি উপকরণসমূহের সংকলন হালনাগাদকরণ।	▪ সিটি কর্পোরেশন সম্পর্কিত আইনি পরিকাঠামো হ্যান্ডবুক ও আইনি উপকরণসমূহের সংকলন হালনাগাদকরণ।
	▪ আইনি পরিকাঠামো সম্পর্কে সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও কাউন্সিলরদেরকে ওরিয়েন্টেশন/প্রশিক্ষণ প্রদান।	▪ আইনি পরিকাঠামো ও হালনাগাদকৃত আইনি উপকরণসমূহ সম্পর্কে সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও কাউন্সিলরদেরকে ওরিয়েন্টেশন/প্রশিক্ষণ প্রদান।	
	▪ নিম্নলিখিত বিষয়ে বিধিমালা প্রণীত - চাকরি বিধিমালা - আচরণ বিধি - কর ব্যবস্থাপনা - হিসাব ব্যবস্থাপনা	▪ অবশিষ্ট বিষয়সমূহে বিধিমালা প্রণীত।	▪ বিধিমালা পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণের জন্য একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত।
লক্ষ্য ১-২ঃ সিটি কর্পোরেশন-সম্পর্কিত প্রবিধান/উপ-আইন প্রণীত			
স্থানীয় সরকার বিভাগ	▪ কমপক্ষে ৬টি বিষয়ে মডেল প্রবিধান/উপ-আইন প্রণীত। সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রবিধান বা উপ-আইনের উপর ভেটিং গ্রহণ করে প্রজ্ঞাপন জারি।	▪ অবশিষ্ট বিষয়সমূহে মডেল প্রবিধান/উপ-আইন প্রণীত। সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রবিধান বা উপ-আইনের উপর ভেটিং গ্রহণ করে প্রজ্ঞাপন জারি।	▪ সিটি কর্পোরেশন প্রবিধান ও উপ-আইনসমূহ নিয়মিত পর্যালোচনা করে হালনাগাদ করার জন্যে একটি পদ্ধতি/সিস্টেম প্রতিষ্ঠিত।
সিটি কর্পোরেশন	▪ কমপক্ষে ৬টি বিষয়ে প্রবিধান/উপ-আইন প্রণীত।	▪ অবশিষ্ট বিষয়সমূহে প্রবিধান/উপ-আইন প্রণীত।	▪ সিটি কর্পোরেশন স্বউদ্যোগে প্রয়োজনীয় প্রবিধানের খসড়া প্রস্তুতের সক্ষমতা ও দক্ষতা অর্জন।

লক্ষ্য ২ঃ সাংগঠনিক উন্নয়ন	
সাংগঠনিক উন্নয়নের পদ্ধতি সিটি কর্পোরেশনে প্রতিষ্ঠিত	
লক্ষ্য ২-১	সাংগঠনিক কাঠামো ও আর্থিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে জনবলের পদসৃজন ও নিয়োগ
লক্ষ্য ২-২	কার্য-প্রক্রিয়া উন্নতিকরণ এবং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা (অংশীদারিত্ব) ও সমন্বয়ের মাধ্যমে সেবা প্রদান কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধি
লক্ষ্য ২-৩	স্থায়ী কমিটির ভূমিকা শক্তিশালীকরণ
লক্ষ্য ২-৪	সিটি কর্পোরেশনের তথ্য প্রদান ও নাগরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে নাগরিক সম্পৃক্তকরণ

	স্বল্পমেয়াদি (২০২০-২১ অর্থবছর)	মধ্যমেয়াদি (২০২৫-২৬ অর্থবছর)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৩০-৩১ অর্থবছর)
লক্ষ্য ২-১ঃ সাংগঠনিক কাঠামো ও আর্থিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে জনবলের পদসৃজন ও নিয়োগ			
স্থানীয় সরকার বিভাগ	▪ সকল সিটি কর্পোরেশনের সাংগঠনিক কাঠামো পর্যালোচনা করে অনুমোদিত। ▪ আদর্শ সাংগঠনিক কাঠামো প্রণীত।	▪ সিটি কর্পোরেশনের সাংগঠনিক কাঠামো পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণের প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত।	▪ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ
সিটি কর্পোরেশন	▪ প্রত্যেক সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব সাংগঠনিক কাঠামো থাকবে।	▪ প্রয়োজন অনুযায়ী সাংগঠনিক কাঠামো পর্যালোচনা করে হালনাগাদকৃত।	
	▪ আর্থিক প্রক্ষেপণের ভিত্তিতে বার্ষিক বাজেট প্রস্তুত এবং জনবল নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।	▪ আর্থিক প্রক্ষেপণের ভিত্তিতে বার্ষিক বাজেট প্রস্তুত ও জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় সিটি কর্পোরেশন ব্যবস্থাপনায় একীভূত।	▪ আর্থিক প্রক্ষেপণের ভিত্তিতে বার্ষিক বাজেট প্রস্তুত ও জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় সিটি কর্পোরেশন ব্যবস্থাপনায় সম্পুর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত।
লক্ষ্য ২-২ঃ কার্য-প্রক্রিয়া উন্নতিকরণ এবং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা (অংশীদারিত্ব) ও সমন্বয়ের মাধ্যমে সেবা প্রদান কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধি			
স্থানীয় সরকার বিভাগ	▪ সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে কার্য-প্রক্রিয়ার (বেসরকারি/ সামাজিক সংস্থার সাথে অংশীদারিত্বের ব্যবস্থাসহ) পদ্ধতিগত উন্নতির জন্য নির্দেশিকা (গাইডলাইন) প্রস্তুত।	▪ কার্য-প্রক্রিয়ার পদ্ধতিগত উন্নতির জন্য নির্দেশিকা (গাইডলাইন) হালনাগাদকরণ। সরকার কর্তৃক ভালো কাজের স্বীকৃতি।	▪ সরকার কর্তৃক ভালো কাজের স্বীকৃতি অব্যাহত

	স্বল্পমেয়াদি (২০২০-২১ অর্থবছর)	মধ্যমেয়াদি (২০২৫-২৬ অর্থবছর)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৩০-৩১ অর্থবছর)
	■ সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয়ের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সমন্বয় নিশ্চিতকরণ।	■ সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয়ের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় একীভূত।	■ সিটি কর্পোরেশনের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের সমন্বয়ের বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।
	■ সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য নির্দেশিকা প্রস্তুত।	■ সিটি কর্পোরেশনের জন্য একটি একক বার্ষিক প্রতিবেদন নিশ্চিত করা।	■ সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে একটি একক বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত।
সিটি কর্পোরেশন	■ কমপক্ষে ৫টি কার্যক্রমের কার্য-প্রক্রিয়া উন্নতিকরণ (বেসরকারি/সামাজিক সংস্থার সাথে অংশীদারিত্বের ব্যবস্থাসহ)।	■ অবশিষ্ট কার্যক্রমের কার্য-প্রক্রিয়া উন্নতিকরণ।	■ কার্য-প্রক্রিয়া উন্নতিকরণ সংগঠনের সাথে অংশীদারিত্বের ব্যবস্থাসহ অব্যাহত ও সিটি কর্পোরেশন ব্যবস্থাপনায় একীভূত।
	■ সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় নিশ্চিত করা।	■ সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয় ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা।	
	■ প্রতি অর্থ-বছর সমাপ্তির পরবর্তী ৩ মাসের মধ্যে সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত।	■ যথাসময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ করা।	■ যথাসময়ে মান সম্মত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশিত।
লক্ষ্য ২-৩ঃ স্থায়ী কমিটির ভূমিকা শক্তিশালীকরণ			
স্থানীয় সরকার বিভাগ	■ কার্যকর স্থায়ী কমিটি নিশ্চিত করা	■ স্থায়ী কমিটিসমূহের ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা এবং ভূমিকা শক্তিশালীকরণের জন্য প্রস্তাবনা (কার্যকারিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুক্তিসংগতভাবে কয়েকটি কমিটি একত্রীকরণসহ) আলোচনা করে গ্রহণ করা।	
সিটি কর্পোরেশন	■ কমপক্ষে কয়েকটি স্থায়ী কমিটির সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।	■ কাউন্সিলরগণ তাদের তদারকি/তত্ত্বাবধান, আইনি উপকরণ প্রস্তুত ও নির্বাহী ভূমিকার বিষয়ে সচেতন এবং স্থায়ী কমিটিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ। সকল স্থায়ী কমিটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।	■ কাউন্সিলরগণ তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন এবং স্থায়ী কমিটিসমূহ যথাযথ ভূমিকা পালন।

	স্বল্পমেয়াদি (২০২০-২১ অর্থবছর)	মধ্যমেয়াদি (২০২৫-২৬ অর্থবছর)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৩০-৩১ অর্থবছর)
লক্ষ্য ২-৪ঃ সিটি কর্পোরেশনের আউটরিচ ও নাগরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে নাগরিক সম্পৃক্ততা			
স্থানীয় সরকার বিভাগ	▪ নাগরিক সম্পৃক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণীত এবং নাগরিক সম্পৃক্তকরণের পদ্ধতির প্রয়োগ নিশ্চিত করা।	▪ নির্দেশিকা প্রয়োজনীয় সংশোধন করে হালনাগাদকরণ ▪ সরকার অথবা দাতা সংস্থার সহায়তায় সিটি কর্পোরেশনসমূহে ই-গভর্ন্যান্স কার্যক্রম বাস্তবায়িত।	▪ ই-গভর্ন্যান্সের সম্পূর্ণ ব্যবহারসহ নাগরিক সম্পৃক্ততার বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ।
সিটি কর্পোরেশন	▪ সিটি কর্পোরেশনে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত।	▪ আঞ্চলিক অফিসসহ সকল সিটি কর্পোরেশনে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত।	▪ ই-গভর্ন্যান্সের পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে নাগরিক নাগরিক সম্পৃক্ততার পদ্ধতিসমূহ সিটি কর্পোরেশনে প্রতিষ্ঠিত।
	▪ নাগরিক মতামত ও অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত।	▪ আঞ্চলিক অফিসসহ সকল সিটি কর্পোরেশনে নাগরিক মতামত ও অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত।	
	▪ শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি।	▪ শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি।	
	▪ সিটি লেভেল কোঅর্ডিনেশন কমিটি (সিএলসিসি) ও ওয়ার্ড লেভেল কোর্ডিনেশন কমিটি (ডব্লিউএলসিসি) প্রতিষ্ঠিত।	▪ কার্যকর সিটি লেভেল কোঅর্ডিনেশন কমিটি (সিএলসিসি) ও ওয়ার্ড লেভেল কোর্ডিনেশন কমিটি (ডব্লিউএলসিসি) প্রতিষ্ঠিত।	
	▪ সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে নাগরিক জরিপ পরিচালিত এবং এর ফলাফলসমুহ সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় পর্যালোচনা করে গ্রহণ।	▪ সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর নাগরিক জরীপ পরিচালনা করা।	
	▪ ই-গভর্ন্যান্স প্রযুক্তি ব্যবহৃত।	▪ ই-গভর্ন্যান্স প্রযুক্তি সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত।	

লক্ষ্য ৩ঃ সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা	
সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালীকরণ এবং একাধিক অর্থ বছরের আর্থিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে বাজেট প্রস্তুত	
লক্ষ্য ৩-১	কর ব্যবস্থাপনা, ফি পদ্ধতি ও আর্থিক বরাদ্দ প্রক্রিয়া উন্নত করে আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালীকরণ
লক্ষ্য ৩-২	বাজেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নতিকরণ
লক্ষ্য ৩-৩	বার্ষিক বাজেটের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণীত
লক্ষ্য ৩-৪	অভ্যন্তরীণ ও বহিঃনিরীক্ষা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

	স্বল্পমেয়াদি (২০২০-২১ অর্থবছর)	মধ্যমেয়াদি (২০২৫-২৬ অর্থবছর)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৩০-৩১ অর্থবছর)
লক্ষ্য ৩-১ঃ কর ব্যবস্থাপনা, ফি পদ্ধতি ও আর্থিক বরাদ্দ প্রক্রিয়া উন্নত করে আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালীকরণ			
স্থানীয় সরকার বিভাগ	■ হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ম্যানুয়েল প্রস্তুত।	■ প্রয়োজনীয় সংশোধন করে ম্যানুয়েলটি হালনাগাদকরণ সম্পন্ন।	■ রাজস্ব ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।
	■ সিটি পৌরেশনে রাজস্ব ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির অটোমেশন শুরু।	■ রাজস্ব ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির অটোমেশন সম্পূর্ণরূপে চালু।	
	■ নিজস্ব অন্যান্য উৎসে রাজস্ব আয় সম্পর্কিত পদ্ধতি ও চর্চাসমূহ সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করে উন্নতির ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত।	■ নিজস্ব অন্যান্য উৎসে রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য নির্দেশিকা প্রস্তুত।	
	■ সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে সরকার কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং রাজস্ব অনুদান বরাদ্দের ক্ষেত্রে মানদন্ড-ভিত্তিক (সূত্র অনুযায়ী) বরাদ্দ প্রদান ও ব্যয় সম্পর্কিত নির্দেশিকা/নীতিমালা প্রস্তুত।	■ উন্নয়ন ও রাজস্ব অনুদান বরাদ্দের ক্ষেত্রে মানদন্ড-ভিত্তিক (সূত্র অনুযায়ী) বরাদ্দ প্রদান ও ব্যয় পরিবীক্ষণ সম্পর্কিত নির্দেশিকা/নীতিমালা প্রয়োজনীয় সংশোধন করে হালনাগাদকরণ সম্পন্ন।	
সিটি কর্পোরেশন	■ হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উন্নতিকরণ ও কর আদায় বৃদ্ধি।	■ রাজস্ব ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ ও নিজস্ব উৎসে রাজস্ব বৃদ্ধি।	■ রাজস্ব ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ ও নিজস্ব উৎসে রাজস্ব বৃদ্ধি।
	■ অন্যান্য রাজস্ব উৎস ব্যবস্থাপনা উন্নতিকরণ।		
		■ রাজস্ব আদায় দক্ষতা উন্নয়নের জন্য রাজস্ব প্রণোদনা চালু/প্রবর্তন।	■ রাজস্ব প্রণোদনা সিটি কর্পোরেশনের পরিচালন পদ্ধতিতে একীভূত।

	স্বল্পমেয়াদি (২০২০-২১ অর্থবছর)	মধ্যমেয়াদি (২০২৫-২৬ অর্থবছর)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৩০-৩১ অর্থবছর)
লক্ষ্য ৩-২ঃ বাজেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নতিকরণ			
স্থানীয় সরকার বিভাগ	▪ সিটি কর্পোরেশনের জন্য অভিন্ন চার্ট অব একাউন্টস এবং সংশোধিত আর্থিক ফরম প্রস্তুত ও ব্যবহৃত ।	▪ অভিন্ন চার্ট অব একাউন্টস ও সংশোধিত ফরমসমূহ অটোমেটেড পদ্ধতিতে প্রতিফলিত।	▪ অটোমেটেড পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত
	▪ বাজেট ব্যবস্থাপনা (প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন ও প্রতিবেদন) সম্পর্কিত ম্যানুয়েল প্রস্তুত।		
	▪ সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে প্রকিউরমেন্টের (দরপত্র ও চুক্তি ব্যবস্থাপনা) জন্য নির্দেশিকা প্রণীত এবং ই-জিপি'র ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।	▪ প্রকিউরমেন্ট নির্দেশিকা প্রয়োজনীয় সংশোধন করে হালনাগাদকরণ সম্পন্ন।	
	---	▪ বাজেট ও আর্থিক বিবরণীর অনলাইন ডাটাবেজ সিস্টেম প্রতিষ্ঠিত।	▪ অনলাইন সিস্টেমের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সম্পন্ন।
সিটি কর্পোরেশন	▪ চার্ট অব একাউন্টস এবং হালনাগাদকৃত ফরম ব্যবহার করে সিটি কর্পোরেশনের বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন ও প্রতিবেদন প্রস্তুত।	▪ একাধিক বছরের আর্থিক প্রক্ষেপণ ও অটোমেশনের সুবিধা কাজে লগিয়ে বাজেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ সম্পন্ন।	▪ বাজেট ব্যবস্থাপনা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।
	▪ ই-জিপিসহ অন-লাইন দরপত্র ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত।	▪ প্রকিউরমেন্ট (অন-লাইন ও অফ-লাইন দরপত্র এবং চুক্তি ব্যবস্থাপনা) পদ্ধতি সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে অনুসৃত।	
	▪ একাধিক বছরের আর্থিক প্রক্ষেপণ প্রবর্তিত।	▪ বার্ষিক বাজেট প্রস্তুতের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রক্ষেপণ ব্যবহৃত।	
	▪ সিটি কর্পোরেশনের বাজেট ও আর্থিক বিবরণী সহজবোধ্য ভাষায় জনগণকে অবহিতকরণ।	▪ সিটি কর্পোরেশনের বাজেট ও আর্থিক বিবরণী সহজবোধ্য ভাষায় জনগণকে অবহিত করার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত	▪ নাগরিকগণ সিটি কর্পোরেশনের বাজেট ও ব্যয় সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত।

	স্বল্পমেয়াদি (২০২০-২১ অর্থবছর)	মধ্যমেয়াদি (২০২৫-২৬ অর্থবছর)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৩০-৩১ অর্থবছর)
লক্ষ্য ৩-৩ঃ বার্ষিক বাজেটের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণীত			▪
স্থানীয় সরকার বিভাগ	▪ মহাপরিকল্পনা (মাস্টার প্ল্যান) প্রণয়ন, পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য একটি সিস্টেম প্রতিষ্ঠিত।	▪ সিস্টেমটি সংশ্লিষ্ট আইনি উপকরণে প্রতিফলিত	▪ নগর পরিকল্পনা ব্যবস্থা ও বার্ষিক বাজেট প্রণয়নের মধ্যে দৃঢ় সংযোগ সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত।
	▪ পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার নির্দেশিকা (গাইডলাইন) প্রস্তুত।	▪ নির্দেশিকা (গাইডলাইন) প্রয়োজনীয় সংশোধন করে হালনাগাদকরণ।	
সিটি কর্পোরেশন	▪ অনুমোদিত মহাপরিকল্পনা (মাস্টার প্ল্যান) উপলব্ধ ও ব্যবহৃত। ▪ নাগরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত।	▪ নগর পরিকল্পনা, আর্থিক প্রক্ষেপণ ও বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয় সিটি কর্পোরেশন পরিচালন ব্যবস্থায় একীভূত। *(স্ট্র্যাটিজিক বাজেটের মাধ্যমে)*	▪ নগর পরিকল্পনা, বাজেটিং প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত।
লক্ষ্য ৩-৪ঃ অভ্যন্তরীণ ও বহিঃনিরীক্ষা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ			
স্থানীয় সরকার বিভাগ	▪ সিটি কর্পোরেশনের নিরীক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণের সিস্টেমস/পদ্ধতিসমূহ ও অনুশীলনগুলোর পর্যালোচনা সম্পন্ন। ▪ সিটি কর্পোরেশনের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণের নির্দেশিকা প্রস্তুত ও সিটি কর্পোরেশনে চালু।	▪ সিটি কর্পোরেশন নিরীক্ষা বিধিমালা প্রণীত। মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় কর্তৃক আর্থিক নিরীক্ষা শুরু। ▪ সিটি কর্পোরেশনের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা নিশ্চিত করা।	▪ সিটি কর্পোরেশনের নিরীক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত।
সিটি কর্পোরেশন	▪ নির্দেশিকা অনুসরণ করে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণ পরিচালিত।	▪ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা নিয়মিত ও সঠিকভাবে পরিচালিত। ▪ মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় কর্তৃক সুপারিশসমূহ অনুসরণ ও আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ।	▪ সিটি কর্পোরেশন অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা পদ্ধতি ও নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ অনুসরণ করার বিষয়টি সিটি কর্পোরেশন পরিচালন ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত।

লক্ষ্য ৪ঃ মানবসম্পদ উন্নয়ন	
সিটি কর্পোরেশনের মানব সম্পদ উন্নয়ন পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থায় ও সিটি কর্পোরেশনে প্রতিষ্ঠিত	
লক্ষ্য ৪-১	সিটি কর্পোরেশন জনবলের/মানবসম্পদের পদ্ধতিগতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান
লক্ষ্য ৪-২	সিটি কর্পোরেশন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য পারস্পরিক শিখন পদ্ধতি

	স্বল্পমেয়াদি (২০২০-২১ অর্থবছর)	মধ্যমেয়াদি (২০২৫-২৬ অর্থবছর)	দীর্ঘমেয়াদি (২০৩০-৩১ অর্থবছর)
লক্ষ্য ৪-১ঃ সিটি কর্পোরেশন জনবলের/মানবসম্পদের পদ্ধতিগতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান			
স্থানীয় সরকার বিভাগ	▪ ৪টি সিটি কর্পোরেশনের জন্য প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়িত।	▪ সকল সিটি কর্পোরেশনের জন্য প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়িত এবং বিষয়বস্তু হালনাগাদকরণ।	▪ প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের কিছু দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে স্থানান্তরিত।
সিটি কর্পোরেশন	▪ ৪ সিটি কর্পোরেশনে ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ইউনিট (সিডিইউ) প্রতিষ্ঠিত এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মনিটরিং চলমান।	▪ ৪ সিটি কর্পোরেশনে ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ইউনিট (সিডিইউ) সক্রিয়ভাবে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করছে। ▪ অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনে ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ইউনিট (সিডিইউ) প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর।	▪ সিডিইউ নেতৃত্বাধীন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা সিটি কর্পোরেশন পরিচালন পদ্ধতিতে যথাযথভাবে একীভূত। ▪ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়িত।
লক্ষ্য ৪-২ঃ সিটি কর্পোরেশন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য পারস্পরিক শিখন পদ্ধতি			
স্থানীয় সরকার বিভাগ	▪ সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে পারস্পরিক শিখণ/অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য বছরে অন্তত একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত।	▪ এনআইএলজি কর্তৃক বাস্তবায়িত পারস্পরিক শিখন পদ্ধতি (হরাইজন্টাল লার্নিং সিস্টেম) সিটি কর্পোরেশনগুলোতে চালু করা/প্রবর্তন করা। অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বিনিময়ের জন্য ওয়েভ ভিত্তিক "লার্নিং ফোরাম"প্রতিষ্ঠিত।	▪ পারস্পরিক শিখন পদ্ধতি (হরাইজন্টাল লার্নিং সিস্টেম) প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক হালানাগাদকরণ। বিশ্বের অন্যান্য শহরগুলির সাথে নেটওয়ার্কিং/যোগাযোগ স্থাপনে সহযোগিতা প্রদান।
সিটি কর্পোরেশন	▪ সিটি কর্পোরেশনগুলো একটি সিটি কর্পোরেশন অন্যটি সিটি কর্পোরেশন থেকে ভালো কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজ নিজ কর্পোরেশনে প্রয়োগ করছে।	▪ সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ পারস্পরিক শিখন পদ্ধতি (হরাইজন্টাল লার্নিং সিস্টেম) ও ওয়েভ ভিত্তিক "লার্নিং ফোরাম" এ যোগদান।	▪ সিটি কর্পোরেশনসমূহ সম্পূর্ণরূপে পারস্পরিক শিখন পদ্ধতি (হরাইজন্টাল লার্নিং সিস্টেম) এর সুবিধা গ্রহণ।